সুন্দর অপমান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৬৪

প্রকাশক
রামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রক
দুর্গা প্রিণ্টার্স
১০/১বি, রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ
সুধীর মৈত্র

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
সুহৃদবরেষু

লেখকের অন্যান্য বই

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে ১।২
অলৌকিক জলযান ১।২
ঈশ্বরের বাগান ১।২।৩।৪
দেবী মহিমা
মানুষের ঘরবাড়ি
বলিদান
শেষদৃশ্য
পঞ্চযোগিনী
দ্বিতীয় পুরুষ
গল্প সমগ্র ১ম । ২য় । ৩য় । ৪র্থ
নীলতিমি
ফেনতুর সাদা ঘোড়া
রাজার বাড়ি

সে মাঝে মাঝে আজকাল একজন বুড়ো মানুষের স্বপ্ন দেখে।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা। নদী পার হবে। অথচ সামনে যেন এক পারাপার-শূন্য নদী। নদী যতদূর দেখা যায় জলে থৈ থৈ করছে। চড়ায় ইতস্তত কাশবন—হাওয়ায় কাশফুল উড়ছে। সাদা ফুল এবং মাথার উপর বুড়ো মানুষটার শরতের আকাশ—যেন নির্জন অস্তিত্ব বুড়ো মানুষটাকে গ্রাস করছে।

সে জানে জানালায় এ-সময় দুটো পাখি উড়ে আসবে। কিচির-মিচির শুরু করল বলে। সকালে ঘুম ভাঙলে এ-দৃশ্যটা তার চোখে পড়বেই।

তারপর ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে হয় না। শরীরে রাজ্যের আলস্য। কেন যে স্বপ্নে বুড়োমানুষের মুখ দেখতে পায় সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। সে কি ঘুমায় না অবচেতনে এ-সব দেখতে পায় বুঝে উঠতে পারে না।

মাঝে মাঝে সে একজন চাষী মানুষের মুখও দেখতে পায়। চাষী মানুষটি নিশিদিন জমিতে হাল চাষ করছে। ক্লান্ত অবসন্ন। আলে দাঁড়িয়ে চাষী মানুষটি জল খায়। আবার চাষে মন দেয়। দিন যত যায় চাষী মানুষটির বয়স বাড়ে। কিন্তু হালের খুঁটি হাত থেকে সে ছাড়ে না। ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ কিছুই তাকে নিরস্ত করতে পারে না।

দুটো দু-রকমের স্বপ্ন।

একটায় যেন যাবার কথা কোথাও। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা। বুড়োমানুষের কথা। আর একটায় চাষের কথা। ঘরের কথা। খালপাড়ে পেয়ারা গাছের নিচে চাষীবৌর ডাক খোঁজের কথা।

এই শুনছ। দু কাহন বিছন দিয়ে গেছে নাড়ুর বাবা। দাম পরে দিলেও চলবে। জলে ফেলে রেখেছি।

কোথায় রেখেছিস?

জলে।

কই দেখি।

এস না। আমি ঠিকই রেখেছি। জলেই তো গোড়াগুলো ভিজিয়ে রাখতে হয়। হাসছ কেন! না আমার ভাল লাগে না। বল না হাসছ কেন!

কে শিখিয়েছে পরিপাটি করে সংসার গোছানোর কথা! নতুন বৌ তুই, কোথায় একটু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবি, তা না, কাদা ঘাঁটাঘাঁটি শুরু। দয়াল বোঝো রে মন—হাসব না, রাতে কি হয়েছিল তোর!

মারব।

চাষীবৌর মিষ্টিমুখ, নাকে নথ, কানে ইয়ারিঙ, আর যেন পায়ে মল বাজে - ঝুমঝুম করে বাজে। স্বপ্নটা এত কাছের যে হাত দিয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়। পারে না। জেগে যায়। তখন এত খারাপ লাগে—কোনো গ্রাম্যকুঠীর, দুটো আম জাম গাছ, দিগন্ত প্রসারিত মাঠ এবং মাথায় ভাতের থালা নিয়ে যে হেঁটে যায় তার নাম কুসুম। জমিতে চাষ, খর রোদ আর বাতাস গরম—কুসুম স্বামীর জন্য জমিতে ভাত নিয়ে যায়।

এই দৃশ্যটা বড় মনোরম।

স্বপ্নটা কেন শেষ পর্যন্ত থাকে না! তার খুব কষ্ট হয়।

কুসুম নামটা সে নিজেই দিয়েছে। কুসুম ছাড়া এত সুন্দর করে কেউ জমির আলে হাঁটতে পারে না। এত সুন্দর করে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। আর বড় দুষ্টু হাসি তার মুখে।

সে বোধহয় এমনটাই চেয়েছিল। কুসুমের মত বৌ। বৌ তো কুসুমের মত হয় না। কুসুম স্বপ্নের সে বোঝে।

মাঝে মাঝে স্বপ্নে সে কুসুমের সঙ্গে কথাও বলে।

এই কুসুম, শোনো। কাছে এসো।

না। আমার কাজ আছে।

কি কাজ!

কাজের কি শেষ আছে! মানুষটা খেটেখুটে আসবে। তাকে

খুশি রাখতে হবে না!

তাই বলে অবেলায় চান। খালের জলে চান করলে ঠাণ্ডা লাগবে জানো।

আমার ঠাণ্ডা লাগে না। গরুর জাবনা দিলাম, হাতে-পায়ে পচা খোলের গন্ধ। মানুষটা এলে গরু তুলে দিতে হবে গোয়ালে। লম্ফ জ্বালতে হবে। উনুনে কাঠকুটো ফেলে গরম ভাত, আলু পোস্ত। তারপর মানুষটা খাবে। খেতে খেতে ফসলের গল্প করবে। বিছন রোয়ার কথা বলবে। ধান হলে গোলা ভরবে, কত স্বপ্ন জানো!

তারপর?

তারপর আবার কি!

কুসুমের মুখে ভারি সুন্দর কপট হাসি। ছলাৎ করে জল ছিটিয়ে কুসুম নিমিষে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সে ঘুম ভেঙে গেলে বোঝে কুসুম তার স্বপ্ন।

কুসুম যেন তার পাশেই শুয়েছিল। পিঠে মুখ গুঁজে শুয়েছিল। হাত দিলেই নাগাল পেত। কুসুমের কি দুঃখ! রাতে স্বপ্নে সে দেখা দেয়।

ঘুম ভেঙে গেলে বোঝে, আসলে সে খুব একা। একা থাকলে ভয় লাগে। দিনের বেলাটা তবু কেটে যায়। অফিসে সে পাগলের মতো কাজ করতে ভালবাসে। পাগলের মতো কাজ না করেও তো উপায় নেই। কাজ ছেড়ে বের হলেই টের পায় তার মন কেমন ভার হয়ে গেছে। বাসায় ফিরে সে দেখবে কেউ নেই ঘরে। অথচ লতাপাতা আঁকা পর্দা জানালায় ওড়ে। বসার ঘরে কাজের ছেলেটা এক কাপ চা রেখে যায়। বোঝে, বাবুর মর্জি হলে খাবে, না হলে চুপচাপ বাবু জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে। সিগারেট খাবে। কাজের ছেলেটা কিছুটা বেকুফ। কথাবার্তায় সে টের পায়। নতুন আমদানী। শ্যামলদা তার দেশ থেকে এনে দিয়েছে। সে একেবারে নাকি লক্ষ্মীছাড়া—নিবোধ বলেও তাকে গাল দেয়। অন্তত পাহারা

দেবার জন্যও একজন লোকের দরকার। তাকে না হোক বাড়িটার পাহারা খুবই দরকার।

বাড়ি না ফ্ল্যাট, না বাসা! যে কোনো নামে সে তার আস্তানাতে ফিরে আসতে পছন্দ করে।

কিরে কেউ এসেছিল ?

কে আসবে ?

আমার কি কেউ নেই ভেবেছিস ? কে আসবে বলছিস ? দ্যাখ অমর, তোকে একটা কথা বলে রাখি, তিনি যে কোনোদিন চলে আসতে পারেন। এসে যদি দ্যাখেন ঘরদোর পরিষ্কার নেই, টেবিলে ধুলো পড়ে আছে, খুব কিন্তু রাগ করবেন।

আমি তো বসে থাকি না দাদা।

বসে থাকিস না শুয়ে থাকিস, আমি দেখতে যাই না। সারাটা দিন কি করিস ! টি. ভি খুলে বসে থাকিস, টিভির ঢাকনা টেনে দিতে মনে থাকে না। তিনি এলোমেলো স্বভাবের লোক একদম পছন্দ করেন না বুঝলি !

অমর জানে দাদার এটা একটা অসুখ। বাড়ি ফিরেই দাদার এক কথা—কিরে কেউ এসেছিল ? কোন ফোন !

মাসখানেক ধরে অমর আছে। দাদা খুব খেয়ালী মানুষ। খুব যে গম্ভীর তাও না। দাদার চরিত্র বুঝতে তার সময় লাগেনি।

এইতো যেদিন এল সে।

তোকে শ্যামলদা পাঠিয়েছে ? দাদাবাবুর এমন প্রশ্ন।

আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

বাবু না, বাবু না। বাবু বলে ডাকলে সম্পর্ক হয় না। কেনো চিঠি আছে ? যা দিনকাল—

আছে।

আছে তো দেখাসনি কেন ? নাম কি ?

অমর।

খুব ভাল নাম। অমর। তা তুই থাকতে পারবি একা ?

বাসায় কিন্তু কেউ আর থাকে না। একা সারাদিন বাসায় ভাল লাগবে তোর? আমার তো ভাল লাগে না। রাত করে ফিরি। ঘুম থেকে বেলায় উঠি। কি রে ভাল লাগবে তো?

লাগবে।

অবশ্য টিভি আছে। ওটা খুলে বসে থাকতে পারিস। সময় কেটে যাবে।

কোনো কাজের কথা না। তাকে কি কাজ করতে হবে তার কথাও না। সে থাকতে পারবে কিনা। এই নিয়েই দাদার সংশয়।

তুই খুবই ছেলেমানুষ। মা-বাবার জন্য মন খারাপ করবে না তো আবার। শ্যামলদার যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে। আরে আমার তো কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না! সকালে চা জলখাবার। অফিসে লাঞ্চ। রাতে, তা একরকমের কিছু হলেই হয়ে যায়। তা তুই থাকতে পারবি তো?

পারব।

পারবি বলছিস, পরে ভেগে গেলে জেলে দেব বুঝিল!

অমর খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল, জেল হাজতের কথা আসে কেন! সে পালিয়ে যাবেই বা কেন! ভাল না লাগলে সে তো বলেই যাবে। না দাদা বাড়ির জন্য মন খারাপ, আমার মন টিকছে না। আমাকে ছুটি দিন।

অমর বোঝে শ্যামলবাবুর কথাই ঠিক। বদ্ধ উন্মাদ। কথার কোনো ছিরিছাঁদ নেই। কাজের লোকের সঙ্গে এভাবে কেউ কথাও বলে না। লোকে ভাল কাজের লোক যখন তখন পাবে কোথায়! কতরকমের ভুজুং ভাজুং দিয়ে কাজের লোক রাখার চেষ্টা হয় তাও সে জানে। আর এ-বাবু যেন তাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। সে বাবুর কথাবার্তা শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল। বদ্ধ উন্মাদ না হোক, খুব একটা স্বাভাবিক না। তবে শ্যামলবাবু বলেছে, সোজা সরল মানুষরা সংসারে বাতিল হয়ে

পড়ে। তথাগত এই একটা গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছে বুঝলি! ওকে দেখে শুনে ঠিকঠাক না রাখতে পারলে তোকে আমিই তাড়াব। কি করে না করে ফোনে আমাকে জানাবি। রাতে ফিরে না এলে খবর দিবি।

শোন অমর, আমাকে দাদা বলে ডাকবি। ছোট ভাইটির মতো থাকবি। সুবিধা অসুবিধা বলবি। বাড়িটা আসলে তোরই বুঝলি। আর তিনি এলে তাঁর। নিজের বাড়ি বুঝলি – কোনো কুণ্ঠা রাখবি না। কি খেতে তোর ভাল লাগে বলবি, সেইমতো বাজার করব। তোর যা পছন্দ, আমরও তাই পছন্দ। চিঠিটা রেখে দে। পড়া হয়ে গেছে।

কোথায় রাখব ?

রাখ না, কত জায়গা, যেখানে খুশি রেখে দে। শ্যামলদা এসে যদি বলে, চিঠিঠা তার দরকার, ফেরত দিতে হবে না!

অমর নিজেই চিঠিটা টেবিলে রেখে দিল। ফ্যানের হাওয়ায় ওড়াউড়ি, তারপর চিঠিটা সে দাদার ড্রয়ারে রেখে দিয়েছে। শ্যামল-বাবু পরের রবিবারেই হাজির। কাজকর্ম ঠিক করতে পারছে কিনা দেখতে এসে অবাক। দাদা চা করে তাকে দিচ্ছে শ্যামলবাবুকে দিচ্ছে।

কি রে পাঁপড় ভাজা খাবি। করে দিচ্ছি।

এই শোন।

আমাকে ডাকছেন শ্যামলদা ? দাদা কিচেন থেকে উঁকি দিয়েছিল।

তোর কাছে এলাম, আর কিচেনে ঢুকে আমার চা জলখাবার করে দিয়ে যাচ্ছিস! তুই কিরে ? অমর, অমর! অমর আছে কি করতে!

আজ্ঞে যাই বাবু।

তোর কাণ্ডজ্ঞান নেই। বাবু করে দিচ্ছে, আর তুই বাড়ির কর্তার মতো গিলছিস!

আমি কিরব, দাদা না দিলে! কিছু করতে দেয় না। এক কথা, আগে দ্যাখ অমর। দেখে শেখ। তোকে তো শেষে করতেই হবে। তিনি এলে একদণ্ড তোকে ফুরসত দেবেন না।

তিনি আর আসছেন! বুরবক। শ্যামলবাবু গজগজ করছিল।

বুরবক কাকে বলেছিল, তাকে না দাদাকে অমর বুঝতে পারেনি। কিন্তু এটা বুঝেছিল, শ্যামলবাবুর কথায় দাদার মুখ শুকনো দেখাচ্ছিল। চোরের মতো মনে হচ্ছিল। ছিঁচকে চোর ধরা পড়লে যেমনটা হয় আর কি! ভিতরে দাদার বড় কষ্ট, এও টের পেয়েছিল। কারণ দাদা কেমন কথাটা শুনে জবুথবু হয়ে গেল। কিচেনে আর গেল না। শ্যামলবাবুর পাশে সোফায় বসে পড়ল। অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

অমরের খারাপ লাগছিল। তার চা জলখাবার দিয়েছে দাদা, শ্যামলবাবুরটাও দিয়েছে। যেন অমর মেঝেতে বসে না থাকলে কে মনিব বলা খুবই মুশকিল। সে শ্যামলবাবু এসেছে বলেই মেঝেতে বসেছে। না এলে পাশাপাশি সোফায় বসে একসঙ্গে খেত। তবে দাদার সতর্ক কথাবার্তারও শেষ ছিল না।

সুখ করার যা করে নে। তিনি কাজের লোকদের আস্পর্ধা একদম পছন্দ করেন না। খবরদার তিনি এলে তুই কখনও আমার পাশে বসবি না। মেঝেতে না হয় টুলে বসবি। কি খেয়াল থাকবে তো? তিনি যা পছন্দ করেন তাই করবি কেমন। কিভাবে কাপ প্লেট ধরতে হয়, প্লেটে যেন চা না পড়ে। প্লেটে চা থাকলে মেজাজ গরম বুঝলি। দেখে শেখ। আমি করছি সব পাশে থাকবি। দেখে সব শিখে রাখবি।

আসলে অমর এমন ল্যালা ক্ষ্যাপা মনিব পেয়ে খুশি। সে যতটা পারে, কাজে ফাঁকি দিতে শুরু করেছে। কারণ কোনো কাজই দাদার পছন্দ না।

না না, ওখানে ফুলদানি রাখবি না। এই দ্যাখ, বলে একটা সাদা গোল মতো প্লাস্টিকের রেকাবি বের করে দিল। এটার

ওপর রাখবি। দেখছিস না, জলের দাগ লেগে যায় চাদরে। জলের দাগ একদম পছন্দ করেন না তিনি।

অমর বোঝে এই বাড়িতে কেউ একজন ছিলেন যাঁর জন্য দাদার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। দুশ্চিন্তায় এখনও ভুগছে। তবে সে জানে না সে কে! তিনি যে কে এটাই সে বুঝতে পারে না। বৌদিমণি হলেও তিনি কেন এখানে নেই, এটা বুঝতে পারে না। দাদার শিয়রের টেবিলটায় ফুলদানি রাখার জায়গা, দাদা অফিস-ফেরত রজনীগন্ধার ঝাড় নিয়ে আসে। ফুলদানিতে যত্ন করে রাখে। পাশে সুন্দর এক যুবতীর ফটো। ইনিই যে বাড়ির সেই গৌরব বুঝতে অসুবিধা হয় না। সম্পর্কটা কি সঠিক জানে না। দাদাকে বলতেও সাহস পায় না। শ্যামলবাবু শুনলে ক্ষেপে যেতে পারে। চাকরিটা খেতে পারে। যদি কোনো কেচ্ছা হয়, তবে তো কথাই নেই।

দাদা, কার ফটো?

কেউ হবে। চিনে নিতে পারিস কিনা দ্যাখ।

অমর বোঝে তার কৌতূহল শেষে বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়।

না চিনতে পারছি না। বলুন না কে হয় আপনার·

যখন চিনতেই পারছিস না, কে হন আমার জেনে কি হবে?

অমর দাদাকে ভয় পায় না শ্যামলবাবুকে ভয় পায়। কে হয়, বলে বোধহয় ঠিক কাজ করেনি। বোকার মতো চুপচাপ থাকাই শ্রেয় ছিল। তবু সে বোঝে দাদাবাবু মানুষটি কখনও বলতে পারে না, তোর এত জানার আগ্রহ কেন? দাদাবাবুর আপত্তি থাকলে জবাবই দিত না। সে কিঞ্চিত সাহস পেয়ে গেল।

বৌদিমণি?

ধুস, বৌদিমণি তোর আরও কি সুন্দর। দেখিসনি! দেখলে চোখ ফেরাতে পারবি না বুঝলি!

এমন কথাবার্তা যে মনিব বলতে পারে, তার কাছে নানা আশকারা আশা করাও অন্যায় নয়। এই আশকারা পেয়েই সে

বসার ঘরে শ্যামলবাবুর পাশে বসে থাকতে সাহস পেয়েছে। শ্যামলবাবু চা জলখাবার খাবে, না খাবে না. সে দাদার কাছে জানতেও চায়নি। দাদা এর ফাঁকে, তোরা বোস বলে, কিচেনে ঢুকে এত সব করে নিজ হাতে নিয়ে আসবে সে ভাবতেই পারেনি। শ্যামলবাবু ক্ষুব্ধ হতেই পাবে।

কিন্তু আশ্চর্য শ্যামলবাবু তাকে বিন্দুমাত্র অনুযোগ করার সাহস পায়নি। হয়তো দাদা পছন্দ করে না, তার বাড়ির কাজের লোক কি করছে না করছে তা নিয়ে অন্য কেউ মাথা ঘামাক।

শ্যামলবাবু খানিকক্ষণ চুপচাপ দাদাকে দেখছিল। দাদা চা কিংবা খাবার কিছুই মুখে তুলছে না। বসেই আছে।

শ্যামলবাবু কি ভেবে শুধু বললে, তোর মাত্রাজ্ঞান এত কম জানতাম না। রুপার কোনো দোষ নেই। এমন মানুষকে নিয়ে ঘর করা প্রকৃতই মুশকিল।

বৌদিমণির নাম রুপা সেই থেকে টের পেয়েছিল।

আর আশ্চর্য শ্যামলবাবু তার সম্পর্কে দাদাকে সেদিন কোনো প্রশ্নই করেনি, সে কাজ ঠিকমতো করতে পারছে কিনা—কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, কোনো প্রশ্নই না।

ওঠার সময় শুধু দাদাকে বলেছিল, চল ভিতরে। কথা আছে।

দাদার ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছিল শ্যামলবাবু। কি কথা বলবে, তার সম্পর্কে কোনো কথা, অর্থাৎ চোখের উপর কাজের লোকের এতটা আস্পর্ধা শ্যামলবাবু সহ্য করতে নাও পারে।

বাড়িটা একতলা। বাড়িটার এমন সব জায়গা আছে যেখানে দাঁড়ালে যে কোনো ঘরের কথা যত আস্তেই হোক শোনা যায়।

সে ক'দিনেই তা টের পেয়েছে। সে জানে, চাতালে দাঁড়ালে, দাদা এবং শ্যামলবাবুর কথা শুনতে পাবে। চাতালের পাশে সজীব শিউলিগাছ। শরৎকাল এসে গেছে। নীল আকাশ এবং কিছুদিন পর ঢাকের বাদ্য বাজবে। অথচ এ-বাড়ির একটা গোপন দুঃখ আছে, সেটা যে কি, এই দুঃখ টের পাবার জন্য কিংবা তার

বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের সংশয়ে সে শিউলিগাছটার আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

গাছে ফুল এসেছে।

দুটো একটা ফুল সকালের হাওয়ায় দাদার বিছানায় এসেও উড়ে পড়ে। সে বিছানা তোলার সময় দেখেছে, ফুলগুলি ফেলে দিলে দাদা খুব রাগ করে। ফুলগুলি তুলে একটা সাদা রেকাবিতে দাদা রেখে দেয় এবং ফটোর কাছাকাছি থাকে ফুলগুলি। চাতালে উড়ে এসে পড়ে কিছু ফুল। কেমন এক বর্ণময় হয়ে থাকে চাতালটা সারা সকাল। ফুলগুলি ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিলেও দাদা রাগ করে। সাঁঝবেলায় দাদা অফিস থেকে ফিরে এসে বাসি বিবর্ণ শুকনো ফুলগুলি জড় করে তুলে রাখে। তারপর বাইরের রাস্তায় না ফেলে, ফুলগুলি গাছের গোড়ায় ঢেলে দেয়।

শিউলি গাছটার আড়ালে দাঁড়াবার সময় এ-সব মনে পড়ল। গাছটা দাদার জানালার দিকে ঝুঁকে আছে। চাতালের উপর কিছু ডালপালা মেলা। এই ফুল তুলে নিয়ে যায় সকালে চম্পাবতী নামে একজন কিশোরী। পাশে ঠিক বাগান পার হয়ে চম্পাবতীর বাড়ি।

শিউলি গাছের ফুল যে কেউ খুব সকালে চুরি কবে নিয়ে যায় দাদা জানে না। উঠতে বেলা হয়। সে ডেকে চা না দিলে দরজা খোলে না। সকালে এই একটা বিড়ম্বনা আছে বাড়িতে, সে টের পেয়েছিল পা দিয়েই।

ডাকাডাকি করতেই দাদা তাকে দরজা খুলে দিয়েছিল। দাদা রাগ করতে জানে না। বেশ অমায়িক গলায় বলেছিল, অমর, দরজা না খুললে আমায় চা দিবি না। সুন্দর স্বপ্নটা দিলি তো নষ্ট করে!

কি স্বপ্ন, দাদা কি স্বপ্ন দেখে সে জানে না। দাদার চোখ মুখে সুন্দর স্বপ্নের রেশ লেগে আছে সেদিনই টের পেয়েছিল—না হলে একজন মনিবের মুখ সকালে এত প্রসন্ন থাকার কথা না। ঘুম

ভাঙিয়ে দিলে কার না রাগ হয়! সেদিনই টের পেয়েছিল, দাদার ঘুম ভাঙে বেশ বেলায়। ঘুম ভাঙার আগে দাদা সুন্দর স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। স্বপ্নটা যে কি সে জানে না। আর একই স্বপ্ন কে রোজ রোজ দেখে! দাদাও নিশ্চয় দেখে না। এক একদিন এক একটা স্বপ্ন দেখে বোধ হয়। স্বপ্ন সেও দেখে মাঝে মাঝে। তবে তার স্বপ্ন দেখার বিলাস নেই। গরীব মা-বাবা ভাই-বোনের দুঃখ সহ্য হচ্ছিল না। শহরে যে কোনো কাজ নিয়ে আসতে পারলে শেষ পর্যন্ত ঠিক কিছু একটা হয়ে যাবে। দাদার কাছে এসে সে যে ভুল করেনি, তাও তার মনে হয়েছে। তবে বৌদিমণি এলে কপালে কি আছে জানে না।

শ্যামলবাবুর কথাবার্তা সে অবশ্য কিছুই শুনতে পায়নি। যাবার সময় বলেছিল, দাদা তোর খুব ভাল মানুষ। ভাল মানুষকে জলে ডোবাস না। পাপ হবে।

শ্যামলবাবু কেন যে পাপের কথা বলে গেল সে বোঝেনি সেদিন। সকালে উঠে সে ফ্রিজ থেকে দুধ বের করে রেখেছে। মাছ বের করে রেখেছে। বাজার সপ্তাহে দু-দিন করলেই হয়। ডিমসেদ্ধ ভাত আর সামান্য মাছের ঝোল করে দিলে দাদার অমৃত-ভোজন। কিন্তু সকালের চা দেওয়া গেল না। বেলা কতটা হয়েছে দেখা দরকার। সে দরজা খুলে করিডোর পার হয়ে বাড়ির বাইরে নেমে গেল। বসার ঘরের টেবিল ঘড়িটা কতদিন থেকে চলছে না কে জানে! দেয়ালঘড়িতে ব্যাটারি শেষ। ঘণ্টা মিনিটের কাঁটা থেমে আছে। দাদার হাতঘড়িটা ছাড়া সচল ঘড়ি বলতে, শিউলি গাছ পার হয়ে বাগানের ওপারে পাঁচিল এবং রেললাইনের মাথায় সিগনেলিং. সাতটার ট্রেন ঢোকেনি তবে! সিগনাল ডাউন হয়নি। বেলা খুব একটা হয়নি – আসলে খুবই সকালে ওঠার অভ্যেস তার। বসে বসে হাতে পায়ে খিল ধরে যায় যেন।

আজ কি স্বপ্ন দেখছে? বৌদিমণির সঙ্গে কি পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! অথবা নদীর পাড়ে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে নানা বর্ণের

ফড়িং প্রজাপতিরও ওড়াউড়ি থাকতে পারে। অথবা যদি দ্যাখে বৌদিমণি কোনো বনভূমিতে হারিয়ে গেছে। পাগলের মতো খোঁজাখুঁজি, ডাকাডাকি স্বপ্নে কত কিছুই দেখা যায়। তার আর ডাকাডাকি করতে স্পৃহা হয় না। তার হাই উঠছে। নিজের চা-টা করে খেয়ে নিলে হয়। তাই করা ভাল। দাদা অন্তত নিশ্চিন্তে স্বপ্ন দেখাটা শেষ করুক। ডাকাডাকি করে জাগিয়ে দিয়ে নিজের আর পাপ বাড়িয়ে লাভ নেই।

তারপর তথাগত আর কিছুই দেখতে পায় না।

ঘুমের ঘোরে সে চাদরটা শরীরে টেনে দেয়।

দু'জনের কেউ আর স্বপ্নে নেই। না বুড়োমানুষ, না চাষ-আবাদের মানুষ। সে কুসুমকে খোঁজাখুঁজি করছে। কুসুম গেল কোথায়! সব ঠিকঠাক আছে। গোয়ালে গরু, ধানের বিছন, ছোট টালির ঘর, এমনকি একটা নারকেল গাছ, কুল গাছ সব আছে। ঝোপ-জঙ্গল বাড়িটার পেছনে। জঙ্গলে ঢুকলে হয়। যদি কুসুম জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

না কুসুম কোথাও নেই।

স্বপ্নে মানুষজন থাকলে ভয় থাকে না। নদীর পাড় থাকলেও মন্দ না, কিন্তু একা কেন সে!

তথাগত চোখ মেলে তাকাচ্ছে আবার ঘুমের ঘোরে চোখ বুজে ফেলছে। আসলে স্বপ্নটা জড়িয়ে আছে বলেই তার ঘুম ভাঙবে না। স্বপ্ন না থাকলে তার যে কি একা লাগে! বাড়িটায় সে থাকতে ভয় পায়। এত একা থাকতে তার ভালও লাগে না।

তখনই মনে হলো সে আছে নিজেই একা। একাকীত্ব নিয়ে সে কি করবে! বালকের মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কবে যে কে কখন এই বাড়িটায় তাকে তুলে আনল সে যেন জানেই না।

কারো মুখ মনে পড়ছে না।

না মার, না বাবার।

তারা কোথায়! সে সত্যি এবার হয়তো কেঁদে ফেলত, আর তখনই দরজার ও-পাশ থেকে কেউ ডাকছে।

দাদা উঠুন। অফিসে যাবেন না।

এত বেলা হয়ে গেল!

তথাগত ধড়ফড় করে উঠে বসল। টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল সে। হাতঘড়িটা তুলে দেখল।

ইস কত বেলা হয়ে গেছে!

সে সোজা বাথরুমে ঢুকে যাবার আগে বলল, অমর, তুই আগে ডাকবি তো! এখন কোনদিকে কি সামলাই বল তো!

আপনি যে রাগ করেন দাদা!

আমি আবার কখন রাগ করি!

স্বপ্নটা মাটি করে দিলি, বলেন না!

তুই স্বপ্ন দেখিস না? সুন্দর স্বপ্ন ভেঙে গেলে কার না ক্ষোভ হয়!

দেখি তবে ভুলে যাই।

আমি যে ভুলে যেতে পারি না। ভাত হয়ে গেছে?

আপনি চানে যান দাদা। আপনার কিছুই খেয়াল থাকে না। শিউলি গাছটায় ফুল ফুটেছে, ঝরে পড়ছে, আকাশ মেঘলা নেই—শরৎকাল এসে গেছে। আপনি বুঝতে পারেন না কিছু। ফুল চুরি যায় তাও জানেন না।

কে চুরি করে?

চম্পাবতী।

ও চাঁপার কথা বলছিস! ও ফুল কখন নেয়? কখনও তো দেখি না, ওকে কতদিন দেখি না। ও তো মামারবাড়িতে আছে। এল কবে?

আপনি কিছু মনে রাখতে পারেন না সেদিন যে চাঁপার সঙ্গে কথা বললেন! স্কুলে যাচ্ছিল, ডাকলেন না, এই চাঁপা—তোমার খবর কি? কবে এলে? এখন বাড়ি থেকেই পড়বে? কোথায়

ভর্তি হচ্ছ ? মাধ্যমিকে নাকি দারুণ নম্বর। খাওয়াবে না! কত কথা বললেন, আর বলছেন কি না, কতদিন দেখি না।

তথাগত খুবই অপ্রস্তুত। তার ধীরে ধীরে মনে পড়ছে সব। সত্যি তো সে এত ভুলে যায় কেন। রূপা চলে গিয়ে তাকে খুবই বেকুফ বানিয়ে দিয়েছে। সে তো কিছুদিন দরজা জানালাও বন্ধ করে বসে থাকত। দিদিরা এসেছিল তখন। দুই দিদি পালা করে থেকেছে। বড় জামাইবাবু তাকে নিয়ে ঘোরাঘুরিও করেছে। সে যত বলে, তার কিছু হয়নি, সত্যি তো তার কিছু হয়নি- কোনো অস্বস্তিই নেই তার শরীরে। তবে কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ বোধ করত না। কেমন জরদগব হয়ে যাচ্ছিল। ওষুধ খেয়ে ভাল আছে। অফিস যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, বাড়িতে সারাদিন বসে থেকে কেমন ভীতু হয়ে যাচ্ছিল—বাইরে বের হতে ভয় পেত। কেবল মনে হতো, কোথাও গেলে সে হারিয়ে যাবে। পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারবে না। ফিরতে পারলে রূপার সঙ্গেও আর দেখা হবে না। এই এক পীড়নবোধ থেকে সে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতেই চাইত না।

অবশ্য ওষুধ খেয়ে সে ভাল আছে। তার আগে চোখে ঘুম ছিল না, ঘুম কি বস্তু ভুলে গিয়েছিল।

এখন সে শুলেই ঘুমিয়ে পড়ে। তার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। ইদানিং একজন বুড়োমানুষ এবং কুসুম তাকে শুধু স্বপ্নে তাড়া করছে। বুড়োমানুষের স্বপ্ন দেখলে, বেঁচে থাকার আগ্রহ থাকে না, সে বোঝে তাই বোধহয় সে একজন চাষীবৌর স্বপ্নও দেখে। কুসুম তার নাম।

সে বাথরুমে ঢুকে বুঝল, আজেবাজে চিন্তা না করে, এবার খোঁজাখুঁজি করাই ভাল। ক'দিন ছুটি নিলে কেমন হয়।

সে মগে করে জল ঢালছিল মাথায়। তার স্নান আহার দ্রুত সেরে ফেলা দরকার। গা মুছে, কাঁধে তোয়ালে ফেলে বের হয়ে বলল, শোন অমর, আমার ফিরতে দেরি হতে পারে। অফিস থেকে বের

হয়ে এক জায়গায় যাব।

কোথায় যাবেন ?

তথাগতর রাগ হয়। বাড়ির কাজের লোকের এত আস্পর্ধা ভাল না—রূপা থাকলে ঠিক একথা বলত। সে কোথায় যাবে, না যাবে জানার সাহস হয় বেশি আশকারা দিয়েছে বলে।

সে তাড়াতাড়ি টেবিলে খেতে বসে গেল। সে কোথায় যাবে অমরের কাছে শেষে কৈফিয়ত দিতে হবে! কিন্তু অমর যদি রাগ করে। বাড়িটা তো এখন অমরই আগলায়। তাকে ভাত জল দেয়। তার জামাকাপড় কাচাকাচি করে। ঘর মোছে, টেবিল সাফসুতরো রাখার বিষয়ও অমর কম যত্নবান নয়। এই যে গরম ভাত, মুগের ডাল, আলু ডিম সিদ্ধ, মাখন, কাঁচালঙ্কা এবং পারশে মাছ ভাজা সাজিয়ে দিয়েছে, অমর না থাকলে কে দিত ?

অমর ফের বলল, কোথায় যাবেন বললেন না তো!

নাছোড়বান্দা। অমর বোঝে না, সব কথা সবাইকে বলা যায় না। রূপার খোঁজে যাবে। রূপা যে তার বিয়ে করা স্ত্রী অমর জানে না। এ বাড়ির আসল মালিক রূপা। রাগ করে চলে গেছে। রাগ না অভিমান—যাই হোক সে খোঁজাখুঁজি করলে রূপা ঠিক বুঝবে এতদিন পরও সে আশা করছে রূপা ফিরবে। কোনো মেয়েকে যদি তার স্বামী খুঁজে বেড়ায়, তার মন একদিন না একদিন নরম হবেই। যুবক-যুবতীরা তো বিছানায় একসঙ্গে সবসময় শুতে ভালবাসে। রূপা ভালবাসবে না, হয় না। আর শোয়াটাই যখন বড় কথা, তখন ভালবাসার দাম কতটা সে ঠিক বুঝতে পারে না। ভাল না বাসলে শোওয়া যায় না, সে এখনও এটা বিশ্বাস করতে পারে না। ভালবাসাই যদি শোওয়ার প্রাথমিক শর্ত হয় তবে তার দিক থেকে কোনো অপরাধই নেই। সে রূপাকে পাগলের মতো ভালবাসে। তার ভালবাসার পরিমাণ খুবই বেশি - এতটা ভালবাসা নাকি মেয়েরা সহ্য করতে পারে না।

শ্যামলদা একদিন ক্ষেপে লাল।

কি ভেবেছিস? এ-ভাবে কাউকে রাখা যায় না। উড়ে যাবে যখন যাক। শক্ত হ।

কি শক্ত হতে বলছ বুঝছি না।

শোন তথাগত, লেবু বেশি টিপলে তিতো হয়ে যায়।

আরে আমি বেশি টিপলাম কই! টিপিই না। টেপাটেপি করলে ও ব্যথা পাবে না!

সে বোকার মতো শ্যামলদার দিকে তাকিয়ে থাকলে, শ্যামলদা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছিল না বোধহয়। তারপর কেন যে হো হো করে হেসে উঠে বলেছিল; তোর কি হবে রে বাঞ্ছারাম। তোর বাগান যে শুকিয়ে যাচ্ছে। এত সরল সহজ হলে সংসার চলে! জানিস তো ঠাকুর বলেছে, রসে বশে রাখিস মা। তুই রসে বশে থাকতে নিজেও জানিস না, বৌকেও রাখতে পারিস না। বৌর কাছে জী হুজুর হয়ে থাকলে চলে?

ও যে চলে যাবে বলছে।

চলে যাবে কেন?

ওর ভাল লাগছে না।

ভাল না লাগে বাপের বাড়ি ঘরে আসুক।

বাপের বাড়ি যেতেও চায় না।

কোথায় যাবে তবে ঠিক করেছে?

কোথায় যাবে জানি না। তবে প্রায়ই বলে, চলে যাব। তুমি কেন আমাকে বিয়ে করলে বল। কেন কেন!

তুই কি ওকে খুশি করতে পারিস না।

কি যে বল শ্যামলদা। এইতো সেদিন অফিস থেকে ফিরতে না ফিরতেই বলল, চল বের হব। ওকে নিয়ে এস্টারে গেলাম। ও যা যা খেতে চাইল খাওয়ালাম।

ধুস গাধা। খুশি মেয়েরা বিছানায় হয় বুঝলি। বিছানা ঠিক না থাকলে, কোন বউ কার ঘরে থাকে! এস্টারে খাওয়ালেও থাকে না।

সে শ্যামলদার কথায় ভারি লজ্জায় পড়ে গেছিল।

বলেছিল, যাও,—কি যে বল না। ও-সব কিছু না। আসলে ও আমাকে ভালবাসতে পারেনি। ভালবাসতে না পারলে থাকে কি করে! শরীরের সঙ্গে মন থাকে বোঝা। ওর শরীর ছিল মন ছিল না। আমি ওকে দোষ দিই না।

দ্যাখ বাঞ্ছারাম, যে তোকে চায় না, তাকে তোরও চাওয়া উচিত নয়।

শ্যামলদা তার উপর বিরক্ত কিংবা করুণা বোধ করলে বাঞ্ছারাম ছাড়া সম্ভাষণ করে না। তার যে বাগান ছাড়া অবলম্বন নেই বুঝলেই খাপ্পা। তার দিদিরা বুঝিয়েছে, শ্যামলদা বুঝিয়েছে, যে গেছে তাকে যেতে দেওয়াই ভাল।

দিদিরা বলেছে, মন থেকে মুছে ফেল। তুই রাজী হ. কত মেয়ে তোর পায়ের কাছে গড়াগড়ি খায় দ্যাখ!

দিদিরা আরও বলেছে, আরে মেয়েদেরও হাঁচি কাশি থাকে। অসুখ থাকে। তুই তোর বউকে যে দেবী ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেলি। বিয়ে করলে স্ত্রীর প্রতি কার না টান হয়। তাই বলে একেবারে ছেলেমানুষের মত বউপাগলা হয়ে গেলি।

শ্যামলদা বলতেন, এত বউপাগলা হলে আর রুপারই বা দোষ দিই কি করে। ব্যক্তিত্বপূর্ণ আত্মসচেতন পুরুষকেই মেয়েরা পছন্দ করে। এমন ফ্যাকলু পার্টি হলে ছেড়ে যাবে না তো পায়ে তোমার ফুল বেলপাতা দেবে!

দাদা রুপা আমার স্ত্রী।

তাতে কি হয়েছে!

ওর সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমি জড়িয়ে গেছি।

সে কি তোর সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। গাধা কোথাকার!

দাদা, একটা কথা বলব।

বল।

রুপা কিন্তু আমাকে সব খুলে বলেছে। ওকে তোমরা অযথা

দোষ দিও না।

কি বলেছে ?

বললে ওকে ছোট করা হবে। ওর আত্মীয়স্বজনেরা জানত। জেনেও কেন এমন একটা বিশ্রী সর্বনাশ করল তার বুঝি না।

আত্মীয়স্বজন বলতে কি বুঝছিস—কারা তারা ?

ওর বাবা-মা।

কি জানত ?

ও একজনকে ভালবাসে।

ও-রকম ভালবাসা সব মেয়েদেরই থাকে। পুরুষেরও থাকে। বিয়ে হলে ছেঁড়া ঘুড়ির মতো কেটে যায়। বাতাসে লটরপটর করতে করতে উড়ে যায়। তারপর দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। মেয়েরা বড় হবে, কাউকে ভালবাসবে না, হয় ? ওটা কোনো কথাই নয়। অজুহাত। আসলে তুই নিজের দিকটা ভাবিস না—আশকারা দিলে কার মাথা ঠিক থাকে ! বিগড়ে যেতেই পারে। তোর শক্ত হওয়া উচিত ছিল।

ওর দিকটা বুঝবে না।

আমার বোঝার দরকার নেই। তোর বৌদি বলতে সাহস পাবে, সে একজনকে ভালবাসত ! তুলকালাম ঘটে যেত না।

তুমি জানো না দাদা, ও কতটা ভেঙে পড়েছিল। কখন যে চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে যেত নিজেও বুঝতে পারত না। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেত। যেন সে কোন সুদূরে চলে গেছে -ডেকেও সাড়া পেতাম না। টেবিলে খেতে বসে খেতে পারত না। অরুচিতে ভুগত। আমার কষ্ট হতো।

বেকুফ। কষ্ট তোর হত, তার হতে পারত না। তার হলো না কেন ! সে চলে গেলে, তুই জলে পড়ে যাবি সে কি বুঝত না মনে করিস। তারও কি ভাবা উচিত ছিল না, যা হয়ে গেছে, তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। সংসারে মন বসাতে মেয়েদের মতো এত ক্ষমতা পুরুষেরও নেই। পারল না কেন ?

তথাগত চুপচাপ থাকলে বলত, পারল না তার মানে, তুই আশকারা দিয়েছিস। বিয়ে এবং তার পরবর্তী জীবন মানুষের একটি যুদ্ধক্ষেত্র। হরেদরে দু-পক্ষেরই হারজিত থাকে। হেরে গেলেও আনন্দ, জিতে গেলেও আনন্দ। মানুষের পারিবারিক জীবন এই রকমেরই। কোন পুরুষ সারাজীবন এক নারীর ঘর করে—কোন মেয়েই বা এক পুরুষকে নিয়ে খুশি হয়! সব মেয়ে পুরুষেরই দ্বিতীয় নারী কিংবা পুরুষ থাকে। অথচ তাতে সংসার আটকায় না। মনের মানুষ না স্বামী, না স্ত্রী—অথচ স্বামী-স্ত্রী ছাড়া সংসার অচল বুঝিস!

তুমি বলছ ভালবেসেও স্বামী-স্ত্রী হতে আটকায় না। রূপা অন্য কাউকে ভালবেসেও আমার কাছে থাকা উচিত ছিল -তার চলে যাওয়া উচিত হয়নি।

না। উচিত হয়নি।

আমি তো বুঝিয়েছি। কত বলেছি, কে সে? তাকে একদিন বল না, আমার এখানে খেতে। আলাপ করি। চুপ করে থাকত। একদিন চেপে ধরায় বলেছিল, তার প্রেমিককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেও নাকি হারিয়ে গেছে।

কি করে ছেলেটা!

তা জানি না।

ওর বাবা-মার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বল। তাঁরা কি বলেন!

বলেছি তো। তাঁরা তো বলেছেন, তাঁরাও দেখেনি। কে সে তাঁরাও জানে না। নিখোঁজ হবার পরও দেখছি, ওঁদের কোনো হায় আফসোস নেই। থানা পুলিশ করলাম না। রূপাকে খুঁজে বের করবে পুলিশ ভাবতেই খারাপ লাগে। রূপা তো ভাবতে পারে, শেষে পুলিশ লেলিয়ে দিলে···তুমি এত অমানুষ!

না, বুঝছি না কিছু। চার-পাঁচ মাস হয়ে গেল, মেয়েটার পাত্তা নেই—এটা কেমন কথা! ওর বাবা-মা ঠিক খবর রাখে। মান-মর্যাদা বুঝিস! মেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে ওঁরা হয়তো ভাবেন।

নষ্ট মেয়ের খোঁজ করতে চান না। কারণ তাঁরা তো জানেন সে ভালই আছে। এটা ভেবে পাই না, রূপা তার অমতে আগুনের সামনে বসে গেল কেন! সে তো কচি খুকি নয়! বিয়ের গুরুত্ব কত বুঝবে না! বাবা-মার মনে কষ্ট দিতে চায় না। সুবোধ বালিকা সেজে পিঁড়িতে বসে গেল— আশ্চর্য। ভাল না, ভাল না। একদম ভাল না। তোর জীবন নষ্ট করে দিয়ে রূপা ফুর্তি লুটছে।

না দাদা প্লিজ, রূপা ওরকেমর হতেই পারে না। ওকে খারাপ ভেব না। ওকে খারাপ ভাবলে আমিও খারাপ হয়ে যাই। আমার কষ্ট হয়।

থাক তোর কষ্ট নিয়ে। আসলে মাথাটা তোর বিগড়ে গেছে। রূপা ক'মাসেই তোর মাথা চিবিয়ে খেয়েছে। কী যে ইচ্ছে করছে না। থানা পুলিশ তুই না করিস, আমি করব। মেয়েদের এত স্বাধীনতা ভাল না বুঝলি। আসলে লিভিং টুগেদার করছে। ও করতে পারে, তুই পারিস না! তোর এত মিনমিনে স্বভাব হলে বাঁচবি কি করে!

দুটো চিঠি পড়ে আছে। মনে হয় হাত চিঠি। ঠিকানা নেই।

চিঠির কথা তো বলিসনি ? এতদিন পর মুখ খুললি ?

স্ত্রীর চিঠি গোপন রাখতে হয় জান!

আরে হতভাগা, চিঠি তো তোর স্ত্রীর নয়, তার প্রেমিকের।

তুমি যে কি বল না দাদা। চিঠিটার কথা বললে রূপা ছোট হয়ে যেত না ? ওর অপমান হতো না ? চিঠির কথা প্রকাশ করে দিয়ে ওকে অপমান করতে পারি না। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তবে নষ্ট হয়ে যায় না ? ওর ভুলভ্রান্তি সামলে নিতে না পারলে ওকে আগুন সাক্ষী করে বিয়ে করলাম কেন ?

শ্যামলদা কেন যে রূপার কথা শুনলেই ক্ষেপে যায়। একদম তাকে সহ্য করতে পারে না। রেগে গিয়ে কেন যে বলল, শোন হতভাগা, রূপা উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে। আমি ওকে ছাড়ছি না। ওর

বাবা মাকেও না।

প্লিজ দাদা, তুমি এ-নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে যেও না। ও ঠিক ফিরে আসবে। কোনো পুরুষই নারীর কাছে অপরিহার্য নয়। থাকতে থাকতে ঠিক একঘেয়ে লাগবে। একঘেয়ে লাগলেই আমার কথা মনে পড়ে যাবে। তখন ফিরে এলে বলতেই পারে, তোমার এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, শ্যামলদাকে লেলিয়ে দিলে!

তোর মাথাটা গেছে। হাতের সিগারেটের প্যাকেটটা রাগে তার মুখে ছুঁড়ে মেরেছিল।

তারপর বলেছিল, আমি উঠছি। তোর দিদিদের খবর পাঠাচ্ছি। কোথাও কোনো রহস্য আছে। রহস্য বুঝিস?

কিসের রহস্য?

আচ্ছা তোর বাড়িতে ফোনে কেউ কথা বলত ওর সঙ্গে?

মনে করতে পারি না। করত, তবে হয় ওর দাদা, না হয় কাকা। ও রোজই একবার তার মার সঙ্গে ফোনে কথা বলত।

নষ্টের গোড়া ঐ মহিলা। দ্যাখ আমি পারি কিনা কিছু করতে। আমাদের শ্যামদুলালকে চিনিস?

কে শ্যামদুলাল?

আরে ওর বাবার শ্রাদ্ধে তুই আমি গেলাম না। পাইকপাড়ায় থাকে। ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে। ওর বাবা মেসোমশাইর খুব প্রিয়জন ছিলেন।

ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে। কোন কাগজের রিপোর্টার। রিপোর্টারকে আমার বউয়ের নিখোঁজ হওয়ার খবর দেওয়া কি ভাল হবে? ওরা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করে আনে।

সাপটা বের হয়ে আসুক। সাপটাকে বের করে আনতেই হবে। জঙ্গলে, বাদাড়ে, কোনো নদীর চড়ায় যত বড় গর্তেই ঢুকে বসে থাকুক না, তাকে খুঁজে বের করব। দ্যাখ আমি কি করি। ওরা হাঁটে ডালে ডালে, আমি হাঁটব পাতায় পাতায়।

আসলে স্বপ্নটা এভাবে তাকে কাবু করবে সে বুঝবে কি

করে? ভোর রাতের স্বপ্ন খুব সুন্দর হয়। সুন্দর কুসুম থাকে। কুসুমকে সে যেন কোথায় দেখেছে! কিশোরী মেয়ের বিয়ে হলে যা হয়, লাজুক এবং চঞ্চল। চোখে তার সব সময় সন্ধ্যাতারা ভাসে।

রূপার চোখে কখনই এই সন্ধ্যাতারার আভাস সে পায়নি। কুসুমকে স্বপ্নে দেখলেই তার মোহ সৃষ্টি হয়। এমনভাবে তাকায় যে সেও কেমন তরলমতি বালকের মতো সাঁতার কাটতে কাটতে জলে ঢেউ দেয়। জলের ঝাপটা দেয়। নদীর জলে কেন যে ভেসে থাকতে ভালবাসে কুসুম। নদীর জলে ডুব দিতেও ভালবাসে। কুসুম ভয় পায় সে ডুব দিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরলে। ভয়ে কুসুমের মুখ শুকিয়ে যায়। সে ভেসে উঠে তখন হা হা করে হাসে। কুসুমের কি কপট রাগ! কলসি ভাসিয়ে সে জল থেকে পাড়ে উঠে আসে।

তার যে কি খারাপ লাগে!

কুসুম রাগ করেছে।

কুসুম বোধহয় অভিমান করেছে।

সে সাঁতরে কলসি ধরে ফেলে। তারপর কলসিতে জল নিয়ে মাথায় করে হাঁটে। আগে কুসুম। সে পিছনে। ভিজা শাড়িতে কুসুমের শরীর টগবগ করে ফুটতে থাকে—নিতম্ব এত ভারি হয় মেয়েদের, কুসুমকে ভিজা শাড়িতে না দেখলে টেরই পেত না। পায়ে রূপোর মল, শাড়ি সামান্য উঠে গেছে। সাদা ডিমের মতো ঊরুর কাছাকাছি সব সৌন্দর্য তাকে বিভোর করে দেয়।

এই কুসুম।

সাড়া দেয় না।

এই কুসুম, আর তোমাকে ভয় দেখাব না।

কুসুম সাড়া দেয় না।

আচ্ছা কুসুম আমি কখনও তোমার অনিষ্ট করতে পারি! তুমি এত সুন্দর, কেউ কখনও তোমার অনিষ্ট করতে পারে। মায়া হবে

না! তোমার জন্য মায়া না হলে, পুরুষের যে মান থাকে না। তুমি এতটুকু কষ্ট পেলে, আমার কষ্ট বোঝো না!

কুসুম ফিরে তাকায়। কপট চোখে শাসন করতে গিয়ে শরীরের লজ্জাস্থানগুলো আরও ভাল করে ঢেকে দেয়।

তারপর কুসুমের এক কথা, তুমি এত সুন্দর স্বপ্ন দ্যাখ কেন গো!

কেন দেখি তা তুমিই বলতে পারবে। তোমার কাছে আমার স্বপ্ন গচ্ছিত আছে, বোঝ না? স্বপ্নটাকে ভেঙে দিয়ে তুমি আমাকে চুরমার করে দিতে পার না।

দাদা, ফোন।

অমর দরজায় ধাক্কা মারছে।

স্বপ্নটা চটকে গেল। সে ধড়ফড় করে ছুটে গেল দরজার দিকে। অমরের কাছ থেকে প্রায় কেড়েই নিল ফোনটা।

কে? কে?

কোনো সাড়া নেই।

কে আপনি? কাকে চান? কথা বলছেন না কেন?

না একেবারে ডেড।

সে ফোনটা হাতে নিয়ে সোফায় বসে পড়ল। কেমন নিস্পৃহ চোখ। তার মনে হলো, ঠিক রূপা ফোন করেছিল। যতবার ফোন কেটে যায় তার মনে হয়, রূপার ফোন। রূপা আসলে এ-বাড়িতে অন্য কারোর কণ্ঠস্বর শুনতে চায়। যদি আর কেউ থাকে --না, আর কেউ এ-বাড়িতে নেই। অমর কিংবা যে কোন পুরুষ কণ্ঠই তার বোধহয় চেনা। নারীকণ্ঠ নয়, ব্যস আর সে কিছু চায় না। শ্যামলদা এটা জানেই না, সে ফিরে আসবে বলেই ফোন করে। জায়গা বেদখল হয়ে যায়নি, তার জোর আছে। এই জোরের অধিকারে রূপা ফোন করতেই পারে।

সে যেন অনেকক্ষণ পর নিজের মধ্যে ফিরে এল।

অমর, কে ফোন করেছিল!

নাম বলেনি।

কাকে চাইছিল ?

আপনাকে।

কি বলল ?

তথাগতবাবু কি করছেন ?

কি বললি ·

বললাম, স্বপ্ন দেখছেন। ডাকব।

আমি স্বপ্ন দেখছি! বললি ফোনে!

বারে আমার কি দোষ, এত সকালে তো আপনি রোজই স্বপ্ন দেখেন। বললেই দোষ।

তা অবশ্য ঠিক। অমরকে দোষ দিতে পারে না। এত সকালে তার স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কাজ থাকে না। কিন্তু এত সকালে কে ফোন করতে পারে! সে তো কতদিন ধরে ভেবেছে, ঠিক রূপা তাকে ফোন করে বলবে, জানো, আমি কাউকে বেশিদিন সহ্য করতে পারি না। আমার এখানে ভাল লাগছে না। কবে আসবে তুমি ?

নিশ্চয় কোনো মেয়ে ফোন করেছিল।

না দাদা, মেয়ে নয় ভদ্রলোকের গলা।

ভদ্রলোকের গলা! কুসুমের বাবা নয় তো! কুসুমের বাবা যদি মেয়ের খোঁজ পান, তবে তাকে ফোন করতে পারে। শোনো তথাগত, কুসুম বাড়ি ফিরে এসেছে। অনুশোচনায় জ্বলছে। তুমি জলদি চলে এস। অনুশোচনায় কিছু একটা করে বসতে পারে। তুমি ক্ষমা করেছ জানলে তার আর অনুশোচনা থাকবে না। কুসুমকে দেখলে তোমারও কণ্ট হবে। বড়ই বিপর্যস্ত।

কুসুম তো স্বপ্নে। কুসুমের বাবাও কি স্বপ্নে থাকতে পারে! সে কুসুম আর রূপাকে গুলিয়ে ফেলছে। স্বপ্ন এত সত্য হয় সে জানত না। কুসুম যেন তার জীবনে সত্যি আছে। রূপার মতো সে দেখতে সুন্দর। তবে রূপার মতো বিষণ্ণ থাকে না। রূপার মতো জানালায় দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক হয় না। সে তার নিজের

মানুষকে ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে থাকে না। আসলে রুপার মতো কুসুম নয়। কুসুমের মতো রুপাও নয়। আচ্ছা কুসুমকে একদিন জিজ্ঞেস করলে হয় না, ও কুসুম তোমার বাপের বাড়ির ভালবাসার মানুষ কেউ ছিল ? তুমি অকপটে বলো কেউ ছিল কি না। বাপের বাড়ির ভালবাসার মানুষ সব মেয়েদেরই থাকে। শ্যামলদা তো বলল, মেয়েরা বড় হতে থাকলেই ভালবাসতে শুরু করে। ভালবাসা ছাড়া কোনো মেয়ে বাপের বাড়িতে বড় হয়! ওখানে জানালা থাকে, রাস্তা থাকে, পড়শি-আত্মীয়স্বজন—কেউ থাকেই। মেয়েরা লতার মতো। ভালবাসা ছাড়া বড় হতে পারে না। বিয়ে হলে তারপরে সব ঠিক হয়ে যায়। লতা ডাল পেলেই হলো। জাম, জামরুল, কামরাঙ্গা মানে না।

দাদা বাথরুমে যাবেন না!

ফোনের কাছ থেকে তথাগত নড়তে চাইছে না। যদি আবার ফোন আসে। অমর খুবই আহম্মক। আহম্মক না হলে বলতে পারে, বাবু এখন স্বপ্ন দেখছেন! অমর তোর এত আস্পর্ধা কি ভাল! আমি স্বপ্ন দেখছি বলতে পারলি! লোকে শুনলে হাসবে না! এমনিতেই সবাই ভাবছে আমার মাথা গড়বড়, বউ পালিয়ে গেলে, সবারই এটা হয়। খুব দোষের না, তাই বলে যখন তখন স্বপ্ন দেখা চলে না। কী না ভাবল ভদ্রলোক! রুপার বাবা হলে অবশ্য বুঝবেন, জামাইটির মাথার দোষ, স্বপ্ন ছাড়া আর কি তার অবলম্বন! দ্যাখ ব্যাটা শুয়ে শুয়ে স্বপ্নই দ্যাখ। লোকে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে, আর সে দেখে, একজন বুড়োমানুষের। কুসুমের স্বপ্নটা সে যদিও গোপন করতে চায়। কুসুম আর তার ঘরবাড়িও বার বার স্বপ্নের মধ্যে উঠে আসে।

এটা তো কেউ বোঝে না, তার ঘরবাড়ি আছে, ভাল উপার্জন আছে, দেখতে সে খারাপ নয়। তার চুল ঘন, সবল পুরুষ—চোখ বড় বড় এবং শরীরে একটা শালগাছের শেকড় পর্যন্ত আছে, যতটা খুশি নারীর গভীরে সে শেকড় রোপণ করে দিতে পারে—রুপা

যদি লাগে বলে চিৎকার করে ওঠে—না এতটা অশ্লীলতা রূপা সহ্য করতে নাও পারে। রূপা তাকে খারাপ ভাবলে, সে যাবে কোথায়! অথচ কেন যে পালাল!

দাদা কাল গেছিলেন?

কোথায়?

দেরি হবে ফিরতে বলে গেলেন না!

দেরি হলেই লোকে কোথাও যায়! অফিসে কাজ থাকতে পারে না!

দাদা একটা কথা বলব?

তোর আবার কি কথা! বাড়ি যাবি? যা না। আবার আসিস কিন্তু।

না না। বাড়ি যাব না। বলছিলাম—

ধুস। আরে মাথা চুলকাচ্ছিস কেন? বাথরুমে যাচ্ছি। তুই এখান থেকে নড়বি না। ফোন এলে ধরবি।

ফোন আসবে না দাদা, রান্নাঘরে যাই। গরম ভাত খেতে পারেন না। ঠাণ্ডা করতে দিই।

না. এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবি। কাজের গুরুত্ব বুঝবি। ফোন আমার আসবেই। তোকে বার বার বলেছি, এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি ছাড়। ঠিক কেউ ফোন করে। সারাদিন বাড়ি থাকিস বলেও তো মনে হয় না। আমার ফোন আসে, কেউ ধরে না।

আপনি তো দাদা আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন না। মাঝে মাঝে অফিস ডুব মেরে বাড়িতেই থেকে যান। কি যে জরুরী ফোন আসার কথা বুঝি না।

তথাগত বুঝল, দিন দিন অমর বেশ ত্যাঁদড় হয়ে উঠছে। শাসন করা দরকার।

অমরকে কি ভাবে শাসন করা যায়। ধমক দিলে রেগেমেগে উধাও হয়ে গেলে আর এক বিপত্তি। খালি বাড়িতে তার নিজেরই ভাল লাগে না। অমরের ভাল লাগবে কেন! হৃদয়বান বলেই

অমর তাকে ফেলে যেতে পারছে না।

কি আর করা। তথাগত পেস্ট ব্রাশে লাগিয়ে মুখে দেবার আগে, বলল, আমি দাঁড়াচ্ছি। তুই যা। ভাত বেড়ে চলে আয়। তুই দাঁড়াবি, আমি চান করে নেব। চান করে এ-ঘরেই খেয়ে নেব। ফোনটা বেইমানি করছে। একবার দু-বার বেজেই থেমে যায়। দৌড়ে এসে ধরেও দেখেছি, না কেউ না। ফোন কেটে গেছে। কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে খপ করে তুলে ফেলতে পারব। চালাকি একদম করতে পারবে না।

দাদার দিকে তাকিয়ে অমরের কেন যে কষ্ট হলো। মানুষটা সোজা সরল, আবার বাতিকগ্রস্তও কিছুটা। সে বলল, ঠিক আছে, আপনি চানে যান, আমি ফোনের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকছি।

অমর জেনে ফেলেছে, দাদার বৌ পালিয়ে গেছে। চম্পাবতীই খবরটা দিয়েছিল।

রুণ্টুদার বৌ যেদিন পালাল, সেদিন নাকি ভারি বিবস্ত্র অবস্থা। বউ পালালে মানুষ কতটা জলে পড়ে যায় চম্পাবতী তার সাক্ষী। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। ছোটাছুটি। কাউকে বলেও না—বৌ পালিয়েছে। পুরুষের পক্ষে এর চেয়ে অপমানের বিষয় আর কি থাকতে পারে! চম্পাবতী নিজে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে এসেছে। ওর বাবার সঙ্গে। চম্পাবতীর বাবা দেখেশুনে সব কাজ করেছে। কিন্তু রুণ্টুর কি হয়েছে তাই তারা জানে না।

রণ্টুদা কেবল বলছে, না এটা ঠিক না। তুমি ভাল করলে না।

ভাল-মন্দ আসে কোত্থেকে। বউমা কোথায়?

জানি না।

বউমা কোথায় জানিস না মানে!

জানলে বলতাম না?

তোকে কিছু বলে যায়নি?

না।

এ আবার কি রকম মেয়ে। কোথাও গেলে বলে যেতে হয় জানে না!

মনে হয় জানে না।

হিন্দমোটরে ফোন করেছিলি?

করেছি।

কি বলল?

ওখানে যায়নি।

তবে কোথায় গেল খোঁজ নিবি না?

খোঁজ নিয়েছি।

নেই?

না।

মান অভিমান নয়তো! চম্পাবতীর বাবা বলেছিল, তোর ডাইরিটা দে।

ডাইরি দেখে সব জায়গায় ফোন। তারপর সব জায়গা থেকে একই উত্তর পেয়ে বলেছিল, দু-দিন ধরে মুখ শুকনো করে বসে আছিস, একবার খবর দিতে পারলি না? চাঁপা না বললে জানতেই পারতাম না। জানো রণ্টুদা না বাড়িতে কেবল পায়চারি করছে। চোখ জবাফুলের মতো লাল। কিছু খাচ্ছে না। কাজের মেয়েটা বলল, তোমার বাবাকে খবর দাও। রণ্টুবাবু ভাত মুখে তুলছে না। সারাদিন ফোনের কাছে বসে আছে। কিছুতেই উঠছে না। কি যে হলো! বৌদিমণিও বাড়ি নেই। কোথায় গেছে কিছুই বলছে না। বসে বসে প্যাকেটের পর প্যাকেট সাফ করে দিচ্ছে। পাগল হয়ে যায়নি তো! আমি থাকতে আর সাহস পাচ্ছি না।

বাবা খবর পেয়েই ছুটে এসেছিলেন। মা—পাড়ার সবাই। কেউ ঢুকতে গেলেই এক কথা ঢুকবেন না। আমার বাড়ি—আমার ঘর। কে ঢুকবে, কে ঢুকবে না আমি ঠিক করব। বাবাকেও ঢুকতে দেয়নি। শেষে বাবা কি করেন—বললেন চম্পা মা, চল তো তুই সঙ্গে। তোর মাকে বল, কিছু খাবার করে দিতে। ওর

দিদিদের ফোনে জানিয়ে দিয়েছি—কিন্তু যতক্ষণ না আসে চোখের সামনে এমন ভাল ছেলেটা মরে যাবে না খেয়ে—

চম্পাবতী অমরকে সব খুলে বলেছে। চম্পাবতী আসতেই দাদা আর দরজা বন্ধ করে রাখেনি। চম্পাবতী আর তার বাবা সাধ্য-সাধনা করে খাইয়েছে। চম্পাবতী ঘরদোর সাফ করেছে। দিদিরা না আসা পর্যন্ত চম্পাবতীর কাজই ছিল, ঠেলেঠুলে অফিস পাঠানো। ঘরদোর সাজিয়ে রাখা। এবং রণ্টুদা একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গিয়েছেন বুঝতে চম্পাবতীর কষ্ট হয়নি। সে এমনভাবে ক'দিন সেবা-শুশ্রূষা করেছে বুঝতেই দেয়নি, বাড়িতে দাদার কেউ নেই।

আমার তোয়ালে কোথায় ?

আমার রেজার কোথায় রেখেছ রূপা ?

আরে রূপা, শোনো, আমি অফিস চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দিও।

চম্পা ফিক ফিক করে হেসেছে। আবার ভিতরে তার কষ্টও কম ছিল না। সে এবারে কলেজে পড়বে। মাধ্যমিক পাশ করলে মেয়েরা সব বোঝে। চম্পাবতী সব বুঝত। পুরুষ মানুষ বউ ছাড়া থাকে কি করে! ভয়ও ছিল কি করতে কি করে বসে। রূপা বলে জড়িয়ে ধরলেও বিপদ। কাজেই চম্পা বলেছে, রণ্টুদা আমি বৌদি না। আমি চম্পা। সে সবসময় সতর্ক পায়ে হাঁটা চলা করেছে।

তথাগত তখন চম্পার দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলত। আমি জানি, তুমি চম্পা। চাঁপা। গাছে ফুটে থাকতে ভালবাস।

দাদা ফোন।

তথাগত ঘরেই পায়চারি করছিল। ঘর ছেড়ে বের হয় না। কখন ফোন আসবে এই আশায় বাজারেও সে যায় না। আজকাল কোনরকমে অফিসটাইম কাটিয়ে দিতে পারলেই বাড়ি আর নিজের বিছানা। কখনও টেবিলে চুপচাপ বসে থাকে। পাখি প্রজাপতি

দেখে। আজ স্বপ্নে কুসুমকে দেখতে পায়নি। সেই বুড়ো-মানুষটা আবার হাজির।

রবিবার। ছুটির সকাল। চম্পাবতী শিউলি গাছের নিচে বসে ফুল তুলছিল। দৃশ্যটা বড় মনোরম। এমন দৃশ্য এত সকালে চোখে পড়তেই স্বপ্নের কথা ভুলে যেতে পারে। এবং যখন চম্পা শিউলি তলা থেকে চলে গেল, কেমন ফাঁকা অর্থহীন হয়ে গেছে জায়গাটা। এই গাছ, এই ফুল আর চম্পাবতী নিজে মিলে এক অখণ্ড পৃথিবী। সে জানালায় বসে দেখতে দেখতে পাখি প্রজাপতির মতো জীবনটা হলে মন্দ হতো না, ভাবতেই স্বপ্নে বুড়োমানুষটা এসে গেল। অথর্ব। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। জলে নামলেই ডুবে যাবে ভয়।

আর তখনই ফোন।

সে পড়িমড়ি করে দরজা খুলে বের হয়ে বসার ঘরে ঢুকে গেল। ফোন তুলে বলল, কাকে চান।

ওরে বাঞ্ছারাম, আমি। আর কে তোকে ফোন করবে এত সকালে!

ও দাদা তুমি!

কি করছিলি?

কিছু করছি না তো?

স্বপ্ন দেখছিস না? সকালে স্বপ্ন না দেখলে তো তোর ভাত হজম হয় না।

কি যে বল না।

খেয়েছিস?

না খাইনি।

নটা বাজে, জলখাবার এখনও খাসনি? কখন খাবি।

জলখাবার? তা খেয়েছি। দাঁড়াও। এই অমর অমর।

অমর কাছে গেলে বলল, জলখাবার খেয়েছি কি না শ্যামলদা জিজ্ঞেস করছে। খেয়েছি তাই না!

কখন খেলেন ?

এই যে চাউমিন করে দিলি।

ও তো কাল সকালে।

দ্যাখো. একদম ভুলে গেছি। শোনো শ্যামলদা, খেয়েছি ঠিক, তবে গতকাল। আমার ধারণা, এখুনি খেলাম। কি যে হয় না!

এটা ছাড় বাঞ্ছারাম। চাঁপা বলল. তুই নাকি চাঁপাকে ডেকে বলেছিস, কতদিন তাকে দেখিস না! তুই কিরে. চাঁপা এত করল, আর তার কথা তোর একদম মনে নেই। ওর মা পারে না, সংসারে সবারই কাজ থাকে। তোমার পিছনে কে লেগে থাকে। চাঁপার কলেজ আছে, পড়া আছে। অমরকে গরু খোঁজা করে তুলে এনেছি। চাঁপা না থাকলে, সে করত। কে তোকে জলভাত দিত। তার মা মানে আমাদের সনাতন বৌদি এক হাতে পারবে কেন? চাঁপার এক কথা, রন্টুদা কেমন হয়ে গেছে, কিছু মনে রাখতে পারে না।

চাঁপা তো খুব ফাজিল মেয়ে দেখছি। আমি মনে রাখতে পারি না, ও পারে। চাঁপা রোজ আমার গাছে ফুল চুরি করে নেয় জানো ?

বাধা দিস্ না কেন ?

আমি তো তখন ঘুমোই।

ফুল চুরি করছে জানিস কি করে!

অমর বলল।

নিজের চোখে দেখিসনি!

আজ দেখলাম।

আজই দেখলি ?

হ্যাঁ, খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্ন দেখলাম না। চাঁপা শিউলিতলায় ফুল তুলছে। সুন্দর ফ্রক গায়। চুলে এলো খোঁপা। দু একটা চুল ওর গালে এসে উড়ে পড়ছে। দূরে রেললাইনের সিগনালের বাতি, বিনুবাবুদের মাঠ পার হয়ে স্টেশনে

একটা ট্রেনও ঢুকে যেতে দেখলাম। সবাই উড়ছে। পাখপাখালি, প্রজাপতি, ফুল সব। পৃথিবীটা কি সুন্দর। রূপার কোনো খোঁজ পেলে?

তোমার রূপা বাজে মেয়ে।

একদম মন্দ কথা বলবে না। রূপা কখনও বাজে মেয়ে হতে পারে না।

আজ কত তারিখ?

দাঁড়াও।

তথাগত ক্যালেণ্ডারের পাতা ওল্টাচ্ছে।

আজ সতেরো তারিখ। সতের জুন। পুরো ছ'মাস হয়ে গেল। রূপার পাত্তা নেই। কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে তোর বাড়ি। আর কলকাতা শহরে মেলা জায়গা গা ঢাকা দিয়ে থাকার। সে মরে যায়নি।

কি যে অলুক্ষণে কথা বলছ না!

মরে গেলেও তো তোর মুখ রক্ষা হতো!

দাদা।

রাখ তোর দাদা। অলকেন্দুবাবুকে জানিস?

না।

খুব জানিস। তোর দেশের লোক। পাটের আড়ত আছে। তোর বাবার বন্ধু।

হ্যাঁ হ্যাঁ, অলকেন্দু কাকা। কোথায় আছে?

নেই। বেঁচে নেই। তার অনেক সম্পত্তি।

হবে না। কত বড় পাটের আড়ত! কত লোক আর কাকা একা মানুষ। বিয়েই' করলেন না। মেয়েদের উপর খুব রাগ।

যাক, মনে করতে পারছিস! অলকেন্দুবাবু রূপার কেমন মামা হন।

মামা!

হ্যাঁ মামা। সম্পর্কের জোর নেই। তবে মেয়েটার মুখ

কিছুটা অলকেন্দুবাবুর মতো দেখতে। রূপাকে দেখেছি, অলকেন্দুবাবুর ফটোও দেখাল শ্যামদুলাল।

শ্যামদুলাল, মানে ঠিক বুঝতে পারছি না।

আরে কাগজের রিপোর্টার।

অহ, রূপাকে যে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তোমার তো ক্ষমতা নেই। বসে আছো ঘরে—তিনি আসবেন। কিন্তু তিনি আসছেন না। তাঁর কাজ হাসিল হয়ে গেছে। তাঁর দরকার ছিল তোমার মতো একজন বুরবক স্বামী।

রূপা কিন্তু কখনও আমাকে বুরবক স্বামী বলেনি। তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছ। রূপাকে ছোট করছ।

ঠিক আছে তুই খুব অনুগত স্বামী। হয়েছে! খুশি। ওষুধ ঠিক মতো খাচ্ছিস তো? অমরকে দে।

এই অমর, শ্যামলদা তোর সঙ্গে কথা বলবে।

হ্যাঁ বাবু।

বাবুকে ওষুধ মনে করে দিচ্ছিস তো।

দাদা ওষুধ খেতে চায় না। বলে, তার নাকি কিছু হয়নি। ওষুধ খেলে ঘুম পায়। অফিসে কাজ করতে পারে না।

দে বাবুকে।

দাদা, আমার সঙ্গে আরও কথা আছে তোমার?

আছে। শোন, তুই নাকি ওষুধ ঠিক মতো খাচ্ছিস না।

খাইতো। দিলেই খাই। তোমার কথা আমি কখনও অমান্য করি বল? ওষুধ না খেলে সবাই রাগ করে। না খেয়ে পারি! সবাই মুখ ব্যাজার করে থাকে—না খেলে চলে? চম্পাবতী জানালায় এসেও খোঁজখবর নেয়। কেন নেয় বল তো! ওষুধ না খেলে ওর মুখ ব্যাজার হয়ে যায়। আচ্ছা মেয়েরা ব্যাজার মুখে থাকলে খারাপ লাগে না! আমি না খেয়ে পারি। সব সহ্য হয় জানো, মেয়েদের ব্যাজার মুখ একদম সহ্য হয় না।

এত সুন্দর কথা বলতে পারিস, এত দুঃখ মেয়েদের জন্য

কোথায় রাখবি ? তোর রূপার কাছে যাবি ?

ও রাগ করবে না তো। ওর খোঁজ পেয়েছ ? ঠিক আছে। ও ভালো আছে তো। ভাল থাকলে, একদিন ঠিক চলে আসবে।

তোর দেখতে ইচ্ছে হয় না ?

খুব হয়। কিন্তু রূপা যদি পছন্দ না করে ? ও কোথায় আছে ? আমাকে নিয়ে যাবে ? দূর থেকে দেখে চলে আসব। আমি গেলে ও যদি রুষ্ট হয়—যাওয়া কি ঠিক হবে ! বরং চুরি করে গোপনে দেখে আসতে পারি।

আহম্মক।

তুমি আমাকে আহম্মক বলছ কেন ?

আহম্মক বলি সাধে ! যে বৌ পালায়, তাকে আর দেখার কিছু থাকে না। সংসারে সব মেয়েরই প্রেমিক থাকে, পুরুষেরও থাকে প্রেমিকা। সে বড় হয়, আর প্রেম তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। রূপা ইচ্ছে করলে তোর ঘর নাই করতে পারে। সে তার পছন্দের লোকের কাছে চলে যেতেই পারে। এটা দোষের না। সব পুরুষের সঙ্গে সব মেয়ের অ্যাডজাস্ট হবে ভাবাও ঠিক না। কিন্তু মুশকিল কি জানিস ?

মুশকিলের কথা বলছ কেন ?

মুশকিল হলো, যে নারী সম্পত্তির লোভে বিয়ের পিঁড়িতে বসে সে আর যাই হোক ভাল মেয়ে কখনই হতে পারে না। বিয়েটা লোক দেখানো। বিয়ে না হলে, অলকেন্দুবাবুর বিষয় সম্পত্তির অধিকার সে পেত না। তোদের রেজিস্ট্রির দিন আমি ছিলাম, তখন কিন্তু বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। এর পেছনে এত বড় একটা ষড়যন্ত্র কাজ করছে বিশ্বাসই করতে পারিনি।

কিছু বুঝছি না দাদা। রূপা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে যাবে কেন ? ওর তো কোনো অনিষ্ট করিনি। ও তো আমার কাছে ছিল, তাকে কোনো কষ্ট দিয়েছি বলেও মনে পড়ছে না। তুমি অকারণ রূপাকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছ। ওর প্রতি

আমি বিন্দুমাত্র অশালীন ব্যবহার করিনি।

গাধা আর কাকে বলে। ঠিক আছে, সামনের শনিবার যাচ্ছি। শনিবার বিশ্বকর্মার ছুটি। তোর কাছে চলে যাব। আজ যেতে পারলে ভাল হত—তবে বড়দা দিল্লি থেকে আসছেন। স্টেশনে গাড়ি নিয়ে থাকতে হবে। একটু ব্যস্ত আছি। তাড়াহুড়োরও কিছু নেই। যা হবার হয়ে গেছে। তোর মাথায় বউ নামক ভুতটি চেপে বসে আছে। এক দু-দিনে সেটা মাথা থেকে নামবে বলে মনে হয় না। এখনও কি স্বপ্ন দেখছিস ?

না আজ দেখিনি !

একটা কথা বলব ?

বল।

স্বপ্নে কি দেখিস কাউকে বলিস না কেন ?

মনে থাকে না।

মারব থাপ্পড়। রোজ রোজ এক স্বপ্ন কেউ দেখে ?

এক স্বপ্ন দেখি কে বলল তোমাকে ? আমি দুটো স্বপ্ন দেখি।

যাক একটা নয়, দুটো। ভাল। কিন্তু কি দেখিস কাউকে বলিস না। বউ চলে যাবার পরই তোর স্বপ্ন দেখা শুরু। মাথাটা যে ঠিক নেই বুঝিস! ডাক্তার রায় কিছুতেই বুঝতে পারলেন না, কি স্বপ্ন দেখিস। কিছু বললেই তোর এক কথা, মনে করতে পারিস না। এখন বলতে কি দোষ আছে ?

এখন ! মানে এখন বলছ কেন ?

আজতো স্বপ্ন দেখিসনি বললি না ?

কখন বললাম।

তা হলে স্বপ্ন দেখেছিস ?

না তো !

বেশ, যখন দেখিসনি, তখন বলতে বাধা কোথায় স্বপ্নটা কি ? কেউ তোকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে ?

না। কেউ আমাকে স্বপ্নে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দেয় না।

কুয়াশায় রাস্তা দেখতে পাচ্ছিস না এমন কি কোনো স্বপ্ন ?

না। কুয়াশা স্বপ্নে আমার থাকেই না।

অন্ধকারে কোনো লণ্ঠন দুলছে ?

না। অন্ধকার দেখি না।

দুটো পাখা গজিয়েছে, আকাশে উড়ে যাচ্ছিস—এমন কিছু ?

না না। আমি দেখি একজন বুড়োমানুষ। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর দেখি একজন চাষী মানুষ—তার বউ কুসুম, তার ঘরবাড়ি, ধানের বিছন, আবাদের মরসুমে কুসুম ভাতের থালা মাথায় করে মাঠে যাচ্ছে। ডাল আর আলুপোস্ত—একটা আস্ত কাঁচা পেঁয়াজ, আলে বসে কুসুম তার স্বামীর খাওয়া দেখছে। কি সুন্দর দৃশ্য। স্বপ্নটা আছে বলেই বেঁচে আছি। বুড়োমানুষের স্বপ্ন দেখলে মুখ ব্যাজার হয়ে যায়। কুসুমকে দেখলে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয়।

যাচ্ছি।

পর পর ডোরবেল বাজিয়ে যাচ্ছে কেউ। আচ্ছা অসভ্য তো! এক দুবার টুংটাং, না, একেবারে পর পর টুংটাং—যেন হারমোনিয়ামের রিডে হাত চেপে বসে আছে। লোকটা কি বোকা! শ্যামল উঠতেও পারছে না। সে অফিসের কিছু কাজকর্ম নিয়ে বসেছে। আলগা পাতা পাখার হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে। সব সামলে-সুমলে টেবিল ছেড়ে ওঠারও হ্যাপা থাকে।

ফের বলল, যাচ্ছি।

কিছুই গ্রাহ্য করছে না।

অগত্যা শ্যামল স্ত্রীকে ডাকল।

লতিকা দ্যাখ তো কে এল। দরজা খুলে দিও না। অসভ্যের মতো ডোরবেল টিপেই চলেছে।

তুমি যেতে পারছ না। আমার হাতজোড়া।

ইস, না, আর পারা যায় না।

যাচ্ছি। বলছি না যাচ্ছি।

এবং গিয়ে দরজা খুলতেই অবাক। সাত সকালে তথাগত এসে হাজির।

তুই!

চলে এলাম দাদা।

কস্মিনকালেও যে জোরজার করে ধরে নিয়ে না এলে আসে না, বিয়ের পর তো আসা ছেড়েই দিয়েছিল, বাড়ি ছেড়ে যার কোথাও যেতে ভাল লাগে না, সে এই সকালে এতদূরে চলে এসেছে ভাবতেই পারছে না। সকালে ফাস্ট লোকাল না ধরলে আসা সম্ভব নয়। সে তথাগতকে দেখে কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে গেছে। একেবারে উন্মাদ হয়ে গেল না তো! তার বাড়ি আসার কোনো কারণই থাকতে পারে না। কারণ কোনো বিপদ আপদে সে কারো সাহায্য চাইতেই জানে না। এমনকি তথাগতর মায়ের মৃত্যুর খবরও লোক মারফত পেয়েছিল। একটা ফোন করলেই যে কাজ হয়ে যায়, সেই ফোনটা করতেও তার এত দ্বিধা কেন বোঝে না।

তাই বলে খবরটা দিবি না! একটা রিং করতে পারলি না।

তুমি দাদা ব্যস্ত মানুষ। অকারণ আমার হ্যাপা সামলাতে আসবে কেন? সনাতনদাই সব করেছেন। চাঁপাই সনাতনদাকে গিয়ে খবর দিয়েছে। আমি কাকে গিয়ে কি বলতে হবে ঠিক বুঝতে পারি না দাদা। মা মরে গেছে বলতেও খারাপ লাগছিল।

তোর শোক-তাপের এক্সপ্রেশান পর্যন্ত নেই? মাসিমার অসুখ, সেই খবরটা পর্যন্ত দিসনি। তুই কিরে! একটা রিং করতে তোর কি অসুবিধা ছিল!

আরে বোঝো না, রঙ নাম্বার হলে কি হয়! তোমার ফোন, ধরল আর কেউ! ধমক খাই যদি। ধুস বলে ছেড়ে দেয় যদি! মেজাজ ঠিক থাকে?

তথাগতর মধ্যে কোনো উন্মাদ কি ঘাপটি মেরে মায়ের মৃত্যুর

আগে থেকেই বসেছিল! চিরদিনই স্বভাব-লাজুক সে। যেচে কথা বলতে জানে না। দশটা প্রশ্নের একটা জবাব। বৌ না পালালে এটা বোধহয় ধরাই যেত না। ওকে কিভাবে যে স্বাভাবিক করে তোলা যায় তাই সে বুঝতে পারছিল না।

আয়।

তথাগতর মুখ শুকনো। সারারাত ঘুমায়নি। চোখ জবা-ফুলের মতো লাল। শ্যামলের কেন যে কষ্ট হচ্ছিল এতো বুঝতে পারছে না। সে তবু ডাকল, লতিকা, দ্যাখ কে এসেছে!

লতিকা বাইরের বারান্দায় ঢুকেই তাজ্জব।

কি ব্যাপার! এত সকালে?

তথাগতর মুখে কোনো এক্সপ্রেশান নেই। সে শুধু লতিকা বৌদির দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।

কখন বের হয়েছিস? শ্যামল না বলে পারল না।

কখন? তারপর চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে কি দেখল। বলল, রাতে।

রাতে! কোথায় ছিলি?

স্টেশনে।

কেন?

ট্রেন যদি মিস করি। তোমাকে খবরটা দেওয়া দরকার ভাবলাম!

কি এত জরুরী খবর? ফোন করলেই হতো!

কেউ যদি আড়ি পেতে থাকে!

তোর ফোনে কে আড়ি পাতবে!

তথাগত চুপচাপ সোফায় বসে পড়ল। কোনো উত্তর দিল না।

রাতে খাসনি কিছু?

না, খেয়েই বের হয়েছি। অমরকে বললাম, বের হচ্ছি। শ্যামলদার বাড়ি যাচ্ছি।

রাতে চলে এলি না কেন ?

তোমাদের যদি অসুবিধা হয়। তাই প্ল্যাটফরমের বেঞ্চিতে শুয়ে থাকলাম। সকালের ট্রেন ধরে চলে এসেছি।

ও কি ফিরে এসেছে ?

না। আমি তো তোমাকে নিয়ে ওর কাছে যাব ঠিক করেছি।

শ্যামল কি বলবে ভেবে পেল না। বউ ফিরে আসার মতো গুরুত্বপূর্ণ খবর দিতেই সে একমাত্র এত সকালে চলে আসতে পারে। এ ছাড়া তার জীবনে বলতে গেলে কোনো খবরই নেই। রূপা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না আসলে। শ্যামদুলাল বলেছে, ওরা কালীঘাটের দিকে আছে। ফ্ল্যাট নিয়েছে। বিয়ে ভেঙে গেলে সব যাবে। শুধু এ-জন্যই গা ঢাকা দেওয়া। মেয়েটা বজ্জাত। চতুর এবং ধূর্ত। ছ'মাসেই তথাগতর ভীতু স্বভাব টের পেয়ে গেছে। ওখানে গেলে তথাগত কষ্ট পাবে। অথবা তথাগত কি করে বসবে কে জানে !

তুই যে বললি, যাবি না। সে নিজেই চলে আসবে !

আসবে ! ঠিক আসবে। তবে কবে আসবে জানি না। ওকে না দেখলে আমি বাঁচব না দাদা। ও ভাল আছে দেখলেই আমার শান্তি।

শান্তির আর দরকার নেই। শোন তথাগত—বলেই কি ভাবল তারপর বলল, ঠিক আছে, হাতমুখ ধুয়ে নে। এই লতিকা, আমাদের কিছু খেতে দাও।

খাওয়ার চেয়েও যাওয়াটা জরুরী।

ঠিক আছে, খা আগে। তারপর দেখছি।

আমার কিছু ভাল লাগছে না। খেতেও ভাল লাগছে না। কাল যে কি গেছে তোমাকে কি বলব। রাতে খেতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। অমর জোরজার করে খাইয়েছে।

শ্যামলের কেন যে বড় একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। একই পাড়ায় তারা বড় হয়েছে। ওর বাবা পাশের বণিকবাবুদের বাড়িতে

ভাড়া ছিল। মুখচোরা স্বভাবের ছেলেটিকে সে কখন আপন করে নিয়েছিল, নিজেও জানে না। কৈশোর বয়সে মানুষের হৃদয় বড় গভীর হয়। ওরা চলে যাচ্ছে বাড়ি করে, এই খবরও ছিল তার কাছে মর্মান্তিক। চলে যাবার দিন, সে পালিয়ে থেকেছে— তথাগত ডেকে ডেকেও তার সাড়া পায়নি।

মেসোমশায় মাসিমা মরে গিয়ে রক্ষা পেয়েছেন। চোখের সামনে পুত্রের এতবড় হেনস্থা কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না।

অথাগত খুবই উসখুস করছিল। এমন কি বসতেও পারছে না। দেখলেই বোঝা যায় সে খুবই অস্থির হয়ে পড়েছে।

শ্যামল ফের বলল, বোস। ঠাণ্ডা হয়ে বোস। এত চঞ্চল হয়ে পড়লে চলবে কেন! তুই বোকার মতো কাজ করিস না। তোর যাওয়া উচিত নয়। মন থেকে মুছে ফেল সব। মুশকিল কি জানিস, বিয়ের আগে মেয়েদের সম্পর্কে তোর হাতেখড়ি হয়নি। হলে পলাতক স্ত্রীর জন্য এত উতলা হতিস না।

তথাগত কিছুটা মিইয়ে গেল।

আমার যাওয়া উচিত হবে না বলছ?

আমার তো তাই মনে হয়।

শ্যামল জানে মেণ্টাল পেশাণ্টদের কিছুতেই হতাশ করতে নেই। এমন কিছু বলতে নেই, যাতে সে আরও বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে।

শ্যামল জানে, মেয়েটি আসলে ধোঁকা দিয়েছে।

শ্যামল জানে, মেয়েটি উইলের প্রবেট পাবার জন্য তথাগতকে বিয়ে করেছে। অলকেন্দুবাবুর উইলে একটা শর্তই ছিল, বিয়ে হবে তার বন্ধুপুত্র তথাগতর সঙ্গে। তারপরেই মেয়েটি অলকেন্দুবাবুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবে।

নারীচরিত্র সম্পর্কে তারও ভাল ধারণা নেই—তথাগতর থাকবে কোথা থেকে। মনে হয় না তথাগত কোনো মেয়ের সঙ্গে বিয়ের আগে কথা বলেছে। কোনো মেয়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্বও ছিল না।

এত লাজুক, যুবতী কিংবা কিশোরী মেয়ে দেখলেই দূরে সরে যেত। চোখ তুলে তাকাত না।

কি করে যে রক্ষা করে!

বিয়ে অগ্নিসাক্ষী রেখে।

বিয়ে রেজিস্ট্রিও হয়েছে।

কোন ফাঁক রাখেনি। ঘরও করেছে কিছুদিন। এমনভাবে সটকে পড়েছে যাতে তথাগত বুঝতে না পারে। সম্পত্তি হস্তগত করার জন্য বিয়ে নামক একটা মিথ্যা আচার- অনুষ্ঠানের সাহায্য মেয়েটি নিয়েছে। তার অমতে বাবা মা বিয়ে দিয়েছেন, সে এই বিয়ে চায়নি। তথাগত আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তাকে সুখী রাখতে।

শ্যামদুলাল তাকে কাগজপত্রের জেরক্সও দিয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে তথাগতকে দেখাতে পারে। আজ তার নিজেরই যাবার কথা ছিল তথাগতের কাছে। ভেবেছিল সব দেখাবে। বলবে, মন শক্ত কর। এ-ভাবে ভেঙে পড়িস না। আমারা অন্য চিন্তা করছি। ওর দিদিদেরও খবরটা দেওয়া দরকার ভেবেছিল। দিদিদের ঠিকানা জানে না। ফোন নম্বরও তার জানা নেই। তথাগতর কাছ থেকে জেনে নেওয়া দরকার। বিষয়টা ঝুলিয়ে রাখলে আরও খারাপ হতে পারে। এখন তথাগত দুটো স্বপ্ন দেখে। পরে আরও সব স্বপ্নের ভিতর ডুবে গেলে, অফিস কামাই করতে পারে। জীবনের সব আগ্রহ নষ্ট হয়ে গেলে যা হয়। সে বুঝতেই পারছে না, এত সব কেলেঙ্কারী হওয়ার পরও আশা করে বসে থাকে কি করে. তার স্ত্রী ফিরে আসবে এই অলীক বাসনা থেকে মুক্ত করা দরকার—কিন্তু কি ভাবে বুঝতে পারছে না। একসময় কেন জানি মনে হলো, নারীর প্রতি নীরব মাত্রারিক্ত আসক্তিই বাঞ্ছারামকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

কি রে খেলি না?

খেতে ইচ্ছে করছে না দাদা। বমি পাচ্ছে।

তোমার বমি বের করে দেব! খা বলছি। এই লতিকা শোনো।

লতিকা রান্নাঘর থেকে উঁকি দিতেই বলল, বাবুর বমি পাচ্ছে। তুমি সামনে বসো।

লতিকা আগের মতো সহজভাবে মিশতে ভয় পায়। কে জানে, হুট করে যদি চলে আসে, তার মানুষটি বাসায় নেই, এটা যে এক ধরনের প্যারভাসান—এমনও মনে হয় তার। সে তথাগতকে ভয় পায়। যেন এই মানুষ, যে কোনো কেলেঙ্কারি করে ফেললেও বুঝতে পারবে না, কত বড় অপরাধ।

সে তবু পাশে বসে বলল, খান। না খেলে কষ্ট পাব।

শ্যামলদা, তুমি আমাকে নিয়ে যাবে তো!

অগত্যা কি করা। শ্যামল বলল, যাব। আগে খা। তারপর শ্যামদুলালকে ফোন করি। সে আসুক। সবাই বুদ্ধি পরামর্শ করে যা হয় কিছু করা যাবে।

তথাগত খুবই যেন হালকা হয়ে গেল। চোখে মুখে উত্তেজনা। সে যাবে। শ্যামলদা সঙ্গে থাকবে। তার ভয় পাওয়ার মতো আর কোনো হেতুই থাকবে না। কারণ সে জানে শ্যামলদা সঙ্গে না গেলে রূপার কাছে তার একা যাওয়ারও সাহস নেই। সংকোচ, এবং কোথায় যে তার অপরাধবোধ লুকিয়ে আছে সে নিজেও তা জানে না।

শ্যামল হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বলল. তোর মিনমিনে স্বভাবটা ছাড়। না হলে মরবি বলে দিলাম। ডাক্তার তো বললেন, তোর কিচ্ছু হয়নি। তুই ঠিকই আছিস। মোহ আর ভালবাসা এক নয় বুঝলি। ভালবাসা এটাকে বলে না। কত আর বোঝাব। তুই তোর স্ত্রীর মোহ থেকে আত্মরক্ষা করতে শেখ। নিজে না পারলে, আমরা শত চেষ্টা করেও পারব না। সব তোর নিজের হাতে।

তথাগত কোনো জবাব দিল না। উঠে গেল ধীরে ধীরে। হাঁটা চলায় কেমন শ্লথগতি। যেন শরীরে তার বিন্দুমাত্র বল

নেই। ক্ষীণ গলায় কথা বলে। বেসিনে মুখ ধোবার সময়ও মনে হলো বড় আলতো করে মুখে জল দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছে, অথচ সামনে আয়না – নিজের মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না বোধহয়। এই ঘোর বড় সাংঘাতিক।

সে বলল, তোকে একটা গল্প বলি শোন।

ওয়ান ওয়ার্ড ইজ টু অফেন প্রোফেন্ড। বলেছিলেন শেলি। শব্দটি হলো প্রেম। আর কথাটি, আমি তোমায় ভালবাসি। ব্যবহৃত হতে হতে, ব্যবহৃত হতে হতে, ব্যবহৃত হতে হতে রক্তাল্পতায় জীর্ণ, পাংশু, রুগ্ন, অকর্মণ্য এই অনিবার্য বিকল্পহীন, আকস্মিক কিংবা প্রত্যাশিত উচ্চারণ। তাহলে কেউ কাউকে ভালবাসলে কী বলবে?

বুঝলি কিছু?

শ্যামল চেয়ে থাকল তথাগতর দিকে।

তথাগত অচঞ্চল। চুপচাপ এবং বড়ই নিঃস্ব যেন।

এগুলো আমার কথা নয় বাঞ্ছারাম। হুবহু এই উক্তি কোনো কবির, কাগজের পাতা থেকে তুলে ধরলাম। কথাগুলো মনে রেখেছি আমার সামনে নির্দিষ্ট একটি উদাহরণ আছে বলে। আর সেই উদাহরণ তুই।

ভালবাসা উচ্চারিত হবে সংলাপের উদ্ভাসে। স্বাভাবিক, পরিচিত, দৈনন্দিন ব্যবহারের, আদানপ্রদানের, সঙ্গ-নিঃসঙ্গতার অড়োলেও লুকোচুরি খেলতে ভালবাসে। এটা তোর মধ্যে নেই, তার মধ্যে ছিলই না। পারবি, এই অমোঘ উক্তির যথার্থতা রক্ষা করতে—তুই পারলেও সে কী পারবে। তাই বলছিলাম, এটা ভালবাসা না – মোহ। অধিকারের মোহ। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে তোকে মাঝে মাঝে গল্প শোনাব। এখানেই খাবি। আজ এক নম্বর গল্প। গল্পগুলি শোনার পর তুই যদি যেতে চাস, নিয়ে যাব।

খাওয়াদাওয়ার পর শ্যামল তথাগতকে নিয়ে একই খাটে শুল।

ভিতরের দিকে দরজা খুললে ডাইনিং স্পেস। তার পাশের দরজা দিয়ে ঢুকলে শ্যামলের বেডরুম। লতিকা খেয়েদেয়ে দিবানিদ্রা দেবে ও-ঘরে। দুই বন্ধু মিলে গল্পগুজব করা যায়—তবে তথাগত কথা বলতেই জানে না। গল্পগুজব করতে হলেও কিছুটা খোলামেলা স্বভাব দরকার। তথাগত বউ ছাড়া পৃথিবী অন্ধকার দেখে। ওর বউকে নিয়ে কথা বললে সে খুবই আগ্রহের সঙ্গে শোনে। পৃথিবীতে নারী ছাড়াও জীবনে অজস্র সুতো টানাটানি হয় তথাগত যেন জানেই না। আসলে গল্প করেও সুখ নেই।

তারা দুজনই সিগারেট খেল চিত হয়ে। পাশ ফিরে শুল। তাকে আজ একটা গল্প বলার কথা। গল্পটা কিভাবে আরম্ভ করবে বুঝতে পারছে না।

এরই মধ্যে তথাগত তাগাদা দিয়েছে, আমরা যাব না দাদা? কেমন বালকের মতো প্রশ্ন।

যাব।

সম্প্রতি সে স্টার টিভির লাইন নিয়েছে। সাড়ে তিনটা থেকে এম টিভির কাউণ্টডাউন প্রোগ্রাম শুরু হবে। ছুটির দিনে শ্যামল এবং লতিকা পাশাপাশি বসে প্রোগ্রামটা বেশ এনজয় করে। এন্ডি লিউ, আই লাভ ইউ যখন গায়, আশ্চর্য এক শিহরন জেগে ওঠে ভিতরে—হলুদ সবুজ পাহাড়ের বনভূমি, অথবা দিগন্ত প্রসারিত মাঠ— লিউ গায়, ঈগল পাখিটা ঢেউ খেলার মতো উড়ে বেড়ায় আকাশে— গানের সুরের সঙ্গে পাখির এই আকাশ বিচরণ কখনও এক নীল সমুদ্রের হাতছানি দেয়। লিউ পাখির মতো ডানা মেলে যেন উড়তে চায়, সারা শরীর আকাশের নিচে ভাসিয়ে দেয়। এমন উন্মাদনা গানে থাকতে পারে, লিউর গান না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন। খারাপ লাগে ভাবলে—তথাগত কোনো উন্মাদনারই খবর রাখে না।

শ্যামল উঠে বসল।

এই তথাগত ওঠ। পেছন ফিরে শুয়ে আছিস কেন?

কাউণ্টডাউন টুয়েণ্টি শুরু হবে। দ্যাখ, ভাল লাগবে। বলেই সে টিভির কাছে গিয়ে বলল, এটা স্টার প্লাস। এই চ্যানেলটা এম টিভির। পাঁচটা চ্যানেল বুঝলি। এটা প্রাইম স্পোর্টস। আর একটা নব টিপে বলল, এটা বি বি সি—এশিয়া।

তথাগত পাশ ফিরে টিভির দিকে মুখ করে সিগারেটে টান দিল। পাশে সেণ্টার টেবিল; একগুচ্ছ কামিনী ফুলের ডাল—ফুল নেই। সারা বাড়িতে শ্যামল আর লতিকা নানা জাতের ফুলের গাছ বসিয়ে দিয়েছে। এই সব ফুল এবং গাছ শহর জীবনে খুব দরকার। ইদানিং লতিকাও এটা বুঝে ফেলেছে। মাঝে মাঝে একা একা হাঁপিয়ে উঠলে গাছগুলির পরিচর্যা করে আনন্দ পায়। একটা মানুষ তো সব সময় তার সব কিছু ভরিয়ে দিতে পারে না। তারা নিঃসন্তান, আর হবে বলেও মনে হয় না। চেষ্টা চরিত্র নানাভাবে করেছে। শ্যামলের শারীরিক খুঁতের জন্যই এটা হয়েছে, জানে। তবে এই নিয়ে দু'জনের এখন কোনো ক্ষোভ দুঃখ আছে বলেও মনে হয় না। মানিয়ে নিতে পারলে সবই হয়। লতিকা এটা বোঝে, তথাগতকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না। একজন যদি চলেই যায়—জীবন থেমে থাকে না।

ফুলবিহীন কামিনী ফুলের ডালও তো কম সুন্দর নয়! তথাগত সহসা এটা ভাবতেই উঠে বসল। আসলে সৌন্দর্যভোগের ইচ্ছে নিজের মনের মধ্যেই তৈরি করে নিতে হয়। কেন যে মনে হলো, ফুল যে নিয়ে যায় সকালে, সেও কম সুন্দর নয়।

গাছ থেকে হাওয়ায় ফুল ঝরছে।

ফুল মাটিতে পড়ছে।

গাছের নিচটা আশ্চর্য সাদা ফুলের নকসীকাঁথার মাঠ হয়ে যায়।

চাঁপা বসে থাকে গাছের নিচে, সেও অমূল্য হয়ে উঠতে পারে দেখার চোখ থাকলে।

তথাগত বলল, দাদা গল্প বলবে বলছিলে?

যাক, তোর আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

শোন বাঞ্ছারাম, আমরা জানি, প্রেম কাউকে শেখাতে হয় না। স্বাভাবিক নিয়মেই প্রেম তার প্রয়োগের ক্ষেত্র বেছে নেয়। এটা কিন্তু আমাদের ঠিক ধারণা নয়। ভাল করে প্রেম করার রীতিনীতি না জানার কারণে অসংখ্য প্রেম শেষ পর্যন্ত সফল হয় না। প্রেমের জোর থাকলে, যতই সে নষ্ট চরিত্রের হোক তাকে আটকে যেতেই হবে। সব পুরুষই চায় বিছানায় কোন নারী থাকুক সব নারীও চায়। চাইলেই কি, নারী যে কোনো পুরুষের সঙ্গে বিছানায় শুতে পারে! আসলে প্রেম হচ্ছে মিলনের প্রাথমিক শর্ত। ঠিক মতো প্রেম না করতে পারায় কত প্রেম কেন্দ্রচ্যুত হয়েছে তার হিসাবও আমরা দিতে পারি না।

একটু থেমে শ্যামল টিভির কাছে চলে গেল—এম টিভির কাউণ্টডাউন টুর্নামেণ্ট শুরু হয়ে গেছে। গান শোনা আর গল্প করার মধ্যে মজা আছে। শ্যামল একটি পাশ বালিশে কনুই রেখে বলল, প্রেম যতদিন থাকবে, ততদিন প্রত্যাখ্যানও থাকবে। প্রেম করাটাও শিখতে হয়।

কিভাবে?

বই পড়ে। অসংখ্য বই আছে বাজারে। প্রেম এবং প্রত্যাখ্যান কেন হয় তার চুলচেরা বিশ্লেষণ আছে। এদেশেও তার কিছু কিছু বই নানা সময়ে বিক্রি হতে দেখেছি। আর তা যে কতটা দরকার, বোঝা যায় বিখ্যাত ব্যক্তিদের অসফল প্রেম দেখে।

তা হলে বলছ রূপার সঙ্গে ঠিক মতো প্রেম করতে পারলে সে ফিরে আসবে।

ধুস। প্রেম পরস্পরের হাতছানি—তোর থাকলেও রূপার অন্তত তোর জন্য নেই। জোর করে কি কোনো নারীর উপর প্রেম চাপিয়ে দেওয়া যায়? আর রূপা তো প্রেমের যোগ্যই নয়। সে লোভী, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক—বুঝলি কিছু? একদম নষ্ট মেয়েটার কথা তুলবি না। আর যদি তুলিস, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের

করে দেব। প্রেমের জন্য প্রথম প্রয়োজন মাত্রাবোধ। এসমস্ত বইপত্র পড়লে নিশ্চয় রবার্ট ব্রাউনিং শেষ পর্যন্ত এলিজাবেথকে নয়, তুষা রিশকভকেই স্ত্রী হিসাবে পেতে পারতেন।

রবার্ট ব্রাউনিং মানে কবি !

আজ্ঞে হ্যাঁ। ব্রাউনিং তরুণ বয়স থেকেই কবিতা পাগল, আর গভীর প্রেমের কারবারি হতে চেয়েছিলেন। কবিতা যেমন তাঁকে পাগল করে তুলত, প্রেমও। যে কবিতা পড়ে এলিজাবেথ প্রেমে পড়েছিলেন সেই 'পলিন' কবিতাটি তখনও লেখা হয়নি। কাজেই এলিজাবেথের সঙ্গে তাঁর তখন পরিচয়ও হয়নি। বুঝতেই পারছিস এলিজাবেথের খোঁপায় তখনও ফুল গোঁজা নেই। কে এলিজাবেথ কবি জানেনই না। কোথায় থাকে, কি করে—সে নদীর পাড়ে হাঁটছে, না পাহাড়ের কোলে পাইনের জঙ্গলে পাতা ঝরার শব্দ শুনছে তাও কবি জানেন না। অজ্ঞাত সেই মেয়েটি পরে প্রেমে পড়ল ঠিক—কবিও প্রেমে পড়লেন—তবে যাকে পেলে জীবন পূর্ণ হয় এমন ভাবতেন, তার নাম তুষা। ভারি সুন্দর নাম। প্রায় তরুণী, আশ্চর্য রূপসী এবং নীল গাউন আর সোনালী মোজা পরার বিলাস তার। রাশিয়ার এই মেয়েটিকে দেখে কবি হতবাক হয়ে গেছিলেন।

টিভিতে তখন বুম সাকা লাক।

আপাচে ইন্ডিয়ান বলেই খ্যাত এই গায়ক ভারতীয়। গল্প থামিয়ে বুম সাকা লাক গানের সঙ্গে শ্যামল তুড়ি দিতে থাকল। ওঠ। দাঁড়া।

সে টিভির ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে তথাগতকে বিছানা থেকে তুলল। নাচ ব্যাটা।

আমি পারি না।

খুব পারিস। গানটার সঙ্গে গলা মেলা। কত মুখ দেখছিস, পাগলের মতো গায়ককে ছুঁতে চাইছে। কাউন্টডাউন এ কে? মাইকেল জ্যাকসন—জানিস তো জ্যাকসনকে দেখার জন্য কোটি

কোটি যুবক যুবতী পাগল।

আরে দাঁড়িয়ে থাকলি কেন। গা।

বুম সাকা লাক। বুম সাকা লাক।

শ্যামল দাঁড়িয়ে কোমর দোলাচ্ছে। আঙুলে তুড়ি মারছে। আর গানের সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়ে যাচ্ছে--

জানিস মাইকেল জ্যাকসন হাসলে মানিক ঝরে। কাঁদলে হীরার পাহাড়। ছুঁয়ে দিলে নারী পবিত্র হয়ে যায়। তার দেখা যে পায় সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সফল মানুষ। কিছুই দেখলি না। বাঞ্ছারাম, তুই দুটো স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছিস। মানুষের থাকে অজস্র স্বপ্ন। মুহূর্তে তা পাল্টায়। তুই বাঞ্ছারাম সারাজীবন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করিস না। রোদ বৃষ্টি ঝড় না থাকলে জীব জীবনই না।

সহসা চিৎকার করে উঠল শ্যামল।

লতিকা লতিকা।

লতিকার সাড়া পাওয়া গেল না। বোধহয় ওঘরে দরজা বন্ধ করে বেশ দিবানিদ্রাটি সারছে।

কাউণ্টডাউন টুর্য়েণ্টি শুরুতে সে নেই-- তথাগত থেকে যাওয়ায় অন্য যুবকের সামনে কাউণ্টডাউন ভোগের কিছুটা সংকোচ থেকেই বলেছে, না আমি বসব না। আসলে লজ্জা। গানগুলি মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টে খুবই বেশি সুড়সুড়ি দেয়—অথচ জীবনের আসল মজাই এইখানে। লতিকাকে সে বলেছে, তথাগত আছে তো কি হয়েছে? ও কি কিছু জানে না। তুমি এতটা শুচিবাইগ্রস্ত হয়ে পড়বে জানলে ওকে থাকতে বলতাম না। আসলে ও তো মানুষ নেই। ওর ধারণা বাগানে একটা ফুলই ফোটে। বাগানে যে ঋতুর সমাগম হয়, ফুলের অজস্র বাহার থাকে বিশ্বাসই করাতে পারছি না। তুমি থাকলে, ওর নিরাময়ের পক্ষে বেশি সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে মনে হয়।

তবু সে আসেনি।

কিন্তু লতিকা জানেই না আজ পি এম ডনের ক্যাসেট দেবে।

সেই হলুদ ফুলের দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। ডন বসে আছে। গানের রিদম বড় সুন্দর। কালো মানুষটির মুখ চোখ বিষাদে ভরা।- আর দূরে, কোনো অন্য পৃথিবীতে এক নারী হাতকাটা সোনালী সেমিজ গায় সমুদ্রের বালিয়াড়িতে শুয়ে আছে। কি দুঃখ তার যেন- এই সমুদ্র এবং শরীর অহরহ এক ব্যাঞ্জো-বাদক। ভিতরে আশ্চর্য নীরব শব্দমালা কাজ করে যায়। অগভীর এবং উষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে থাকে নারী এবং পুরুষের শরীর মেশামেশির অকুণ্ঠ আর্তি।

ডন নারীর সেই সুন্দর অপমান তার গানে ফুটিয়ে তুলছে।

ঝড়ো হাওয়া বইছে। সিল্কের সেমিজ হাওয়ায় নিতম্বের ভাঁজে ঢুকে নারীকে আশ্চর্য মোহময়ী করে দিচ্ছে। নারী ছুটছে। শস্যক্ষেত্র ছাড়িয়ে আরও দূরে, কোনো বনাঞ্চলে কিংবা মরুভূমির উষ্ণ প্রান্তরে সে যেন নিঃশেষ হয়ে যেতে চায়।

লতিকা কি করছে!

সে চুপি দিল ডাইনিং প্লেসে। ঠিক দরজা বন্ধ করে শুয়েছে। যা ভেবেছিল তাই। দরজা ঠেলে বলল, এই ওঠো। ডনের মিউজিক বাজছে বুঝতে পারছ না। এস, জলদি। প্রায় হাত ধরে টেনে তুলেছে লতিকাকে। লতিকা লজ্জায় কাতর কেন এত, সে বুঝছে না।

এই।

না আমার ভাল লাগছে না।

আরে তুমি কি!

এস না!

না।

প্লিজ সুন্দরী।

আমার পাশে শোও।

এই যা। তথাগত এদিকে চলে আসতে পারে।

আমি আর পারছি না।

খুট করে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল শ্যামল।

মিউজিক এতটা পাগল করে দেয় নারীকে সে আগে যে টের না পেয়েছে তা নয়, কিন্তু তথাগত থেকে যাওয়ায়, মিউজিক আজ বড় বেশি জোরে বাজছে।

কিছুক্ষণ।

তারপর নিবিড় সুষমা।

আর কিছুক্ষণ!

তারপর গভীর অবসাদ।

গান এবং মিউজিক মিলে নারীর এই আশ্চর্য অবগাহন মধুর স্বপ্নের মতো।

এবং শ্যামল তারপর কিছুটা তাড়াহুড়োই করে ফেলল। ওকে চাদরে ঢেকে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। চোখে-মুখে জল দিল। ছুটির দিনে এই গান এবং মিউজিকের মধ্যে তারা বড় বেশি উষ্ণতা বোধ করে। ডন লতিকার প্রিয় গাইয়ে।

কেন জ্যাকসন এত প্রিয় মানুষের সে বোঝে। তথাগতকে আজ যে ভাবেই হোক উষ্ণ করে তুলতে হবে। ওর মাথায় পোকা নষ্ট করে না দিতে পারলে ঋতু সমাগমে বাগানে অজস্র ফুল ফোটে বোঝানো যাবে না। ফুল যে ঝরে যায় আবার—তাও বোঝানো যাবে না।

তথাগত তুড়ি দিচ্ছিল!

ম্যাডোনা গাইছে।

দ্য রেইন।

বৃষ্টির গান।

শ্যামল বলল, এ গানটা ম্যাডোনার এরোটিক সিরিজের গান।

গানের সুর গমগম করছে।

ডিপার ডিপার।

কিরে বাঞ্ছারাম বুঝতে পারছিস, নারী কি চায়।

তথাগতর মুখ রক্তাভ হয়ে গেল।

সে সত্যি যেন এক অন্য পৃথিবীর যাদুতে পড়ে গেছে। কত রকমের বিজ্ঞাপন এবং শরীরের নানা কারসাজি বিজ্ঞাপনে, আবার গান, আবার এক নারী গাড়িতে, বিশাল সেতুর উপরে গাড়ির ভিতর পুরুষ চাইছে সে-নারীকে পেতে। জড়িয়ে ধরল।

আরে মেয়েটা করছে কি?

ঠেলে ফেলে দিচ্ছে গাড়ি থেকে। মেয়েটি রাজী না। হুস করে গাড়িটা সেতু পার হয়ে নদীর ধারে, কখনও শহরের ভেতরে যেন সেই গাড়ি এবং নারী আরও দূরে যেতে চায়।

তথাগত গানের শব্দমালা ধরতে পারছে না—কিন্তু মিউজিক তাকে নতুন নতুন স্বপ্নের ভিতর ডুবিয়ে দিচ্ছে। দৈত্যের মুখোস পরে কোথা থেকে কে হাজির। আবার মুহূর্তে হারিয়ে যায়—সব যেন পলকে দেখা। আশ্চর্য, ভাল করে দেখতে না দেখতেই ছবি পর্দায় মিলিয়ে যায়। কোমর বাঁকিয়ে হেলে দুলে বিষধর সাপের মতো ফণা তুলে দুলছে জ্যানেট। হাতে ব্যাঞ্জো। অদ্ভুত মাদকতা।

জ্যানেট জ্যাকসন গাইছে। জ্যাকসনের বোন। ঠোঁট দুটো দ্যাখ বাঞ্ছারাম। কামনার কী উজ্জ্বল রঙ দ্যাখ। ভাল করে দ্যাখ। 'ইফ' মানে 'যদি' গাইছে।

'যদি' সে নদী হতে পারত।

'যদি' সে অনন্ত আকাশ হতে পারত।

কিংবা নক্ষত্র।

যদি' সে শস্যক্ষেত্রে ফুল হয়ে ফুটে থাকতে পারত, সারারাত হিমে ভিজে যেতে পারত।

কিংবা 'যদি' সে পাখির মতো ডানা মেলে উড়তে পারত।

তার কত 'যদি'র শখ সবার। আমার তোর সবার। কত 'যদি' মানুষের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। বাঞ্ছারাম তোর জীবনে কোনো 'যদি' নেই। ইফ কথাটা কত মারাত্মক বুঝতে প্যারিস।

'যদি' সে সারারাত নগ্ন হয়ে পাশে শুয়ে থাকত।

লাবণ্য তার 'যদি' কোমল ধানের শিসের মতো হতো।

অনন্ত সুঠাম স্তন, এবং গ্রীবা আর নাভিমূলে হাত রেখে 'যদি' সারাজীবন কেটে যেত।

তথাগত শ্যামলের কথা কিছুই শুনছে না। সে এতক্ষণ বসে ছিল। হাতে তুড়ি দিচ্ছিল। তারপর শিস দিচ্ছিল। তারপর তার কেন যে সত্যি পা এগিয়ে পিছিয়ে নাচতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

হাতে 'যদি' একটা ব্যাঞ্জো থাকত।

সে বাজাত, আর সেই কুসুম, স্বপ্নের কুসুম এসে হাজির হত। এবং সেই স্বপ্নের কুসুম তার হাত ধরে মাঠের আলে কিংবা গাছের ছায়ায় নাচত। জীবনে যে একজন কুসুমের বড় দরকার।

কুসুম কুসুম, ফুটে উঠুক কুসুম। ঘাসের ঘ্রাণে ফুটে উঠুক।

কুসুম কুসুম, তোমার হাতে ফুলের সাজি। ফুল তুলছ কুসুম! কেন এত ব্যবহার কুসুম, তবু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না।

কার জন্য।

মালার সৌন্দর্য কি দেবতার ভোগে লাগে? দেবতা বড়ই নিষ্ঠুর। তার যে দেখা পাওয়া যায় না কুসুম।

কুসুম কুসুম।

শ্যামল বুঝতে পারছে না তথাগত বিড়বিড় করে কি বকছে। দুজনেই কিছুটা বুঁদ হয়ে আছে। ঝপ করে কাউণ্টডাউন টুয়েণ্টি বন্ধ হয়ে গেল। অন্য প্রোগ্রাম।

তথাগত যেন জলে পড়ে গেল।

বলল, যাঃ কি হলো!

শ্যামল বলল, সব মাটি। এরা যে কি করে! এমন হাইটে কেউ প্রোগ্রাম চেঞ্জ করে দেয়।

দরজায় তখন লতিকার আবির্ভাব।

তথাগত দেখল লতিকা বউদিকে। বড়ই পবিত্র নারী। এইমাত্র প্রসাধন সেরে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। কানে বড় ইয়ারিঙ। ভরা মুখ। সদ্য ঘুমভাঙা নারীর মাধুর্য কত বিস্ময়কর হয় তথাগত লতিকা বউদিকে দেখে প্রথম যেন টের পেল।

শ্যামলও দেখছে লতিকাকে। কিছুক্ষণ আগে সেই আশ্চর্য অবগাহনের কথা মনে হলো তার। কেমন ঘোরে পড়ে যায় তখন লতিকা। হুঁশ থাকে না। আর এখন সারা শরীর ঢেকে সে দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের অচেনা মানুষের মতো দেখছে।

কিছু বলবে ?

টিভিতে মজে থাকলেই হবে।

কিছু করতে হবে ?

আরে না। চা-টা খাবে না !

শ্যামলের মনেই ছিল না, এসময়ে তারা দু'জনেই বসে চা খায়। টি টাইম। কিন্তু চা দেবে কি দেবে না এই নিয়ে লতিকার মনে কি সংশয় ছিল ! সে তো সোজা চা নিয়ে চলে এলেই ভাল দেখাত।

লতিকা বলল, দুই বন্ধুতে কত মজে গেছ দেখলাম। চা এলে ডিস্টার্বড না হও আবার।

তথাগত তাকিয়েই আছে।

সেই চাষীবউটি যেন। কুসুম তার নাম। সে তো বড় হয়ে এমন একটা স্বপ্নই দেখেছে। সারাদিন খাটাখাটনি। বাড়ি ফিরে দেখবে কেউ তার অপেক্ষায় জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। এই অপেক্ষা কত যে দরকার জীবনে যে জানে, সে- জানে। স্বপ্নটা এই করে তাকে পাগলও করে দিচ্ছে। আসলে রূপা নয়। যে কোনো নারীই তার জানালায় দাঁড়িয়ে থাকলে মায়া পড়ে যাবে। লতিকা বউদি দাঁড়িয়ে থাকলেও।

লতিকা কিছুটা লজ্জায় পড়ে গিয়ে বলল, কি দেখছেন!

লতিকা বউদি তুমি বড় সুন্দর। তোমার সব কিছুই খুব সুন্দর, তাই না!

কথাগুলোর মধ্যে অশ্লীলতার আঁশটে গন্ধ আছে তথাগত হয়তো জানেই না। শ্যামলের চোখে মুখে কিছুটা অস্বস্তি ফুটে উঠছে।

তুমি কী সুন্দর! তোমার সব কিছুই না জানি কত সুন্দর—এটা কত অশ্লীল ইঙ্গিত তথাগত বুঝতে পারলে তার সামনে লতিকাকে এমন কথা কখনোই বলতে সাহস পেত না। শ্যামল ধমকও দিতে পারল না। সরল বালকের মতো তথাগতর কথাবার্তা। কাকে ধমক দেবে! এমন একটা শিশুর মতো সরল মানুষকে যে নারী ধোঁকা দেয়, তার কি সামান্য পাপবোধও নেই? ব্যবহৃত হতে হতে, ব্যবহৃত হতে হতে, একদিন সব উষ্ণতা ছাই হয়ে যাবে, নারী কি বোঝে না!

লতিকা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকাও বিড়ম্বনার সামিল ভাবতে পারে। সে চলে গেছে।

রান্নাঘরে খুটখাট আওয়াজ।

শ্যামল একবার উঠে যাবে ভাবল। কিছু যদি সত্যি ভেবে থাকে। এ কি অসভ্য কথাবার্তা। মাথার সত্যি ঠিক নেই, হুট করে চলে এসেছে, তার তো আসার কথা নয়। সাহস পেলে আরও কিছু যে করে বসবে না কে জানে। লতিকার সুন্দর জিনিসগুলি নেড়েচেড়ে দেখলে তার খুব ভাল লাগবে এমনও বায়না করতে পারে। লতিকার অভিযোগ থাকতেই পারে। তোমার বন্ধুটি অবোধ ভাবার কারণ নেই। যথেষ্ট সেয়ানা। এমনও ভাবতে পারে। তথাগতর হয়ে সাফাই গাইতেই সে ভাবল একবার উঠে যাওয়া দরকার। এবং সে যখন কিচেনে যাবে বলে উঠে দাঁড়াল, দেখছে লতিকা ট্রেতে চা নিয়ে আসছে। চোখে মুখে তার আশ্চর্য সুষমা।

শ্যামল কিছুটা যেন অস্বস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেল। সে ট্রেটা লতিকার হাত থেকে নিয়ে কাজে সাহায্য করল যেন।

নে বাঞ্ছারাম।

তথাগত বলল, বউদি আজ আমি থাকলে তুমি রাগ করবে?

শ্যামল কিছু বলতে যাচ্ছিল, আর তখনই লতিকা বলল, থাকুন না। আপনি তো আসতেই চান না। থাকলে আপনাকে আমরা খেয়ে ফেলব না। কথা দিচ্ছি।

লতিকা এত সহজ হয়ে যাবে শ্যামল আশাই করতে পারেনি।

লতিকা ফের বলল, আজ কেন, যতদিন খুশি থাকুন। তবে আপনার দাদা কি পছন্দ করবে?

লতিকা নিজের চা-এর কাপ হাতে নিয়ে ট্যারচা চোখে তাকাল শ্যামলের দিকে।

ডিশে ডালমুট।

লতিকা আলগা করে দু'এক কণা ডালমুট জিভে ফেলে কুট কুট করে কামড়াচ্ছে। চিবোচ্ছে না। শ্যামলের মনে হলো, ডাল-মুট লতিকা দাঁতে কাটছে। দাঁতগুলোর এই অভ্যাস যেন লতিকা নিজেই দারুণ রেলিশ করছে। লতিকা কি নিজেকে এভাবে বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে চায়!

তখনই শ্যামল বলল, বাঞ্ছারাম তুষার গল্পটা কিন্তু শেষ হয়নি!

তাইতো। তথাগত নড়েচড়ে বসল।

বুঝলি প্রাণের মানুষকে পাওয়ার স্বপ্ন রোমাণ্টিক বিলাস। মানুষ সেই তাড়নার বশেই প্রাণের মানুষ খুঁজে ফেরে। তাকে হারিয়ে ফেলার ভয় থাকে অহরহ। কখন যেতে যেতে কে যে কোন গাছের নিচে তাকে খুঁজে পায়, কখন যেতে যেতে কে যে দূর ওয়াগনে মাল বহনের শব্দ শোনে, আবার পতনেরও শব্দ হয়। আশঙ্কা আতঙ্ক কত—পুরুষকে সব জয় করতে হয়। জয় করতে না পারলে সে রাস্তার ধারে পড়ে থাকে।

আসলে তোকে আগেও বলেছি, মাত্রাবোধ। ব্রাউনিংএর সেটাই ছিল না। তুষাকে কি বললে খুশি হবে, তুষা ভাববে কবির সঙ্গে তার প্রেম অনিবার্য, কবি তাই জানত না। রাশিয়া থেকে আসা একদল আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তুষা এসেছে লণ্ডনে। মিউজিয়ামের ভাস্কর্য গ্যালারিতে দুজনের দেখা। আলাপ এবং পরিচয়। তুষার ইংরাজী উচ্চারণ খুবই ভোঁতা। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেই ইংরাজী বলতে পারে। তুষার সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ। চোখ দুটো গভীর নীল এবং সোনালী কেশে রুপোর মতো ঝকঝক করছে তুষারকণা। বরফের নদীতে তারা হেঁটে গেছে। গীর্জার দেয়ালে হেলান দিয়ে ঈশ্বরের মতো কথা বলতে চেয়েছেন কবি। কিন্তু কিশোরী তুষার যেন কোথায় একটা খামতি আছে। তিনি যে কত বড় কবি তুষা হয়তো বুঝতেই পারছে না। তা না হলে তার সঙ্গে আর দশটা বন্ধুর মতোই বা ব্যবহার করতে চাইবে কেন? অথচ তুষার মধ্যে প্রেমের কোনো খামতি নেই। তুষা তাঁকে না দেখলে অস্থির হয়ে পড়ছে, তিনিও তুষা কাছে না থাকলে অস্থির হয়ে পড়ছেন।

তথাগত চেয়ে আছে। কোনো শীতের শহরে তুষা হেঁটে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছে সে।

মুশকিল কি জানিস বাঞ্ছারাম, কত বড় কবি ব্রাউনিং আর কতটা যোগ্যতাসম্পন্ন বোঝাতে গিয়েই ঠেলা খেলেন তুষার কাছে।

তুষা কেন তোয়াক্কা করবে কবিতার। সে তো যুবক ব্রাউনিং-এর প্রেমে পড়েছে। তার কবিতার প্রেমে পড়েনি। কবি তা বুঝলেনই না।

কবি নাছোড়বান্দা।

আগে তাঁর কবিতা বুঝতে হবে।

এক বিকেলে তুষা এল। পাশাপাশি বসার ঘরে বসল। গরম কফি খেতে খেতে কবি ঢাউস একটা খাতা বের করে পর পর কবিতা পড়ে গেলেন।

তুষা শুনছে কি শুনছে না বুঝতে চাইছেন না।

এই আর একটা কবিতা। এটা লিখেছি এক গভীর রাতে। স্বপ্নের মধ্যে পাওয়া শব্দসমূহ দেখ আশ্চর্য এক মুগ্ধতা তৈরি করছে।

কবিতাটি এত প্রিয় কবির যে আগাগোড়া না দেখে চোখ বুজে পড়ে গেলেন।

শীতেও কবিতা শুনতে শুনতে তুষার ঘাম হচ্ছিল।

বোঝো কবির নির্বুদ্ধিতা।

তিনি তো থামলেনই না, বরং অতি উৎসাহে তিনি কবিতা পড়েন আর তার ব্যাখ্যা করেন। তিনি যে কত বড় কবি, এতেও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে কবিতার সমকালীনতা বিষয়ে দীর্ঘ ভাষণ।

তুষার আগ্রহ ভাস্কর্যে। সে বিষয়ে কবি একটা কথাও বললেন না। টানা কয়েক ঘণ্টা চলল এই ভাষণ, ব্যাখ্যা, কবিতা পাঠ। শেষে তুষার দিকে তাকিয়ে ব্রাউনিং জানতে চাইলেন, কী রাজী? তুষা স্থিরভাবে বলল, না। আমি কোনো কবিকে বিয়ে বা প্রেম করতে পারব না। আপনি পথ দেখতে পারেন।

ফোন।

কে?

আমি শ্যামদুলাল।

আরে কেমন আছিস? সেই যে খবর দিলি, আরও কি সূত্রের খোঁজে আছিস তার কি হলো? বাঞ্ছারাম আমার বাড়ি চলে এসেছে। বউর কাছে যাবে বলছে।

একটু ধৈর্য ধরতে বল। তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। ও তো আর দেখাই করছে না।

ও মানে?

আরে রূপা। সিঁড়ি ধরে উঠে গেলাম। দরজায় নক করলাম। বুড়ো মতো একটা চাকর দরজা খুলে দিল। বসতে বলল। রূপার কথা বলতেই জানাল, তীনি তো বাসায় নেই। বের হয়ে

গেছেন।

আমার যে খুব দরকার।

কি দরকার বলে যান, এলে দিদিমণিকে বলে দেব।

তোমাকে ভাই বলা চলবে না। জরুরী কথা আছে। ওকেই বলতে পারি।

শ্যামল বলল, তাহলে বামালসহ ধরা দেবে না-বলছে।

অন্যপ্রান্ত থেকে শামদুলাল বলল, কেস জটিল। বুড়ো লোকটা ছাড়া কাউকে দেখতে পাই না কেন বুঝছি না। ওর এক বান্ধবীর খোঁজে আছি। দেখি কি করতে পারি।

ওর আর খোঁজ করার কি দরকার আছে? ডিভোর্স পেলেই বাঞ্ছারাম বেঁছে যায়।

বাঞ্ছারামকে তুই এখনও চিনলি না। বউকে দেখার জন্য যে পাগল, সে ডিভোর্সের কথা বললে যে ভিরমি খাবে।

তা জানি। তবে বাঞ্ছারাম আজকাল নাকি স্বপ্ন দেখে না। সকালে শিউলিতলায় যে ফুল তোলে তাকে দেখে।

বাঞ্ছারাম স্বপ্ন দেখে না, বলিস কি! দুটো স্বপ্নের একটাও না!

তাইতো বলল।

তথাগত কেবল বলছে, আমাকে দাও। কি আজেবাজে বকছ। শ্যামদুলালবাবুর সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।

শ্যামদুলাল, তোর সঙ্গে তথাগত কথা বলতে চায়। ধর।

তথাগত বলছি!

বলুন।

ওর কাছে যদি যাই রাগ করবে?

খুবই রাগ করবে। আপনার আসা উচিত হবে না। আপনি এত বড় ধোঁকা খাবার পরও দেখা করতে চান!

কি করব বলুন। মন মানছে না। ওর প্রেমিকের খোঁজ পেলেন? ছেলেটির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?

না।

একবারও দেখা হয়নি ?

না। দেখা হলে আপনার কি লাভ ?

লাভ যে কি! ও কেমন দেখতে জানতে ইচ্ছে করে। রোগাপটকা ?

দেখাই হয়নি।

রূপা কিছু বলেনি ?

না, কিছু বলেনি।

তাহলে বলছেন, আমার যাওয়া উচিত হবে না।

আপাতত তাই মনে হচ্ছে।

দেখা হলে কিন্তু বলবেন, ও যখনই ডাকবে চলে যাব। আমি এখন আর স্বপ্ন দেখছি না সকালে।

কবে থেকে ?

এক হপ্তা হয়ে গেল।

এক হপ্তা দেখেননি, আবার যে দেখবেন না তার ঠিক কি! হয়তো কাল ভোর রাতেই আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পেয়েছি। একটা স্বপ্নে প্রতীক্ষার কথা আছে, আর একটা স্বপ্নে আত্মহত্যার ইঙ্গিত আছে। আপনার এক নম্বর স্বপ্নটা, ঐ যে চাষীবৌ, আর কি যেন, ভুলে গেছি, যাকগে আপনার পৃথিবীতে সবই ঠিক আছে। তবে বুড়ো মানুষের স্বপ্ন দেখা ঠিক না। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিক না। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা খুবই ভয়ের।

তাহলে বলছেন বুড়ো মানুষের স্বপ্নটা আর দেখব না!

না দেখলে ভাল হয়।

আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

করুন। আর সময় হলে দেখা হবে ঠিকই। আপনার স্ত্রী খুবই বড়লোক হয়ে গেছে। সাকসেসান সার্টিফিকেট পেয়ে গেছে। কাজেই খুব ব্যস্ত। তার মামার কোথায় কি আছে, কি রেখে

গেছে, স্থাবর অস্থাবর সব সে বুঝে নিচ্ছে। আপনার কথা ভাববার সময় পাচ্ছে না। ভাবলেই আপনাকে দেখার ইচ্ছে হবে। তখন দেখা করলে নিশ্চয়ই রাগ করবে না।

ওকে বলবেন, ও ভাল থাকলেই আমি ভাল থাকব।

শ্যামলের কেন যে চোখে জল চলে এল। আশ্চর্য প্রেম। কি যে হবে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারছে না। দুষ্ট নারীর সংসর্গ থেকে তথাগতকে রক্ষা করাও কঠিন। শ্যামদুলাল কিছু চেপে যাচ্ছে না তো? সব খুলে বলছে না। শ্যামদুলাল নিজেই জড়িয়ে পড়েনি তো? নষ্ট মেয়েরা সম্পত্তির লোভে সব করতে পারে। মামার সম্পত্তি হস্তগত করা গেল, তারপর তথাগতর সম্পত্তি হস্তগত করার জন্য সত্যি যদি ফিরে আসে এবং স্ত্রীর অভিনয় করে মজিয়ে দেয়, তারপর সে তার নামে সব লিখিয়ে নেয়, এবং এসব নষ্ট মেয়েরা পারে না হেন কাজ নেই। এক সকালে খবরও আসতে পারে—তথাগত আর নেই।

ওর বুকটা কেঁপে উঠল।

রূপার একার বুদ্ধিতে এতটা হতে পারে না। পেছনে আরও কোনো ধূর্ত লোকের হাত থাকতে পারে। তথাগতর চরিত্র বুঝে ফেলেছে। দুর্বলতাও। দুর্বলতার উপর ভর করেই নষ্ট মেয়েটা যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে। অথচ সে যতবার গেছে, রূপা তাকে না খাইয়ে ছাড়েনি। দাদা দাদা বলে একেবারে নিজের বোনের মতো জোর খাটিয়েছে।

না, এবেলা যাবেন না।

না, আজ দুপুরে খেয়ে তবে যাবেন।

এবারে যখন আসবেন বউদিকে নিয়ে আসবেন। বউদি কেন আসে না। বউদিকে ফেলে কোথাও একা যেতে আপনার খারাপ লাগে না?

আশ্চর্য সেই মেয়েটাই কিনা এমন একটা অসহায় মানুষকে ফেলে গা ঢাকা দিয়ে আছে।

আসলে কি রূপা সব খবরই রাখে। তথাগত রোজ অফিসে যাচ্ছে কিনা, ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করছে কিনা, এবং রাতে ঘুমাচ্ছে কিনা, এমন সব খবর সে রাখতেই পারে। সনাতন বউদির সঙ্গে বেশ ভাব ছিল। সনাতন বউদিও কিছু বলছে না। একেবারে সবাই চুপ মেরে গেল, অন্তত আভাসে ইঙ্গিতে সনাতন বউদি তথাগতকে আশ্বস্ত করতে পারত। করেনি যে কে বলবে। তা না হলে বলতে পারে, ও ঠিক ফিরে আসবে। ও ঠিক ফোন করবে।

শ্যামদুলাল তখন ফোনে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে—কি বলছে কেন বলছে বুঝতে পারছে না। বান্ধবীর খোঁজ পেলে কি সীতাহরণ পালার যবনিকা টানা যাবে। যাই হোক শ্যামদুলালই বলল, ঠিক আছে ছাড়ছি। পরে কথা হবে।

পরে কথা হবে। পরে কথা হবার আর কি আছে! আর খোঁজারই বা কি দরকার! শ্যামল খুবই ক্ষেপে গেল।

কোনোরকমে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা তোলা গেলে ভাল হয়। বিবাহবিচ্ছেদের মামলার আইন-কানুন সে কিছুই জানে না। শুনেছে, দুবছর না একবছর দু-জনকেই আলাদা থাকতে হয়। বিচ্ছেদের মামলা সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। সবচেয়ে ভাল হতো, যদি রূপা মামলাটা তুলত। ওর পক্ষে খুবই সহজ হতো ডিভোর্স পাওয়া। তার পর শিউলি ফুলের জন্য সকালে যে জেগে যায়, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বোঝা যেতে পারত। পাত্র হিসাবে তথাগত লুফে নেবার মতো। তবে তার এই এক দোষ, বড্ড লাজুক, স্পর্শকাতর আর চাপা। হাসতে জানে না। কারো সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারে না। শোক-তাপ কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করে না।

তখনই ফোন ছেড়ে দিয়ে শ্যামল বলল, শোন বাঞ্ছারাম, আর একটা গল্প বলছি শোন। আজ না হয় থেকেই যা। তোর বউদিরও ইচ্ছে, তুই থেকে যাস। মেয়েদের কিছুই বোঝার উপায় থাকে না। তুই কত নিরুপায়, তুই কেন, আমরা সব স্বামীরাই

হাড়ে হাড়ে এটা টের পাই। গল্পটা শুনেই যা। গল্পটাও শোনা হবে, তোর বৌদিকেও খুশি করা যাবে।

বলেই শ্যামল লতিকার দিকে তাকাল। লতিকা শ্যামলের কথা আদৌ ভ্রূক্ষেপ করল না। যা খুশি বলুক এমন ভাব। পুরুষদেরও চিনতে বাকি নেই। কে কত সাধু লতিকা যেন ভালই জানে।. আসলে খোঁটা। তথাগত যে কোনো দিন আসতে পারে। তথাগতকে একটু চা-টা খাইয়ে বিদায় করে দিও। মাথার ঠিক নেই। কী করতে কী করে বসবে ঠিক কি! শ্যামল এমন না বললে লতিকা ঘাবড়াত না। এখন তিনিই বলছেন, মেয়েদের কিছুই বোঝার উপায় থাকে না।

লতিকাও বলল, থেকেই যান। কাল সকালে খাওয়াদাওয়া করে দুই বন্ধুতে একসঙ্গে অফিসে চলে যাবেন। তারপর উঠে যাবার সময় লতিকা বলল, গল্প শেষ হলে বসে যেও না। ফ্রিজ কিন্তু খালি। বাজারে যেতে হবে।

লক্ষ্মী তুমিই যাও। আমার আর বের হতে ইচ্ছে হচ্ছে না। নরম দেখে পাঁঠার মাংস কিনে এনো। বাঞ্ছারাম কচি পাঁঠার মাংস পছন্দ করে। কালীর দোকানে খুঁজলে মনে হয় পাবে।

দুই বন্ধুতে বের হলো সিগারেট কিনতে। রাস্তায় নেমেই শ্যামল বলল, দ্যাখ বেচারা তরুণ ব্রাউনিং যদি জানতেন প্রেমের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে নেই, তবে হয়তো 'পথ দেখতে পারেন' শুনতে হতো না। আর জানিস অজ্ঞাতে সবচেয়ে প্রিয়জনের সঙ্গেই আমরা সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার করি। আমরা টেরই পাই না কতটা সে খারাপ ব্যবহার, কতটা সে আঘাত পেতে পারে। প্রিয়জনকে আঘাত করে রক্ষা পেয়ে যাওয়া সহজ।

আমি তাকে কিছুই করিনি দাদা। বিশ্বাস কর। তাকে আমি আঘাত করতে পারি!

যাকগে। যেজন্য বলছিলাম—রূপার আশা তুই ছেড়ে দে। আর ও মেয়েটা তোর কাছে ফিরে এলে কি যে হবে বুঝতে পারছি

না। তুই তো জীবনের ভালমন্দ বুঝিস না। সে আসবে না। আসতে পারে না। তবে প্রেম তো থেমে থাকে না। কাউকে তোর ভাল লেগে যেতেই পারে। নিজের দোষে সেটা না আবার ডোবে তাই তোকে বলছি।

শোন বাঞ্ছারাম, প্রেমের যথার্থ কোনো সংজ্ঞা নাই- কার প্রেম কিভাবে দেখা দেয় কেউ বলতে পারে না। প্রেম খুব দীর্ঘায়ু হয় না। তাকে লালন করে যেতে হয়। আমি কি বলতে চাই বোঝার চেষ্টা করবি। তুই যদি তুখোড় প্রেমিক হতিস, রূপা যাকেই ভালবাসুক না কেন, তাকে তুই জয় করতে পারতিস। সে কিছুতেই তোকে ছেড়ে যেত না। তুখোড় কেন, তুই প্রেমের অ আ ক খ কিছুই বুঝিস না। তার সঙ্গে তুই খুবই ভাল আচরণ করেছিস— এটা ধরে নিয়েও বলতে পারি, তোর ভাল আচরণের কোনো দামই ছিল না তার কাছে। সে তোর কাছে অন্যরকমের আচরণ আশা করত।

ওকে তো কম তোষামোদ করিনি দাদা!

ভাল আচরণ মানেই যে সবসময় তোষামোদ করা কিংবা কথায় কর্মে মুখরিত করে রাখা তা কিন্তু নয়। হয়তো সামান্য হাসিই প্রেমের অধিক বস্তু। হয়তো অনেক বড় হয়ে প্রেমিকার কাছে তার অর্থ বহন করে নিয়ে যায়। বিশেষভাবে প্রিয়তম প্রিয়তমার কাছে। দু প্যাকেট সিগারেট দাওতো রফিক ভাই।

রফিক ভাই দু প্যাকেট সিগারেট দিলে, তথাগত বলল, আমি দিচ্ছি।

তুই দিবি কেন? আমার কি পকেট খালি!

প্যাকেট দুটো পকেটে ভরে বলল, রফিক চিনতে পারছ মক্কেলকে? আমাদের তথাগত। একসঙ্গে মাঠে ফুটবল খেলতাম! বণিকবাবুদের বাসায় ভাড়া থাকত।

রফিক বলল, মুখটা তাই খুব চেনাচেনা মনে হচ্ছিল। এখন কোথায় আছেন?

শ্যামলই বলল, টিটাগড়ে থাকে। আমরা একই অফিসে আছি। তারপর শ্যামল হাঁটা দিল—পিছু পিছু যাচ্ছে তথাগত। একটা সিগারেট ধরিয়ে চারপাশের বাড়িগুলো দেখল। শৈশব কৈশরের কত স্মৃতি এইসব বাড়ির দরজা জানালায় ভেসে আছে—ভাবতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল তথাগত।

এই পেছনে পড়ে থাকলি কেন! আয়।

তথাগত চারপাশ দেখছে। এই সেই মেহেদির বেড়া, বেড়া ডিঙিয়ে সে কতবার গেছে ঘুড়ি ধরতে। শ্যামল দাঁড়িয়ে গেল। কাছে এলে বলল, যা বলছিলাম—যিনি হাসলেন তাঁর কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হলো না, অথচ যার জন্য হাসলেন, সে অনেকটা আশ্বাস, ভালবাসা, মায়া-মমতা, স্নেহ, সাহস আর মাধুর্য লাভ করল। প্রেম করতে গিয়ে যাঁরা অকারণে হাসেন না, তাঁদের তো প্রিয়সঙ্গ সুখেরই হতে পারে না। চম্পাবতী যে ফুল তুলে নিয়ে যায়, তাকে ডেকে একবার কথা বলেছিস? হেসেছিস? মেয়েটার তোর প্রতি দুর্বলতা আছে টের পাস? তোর ঘোরের সময় সে যা করেছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না।

জানো চম্পাবতী সব ফুল তুলে নিয়ে যায়—একবার আমাকে বলে না, রণ্টুদা ফুল নিচ্ছি, কিছু মনে করছ না তো!

তুই বলতে পারিস না, এই ফুল তুলছ কেন?

আমার তো ফুলের দরকার হয় না। অকারণে ওর সঙ্গে কথা বলতে যাব কেন!

আচ্ছা ছেলে মাইরি তুই! ফুল নিলে কষ্ট হয়। তোর গাছের ফুল নিলে, অধিকার খর্ব হচ্ছে ভবেতেই পারিস। অকারণ হবে কেন? শোন প্রেমের যাবতীয় আচরণ অধিকাংশই যে অকারণ। অকারণ আচরণ প্রেমের সম্পদ। অকারণ হাসিও প্রিয়তমার কাছে মণিমুক্তোর মতো। জানিস সামান্য একটুকু হাসির জন্য রিচার্ড বার্টনের মতো অভিনেতাকেও কাত করে দিয়েছিল।

বলছ কি দাদা! বার্টন প্রেমে পড়ে গাড্ডু খেয়েছে!

হ্যাঁ খেয়েছে। বই পড়ে জেনেছি। বইটা পড়লে তোর উপকার হতো বাঞ্ছারাম।

ওরা বাড়ির কাছে এসে গেছে। দুটো কুকুর তাড়া করছিল একটা বেড়ালকে। তারা রাস্তা ছেড়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্যামল সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে ফেলে দেবার সময় বলল, পর্দায় যতই হাসুন, ব্যক্তি জীবনে বার্টন বেশ রাশভারি লোক। বার্টন রোজ একটু করে হাসতে পারলে, এত বড় ভরাডুবি হতো না।

বুঝলি বাঞ্ছারাম তখন বার্টনের অভিনেতা হিসবে প্রতিষ্ঠা হয়নি। গম্ভীর প্রকৃতির সৌম্যদর্শন সদ্য যুবক বার্টনের মনে একসময় প্রেম এল। নাম তার এমিলি, সদ্যযৌবনা এক কিশোরী। অসাধারণ দেখতে। বার্টন তাকে দেখে খুবই মুগ্ধ। কিন্তু বাহ্যিক প্রকাশ বড্ড কম।

বুঝলি বাঞ্ছারাম বার্টন অবশ্য তাকে দামি দামি উপহার দিতে ভুলতেন না। নিজে দুর্লভ বনবিড়াল শিকার করতে গেছেন। মুচিকে দিয়ে বিড়ালের চামড়ার জুতো বানিয়ে দিয়েছেন। জুতো নিয়ে সরাসরি হাজির হয়েছেন এমিলির বাড়িতে। জুতো ঠিকমতো পায়ে ফিট না করলে সারাদিন নিজে বসে মুচিকে দিয়ে এমিলির পায়ের উপযুক্ত জুতো বানিয়ে দিয়েছেন। বার্টনকে নিয়ে নৌকাভ্রমণ থেকে রেলভ্রমণ এবং কখনও পাহাড়ে অথবা নদীর চড়ায়—সর্বত্রই ঘুরে বেড়াতে গেছে এমিলি, কিন্তু বার্টন হেসে কথা বলেন না। এমিলি কত সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতে দেরি করেছে বার্টনের একটুকু হাসির জন্য। বার্টন সাড়া দেননি।

আচ্ছা দাদা তুমি সবই বলছ ঠিক, কিন্তু বার্টনের হাসি না পেলে হাসবে কি করে! নকল হাসি কি খুব ভাল?

প্রেমের ব্যাপারে নকল হাসির খুব দরকার। না হলে এমিলি সেই নাটকীয় ঘটনাটা ঘটাতে পারে? বার্টনকে বুঝিয়ে দিতে এমিলি একজন বেয়ারাকে ডাকলেন। বললেন, ভায়া তোমার

হাসির কত দাম !

বেয়ারা বলল, ওটা ফ্রি।

এমিলি হতবাক। বলল, হাসি ফ্রি দিলে ক্ষতি হয় না ?

বেয়ারা বলল, না হাসলেই ক্রেতা পালায়। তারা ভিড় করে হাসির মোহে। হাসির মতো সহজ অথচ সুন্দর উপহার আর কি আছে ম্যাডাম।

এমিলির পরের প্রশ্ন। হাসির সময় পাও কি করে ?

একগাল হেসে বেয়ারা লাজুক মুখে কি বলল বল তো ?

তথাগত ঘরে ঢুকে খাটে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। লাজুক মুখে বেয়ারা কি বলতে পারে সে ভেবে পাচ্ছে না।

কি পারলি না তো! সোজা বলল, হাসির কি আর সময় অসময় আছে !

কী বলতে চায় বেয়ারা ? অর্থটা ঠিকঠাক বুঝতে না পেরে এমিলিও জোরে হেসে উঠল। বার্টন ক্ষেপে বোম। তাঁকে পরিহাস করা হচ্ছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন টেবিল থেকে।

এমিলিও কম যান না। তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। গলার টাই ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন বার্টনকে। চিৎকার করে বললেন, বিদায় জানানোরও একটা ভাষা আছে। তাও দেখছি ভুলে বসে আছ। আমি আর সম্পর্ক রাখতে চাই না তোমার সঙ্গে। বিদায়।

আর তখনই লতিকা বলল, কী গল্প হচ্ছে !

আরে সেই গল্পগুলি শোনালাম। কাগজে পড়লে না! রিচার্ড বার্টন, ব্রাউনিং।

লতিকা বলল, গল্পগুলি সবার ক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে। সব মানুষ তো একরকমের না! ঠিক আছে বাজারে যাচ্ছি। তথাগত আমার সঙ্গে বাজারে যেতে আপত্তি আছে ? না থাকলে চলুন।

সাঁজ লেগে গেছে। রাস্তার আলো, ঘরের আলো জ্বলে উঠেছে সব। সামনে পার্ক। দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ হল বলে।

দরজা খুললেই কাজের মেয়েটা ঢুকে যাবে। কাজটাজ সেরে চলে যাবে

শোন মণি, পেঁয়াজ আদা রসুন বেটে রাখবি। দুটো গ্লাস ধুয়ে রাখ। তারা বাজারে বের হয়ে গেলেই বাবুর ফরমাসের বহর শুরু হবে।

তখন এক কথা মণির রাখছি। তবে রাতে মসলা বাটতে হয় না। এটা বাড়তি কাজ। দাদাবাবু পুষিয়ে দেয়। রানীটুনির সংসার—টাকা খাবে কে! সে সব কথায়, হ্যাঁ যাই দাদাবাবু, আর কি লাগবে।

শসা কেটে রাখ, আদা কুচিয়ে রাখ—এখন আর বলতে হয় না। সে সবই ডিসে ডিসে সাজিয়ে দেয়। আলুসেদ্ধ ডুমো ডুমো, সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো। চাকা চাকা পেঁয়াজ। আর কিছুক্ষণ বাদেই হাবুলবাবু আসবেন। দুজনই দাবা খেলায় মত্ত থাকেন। টিভি চলে—তবে তখন বাবু টিভি দেখেন না। ঐ কাঠের গুঁটিগুলির মধ্যে এত কি মজা আছে ললিতা বোঝে না। কাঁচা ছোলা আলাদা রাখতে হয়। কুট কুট করে দু'জনেই খায়। আর মাঝে মাঝে কিস্তি মাত বলে চিৎকার করে ওঠে। তার হাসি পায় শ্যামলের ছেলেমানুষী দেখে।

একটা সেণ্টার টেবিল, দু'পাশে দুটো চেয়ার। শ্যামল টেবিলের উপর থেকে মাসিক-পাক্ষিক কাগজগুলি তুলে দেয়ালের র‍্যাকে রেখে দিল। কাঠের বাক্সটা খুলে গুটি সাজাল। যতক্ষণ না হাবুলবাবু আসবেন একা একা খেলারও তার নেশা আছে। মণি এসেই ঠাণ্ডা জলের বোতল রেখে দেবে। একটা ডিসও রেখে দেবে। কিছু কাজুবাদাম আর কাঁচা ছোলা।

তথাগত কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। লতিকা বৌদির সঙ্গে বাজারে যেতে পারে, কিন্তু তার যে ইচ্ছেই হচ্ছে না বাজারে যেতে। যাওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতেও পারছে না। শ্যামলদা না বললে সে যায় কি করে! এই ভেবে একবার শ্যামলদার দিকে

তাকাল, একবার দরজার দিকে।

এমন ভীরু স্বভাবের বলেই শ্যামলের যত রাগ তথাগতের উপর। আরে ছোঁড়াটা কি! বুদ্ধিসুদ্ধি এত কম! লতিকার কথায় কোনো সাড়াই দিল না! চুপচাপ বসে আছে!

কি রে, তোর কি বাজারে যেতে আপত্তি আছে?

না তো।

তবে বসে থাকলি কেন, যা!

যেতে বলছ!

না, বসে থাকতে বলছি! ওঠ বলছি। যা বাজারে।

শ্যামদুলাল যদি ফোন করে?

করলে করবে।

আচ্ছা দাদা, শ্যামদুলালবাবু ফোনে যদি বলে, এখুনি তথাগতকে নিয়ে চলে আয়। রূপার খোঁজ পাওয়া গেছে। তখন তো আমি কাছে থাকব না। বাজারে থাকব। সঙ্গে সঙ্গে না গেলে রাগ করতে পারে।

শোন বাঞ্ছারাম, শ্যামদুলাল তোমার মত বউপাগল নয়। তোমার বউকে খোঁজার তার দায়ও নেই। ওর আরও অনেক কাজ আছে। তুই কি করে ভাবলি, শ্যামদুলাল তোর বউএর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে! কাগজের লোক, সব শুনে বলল, দেখছি কি করা যায়। পুলিশের উপরয়ালাদের সঙ্গে তার দহরম মহরম আছে। নানা লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা আছে। কাগজের রিপোর্টার বলে যে কোনো জায়গায় ঢুকতেও পারে। আটকায় না। তোর বেচারা মুখ দেখে নিজ থেকেই সুযোগ সুবিধে মতো খোঁজ-খবর করছে। খোঁজ পেলেই তোকে নিয়ে চলে যেতে বলবে, এমন ধারণা তোর হয় কি করে বুঝি না। তোর এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব বাঞ্ছারাম! যা ওঠ। বউ পালালে একটা মানুষ আস্ত বুদ্ধির ঢেঁকি হয়ে যায়, তোকে না দেখলে বুঝতেও পারতাম না।

লতিকা দরজায় উঁকি দিয়ে দেখল, তথাগত সোফায় বসেই

আছে।

কি হল? চলুন?

যাচ্ছি।

যাচ্ছি না। উঠুন বলছি।

নিমরাজি গোছের মুখ করে সে উঠে পড়ল। তার কেন যে মনে হচ্ছিল, যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। কারণ শ্যামদুলালবাবু রূপার ফ্ল্যাট খুঁজে পেয়েছে। সে একজন বুড়োমানুষকেও দেখেছে। সেখানে বুড়োমানুষ যখন আছে, তখন কুসুমও থাকতে পারে। কুসুম না থাকলে বুড়োমানুষ থাকতে পারে না। শ্যামদুলাল-বাবু একবার গিয়ে শুধু বুড়োমানুষটার খোঁজ পেয়েছে, এবারে গেলে বুড়োমানুষ এবং কুসুম দুজনকেই দেখতে পাবে। স্বপ্নের কুসুম যে রূপা ছাড়া কেউ না, তাও সে টের পেয়েছে।

সে ওঠার সময় বলল, তা হলে যাই দাদা?

যাও। বউদির সঙ্গে দয়া করে বাজারটি সেরে এস। তোমার তাতে ক্ষতি হবে না। আমি বসে যাব। হাবুলবাবু আসবেন। দাবা নিয়ে বসব। পাশে বসে থাকলে গুটির চাল দেখে বুঝতে পারবি, কি ভাবে কাকে উৎখাত করা যায়। খেলাটা শিখতে পারলে মানুষের নিঃসঙ্গতা থাকে না রাঞ্জারাম। এটা বোঝার চেষ্টা কর। আখেরে উপকার পাবি।

লতিকা বৌদি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

সে কাছে গেলে দারুণ পারফিউমের গন্ধ পেল শরীরে। এই গন্ধটা যেন কতকাল তার হারিয়ে গেছে। গন্ধটা এমন এক আশ্চর্য পৃথিবীর খবর বয়ে আনে, যার সুবাদে যে কোনো নারীর অস্তিত্ব বুকের মধ্যে টের পায়। চম্পাবতীও থাকে তার মধ্যে। এখন তো সে স্বপ্ন দেখে না। সকালে জানালা খুলে চম্পাবতীর শিউলি ফুল তোলা দেখে। সাঁজি ভরে গেলেও বসে থাকে কেন গাছের নিচে চম্পাবতী সে বুঝতে পারত না। জানালায় এসে তাকে ডেকেও তোলে কোনোদিন।

এই রণ্টুদা, ওঠো। আর কত ঘুমাবে।

তার কেন যে মনে হল, কতকাল থেকে চম্পাবতীরা তার জানালায় উঁকি দিচ্ছে, ডাকছে, অথচ সে কিছুই দেখতে পায়নি, শুনতে পায়নি। চম্পাবতী ফুলও চুরি করে না। তার মনে হয়েছে তবু চম্পাবতী ফুল চুরি করতে আসে রোজ সকালে। কাজের লোক অমর না বললে জানতেও পারত না, চম্পাবতী ফুল চুরি করে নিয়ে যায় সকালে। সেই থেকেই তার মনে চম্পাবতীকে নিয়ে ফুল চুরির সংশয়।

চম্পাবতী ফুল চুরি করবে কার জন্য।

দেবতার জন্য, না হয় মালা গাঁথার জন্য।

এমনও তো হতে পারে, চম্পাবতী এটাকে চুরি ভাবেই না। সে ফুল তুলে নিয়ে যায়। ফুল গাছের নিচে ঝরে থাকে, পড়ে থাকে কেউ তাকে তুলে নেবে বলে। ফুলের ইচ্ছেকে সে সম্মান দেয়। ফুল পড়ে থাকলে, শুকিয়ে যায়, পচে যায়, সে বোঝে। বোঝে বলেই ফুল তুলে নিয়ে যায় সযত্নে। ফুলের সৌন্দর্য না হলে যে থাকে না। চম্পাবতী ফুল তুলে নেয় বলেই তো ফুলের এই সৌন্দর্য। ভাবলেই তার মনে হয়, চম্পাবতী শুধু ফুলকেই ভালবাসে না, গাছটাকেও ভালবাসে।

গাছের পাশে জানালায় যে শুয়ে থাকে তাকেও ভালবাসে। সকালে বোধ হয় একবার গাছটার নিচে এসে বসে না থাকলেও চম্পাবতীর ভাল লাগে না। সে তো কবে থেকে তার বাড়ি এবং গাছের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে।

নাহলে সুযোগ পেলেই চম্পাবতী তার বাড়ি চলে আসবে কেন!

সে কখন ভাবেও না, এটা রণ্টুদাদের ফুলের গাছ। রন্টুদার বউ পালিয়েছে।

সে তো জানে, রণ্টুদা তাদের নিজের মানুষ। সনাতন বৌদি নাহলে মেয়েকে এত রাতে পাঠিয়ে দিতে পারত—কি খাচ্ছে কি করছে কে জানে, যা দেখে আয়।

রণ্টুদা। দরজা খোলো।

কে ?

আমি চম্পাবতী।

ও চাঁপা, তুমি !

হাতে বড় টিফিনক্যারিয়ার নিয়ে চম্পা দরজায় দাঁড়িয়ে। অমর জানেই না, চম্পা কত যত্ন নিয়ে একসময় তাকে খাওয়াতো।

আমার খেতে ইচ্ছে করছে না চম্পা।

ইচ্ছে করবে। খাও। আমি বসে আছি। তোমার কোনো ভয় নেই। খাও। বৌদির খোঁজ ঠিক একদিন পাবে।

আমাকে খেতে বলছ ?

চম্পাবতী অবাক চোখে তাকাতো। টলটল করত চোখ দুটো —সে সেখানে সমুদ্র দেখতে পেত। নীল জল, জলরাশি, অসংখ্য ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ঢেউ পাড়ে এসে ভেঙে যায়। পাড়ে এসে বাধা পায়। গর্জে ওঠে ঢেউ।

সেই ঢেউ সে একমাত্র চম্পাবতীর চোখেই যেন দেখেছে।

আরে বসে থাকলে কেন ? খাও। চম্মাবতীর কপট রাগ চোখে।

হাতটা ধুয়ে আসি।

হাত ধুয়েছ। সব এত ভুলে যাও কেন বল তো !

সব কটা ভাত মাখি। একসঙ্গে সাপ্টে খেয়ে নেই। দেরি হলে ফিরতে রাত হবে তোমার।

হোক। নাও সুকতোনি। মাখ।

বা সজনে ডাঁটা, বেশ তো। সজনে ডাঁটা আমার খুব পছন্দ। তোমার খাওয়া হয়ে গেছে ? সনাতনদার ?

না, খাওয়া হয়নি। আমি গেলে একসঙ্গে খাব।

রেখে যাও না। কাল সকালে টিফিনক্যারিয়ার দিয়ে আসব। দাদা বসে আছেন, তুমি গেলে খাবেন। বলেই সে তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে বিষম খেলেই চম্পাবতী খেপে যেত।

কে বলেছে, হাভাতের মতো গিলতে। আস্তে খাও। জল খাও। জল খাও না। কি কাশছে দ্যাখ! না, আর পারি না। চম্পাবতী তার মাথায় ফুঁ দিত। নাকে, শ্বাসনালিতে খাবার ঢুকে গেলে বড় কষ্ট। তার চোখ জবাফুলের মতো হয়ে যাচ্ছে—খক খক করে কাশছে। জল খেয়ে গলা খাঁকারি দিচ্ছে—চম্পাবতী পড়ে গেছে মহাফাঁপড়ে। পাগলের মতো তার মাথায় ফুঁ দিচ্ছে। সে স্বাভাবিক হয়ে গেলে চম্পাবতী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। তার পাশে বসে বলত, রন্টুদা আমি তো আছি, এত তাড়াতাড়ি করার কি আছে। আস্তে আস্তে খাও।

আমি তো আছি কথাটা শুনলেই সে তার সাহস ফিরে পেত। তারপর সে বেশ আয়াস করে আরাম করে খেত। বাটি সাজিয়ে ডাল, ফুলকপির ডালনা, জিরেবাটা দিয়ে হালকা মাছের ঝোল, চাটনি—কত কি। বেগুনভাজা সে খুব পছন্দ করে বলে রোজ, বেগুন ভাজা পাতে সাজিয়ে দিত চম্পাবতী।

সকালে অফিস বের হবার সময় চম্পাবতী হাজির।

চাবিটা দাও।

কি করবে?

দরকার আছে। দাও তো! অত কৈফিয়ত দিতে পারব না। কলেজের সময় হয়ে গেছে। মেলা কাজ বাকি।

চম্পাবতী চাইলে সে না দিয়ে পারে, এমন কিছু আছে বলে জানে না। খালি বাড়িতে চম্পাবতী একা থাকতে হয়তো বেশি পছন্দ করে। সে চাবিটা দেবার সময় অস্বস্তি বোধ করে। রূপা ফিরে এসে চম্পাবতীকে দেখলে রাগ করতে পারে।

কি করবে চাবি দিয়ে!

সব তোমার চুরি করে নিয়ে যাব।

তুমি চুরি করতে পার না। মেয়েরা জান তো কখনও খারাপ কাজ করে না।

খুব করে। তারপরই চম্পাবতী প্রায় জোর করেই যেন ছিনিয়ে

নিত চাবিটা। বলত, বৌদি চলে গেল বলে সব কিছু তোমার তছনছ করে দেব না। বাড়িটা তোমার আস্তই থাকবে। খেয়ে ফেলব না। মা বলল, তাই নিতে এলাম। ঘরদোরের যা ছিরি করে রেখেছ--দেখা যায় না। এভাবে মানুষ বাঁচে না রণ্টুদা। বৌদি চলে যাওয়ায় তুমি খুবই জলে পড়ে গেছ। মা ঠিকই বলে, রন্টুটা মানুষ না। অপদেবতা। একটা মেয়ে চলে গেল বলে চোখে অন্ধকার দেখছে। দাড়ি কামাচ্ছে না। চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে। আরে খুঁজে দেখবি না। খোঁজারই বা কি আছে। যে পালায় সে কি ফিরে আসে! তার জন্য তুই পাগল হয়ে যাবি!

চম্পাবতীর গায়ে ফ্রক। লতাপাতা আঁকা ফ্রক। পায়ে জরির চটি। পাতলা শাল গায়ে। উঁচু করে খোঁপা বাঁধা। কি সুন্দর চোখ মুখ! হাসলে গালে টোল পড়ে! গজদাঁত আছে বলে ঠোঁটের দিকটা আরও সুন্দর। মেয়েদের গজদাঁত থাকলে বড় লক্ষ্মীশ্রী থাকে মুখে। চম্পাবতী চাবিটা নিয়ে শিউলি গাছটার নিচ দিয়ে চলে যাবার সময় তাকে একবার মুখ ফিরিয়ে কেন যে দেখত! তার তখন কেন যে মনে হত রূপা হলেও চলে. চম্পাবতী হলেও চলে! ঘরে কোনো নারী না থাকলে সব কত অর্থহীন।

চম্পাবতী তার বাড়িটাকেও নিজের বাড়ি মনে করত। নিজের মতো ঘরদোর সাফ করে যেখানকার যা সাজিয়ে রাখত। সোফার ঢাকনা ধুয়ে ইস্তিরি করে রাখত। ঢাকনা পালটাত। তার জামাকাপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করে রাখত। সে ফিরে এলেও বাড়ি যেত না।

এই নাও, চা!

এই নাও চাউমিন।

এই নাও, পাজামা পাঞ্জাবি।

সে বাড়ি ফিরেই সোফায় শরীর এলিয়ে দিত। এটাচি পড়ে থাকত পায়ের কাছে। সে ঘরে ফিরে এসেছে ঠিক—যেন অভ্যাসের বশে ঘরে ফেরা, অভ্যাসের বশে সোফায় বসে থাকা।

চাঁপা, কোনো ফোন এসেছিল ?

না তো। কে ফোন করবে। কার ফোন করার কথা ছিল।

কার যে করার কথা ছিল মনে করতে পারছি না। তোমার বৌদি যদি করে। আর কে করবে! শ্যামলদা করতে পারে।

না, ফোন টোন আসেনি

দরজা দিয়ে বের হবার সময় চম্পাবতী বলত, ভাবছি তোমাকে একটা ফোন করব রন্টুদা। ফোনের জন্য যখন এত অপেক্ষা, আমিই না হয় করব। ফোন খুব সুদূরের কথা বলে, না রন্টুদা! ফোন ধরবে তো ?

তুমি এমনি এমনি ফোন করবে!

কে বলল তোমাকে, এমনি এমনি ফোন করব। আমার বুঝি কোনো কথা থাকতে পারে না তোমার সঙ্গে।

তোমার সঙ্গে রোজই দেখা হয়। ফোন নাই করলে।

দেখা হলে বুঝি ফোনে কথা বলা যায় না। আমি ঠিক ফোন করব। দেখা হলেও, না হলেও।

মেয়েটা কি বোকা! সত্যি ফোন করল।

কোত্থেকে করছ ?

বাড়ি থেকে। আমি যতক্ষণ কথা বলব, ততক্ষণ—সারাদিনও হতে পারে। ফোন কিন্তু ছাড়বে না। আমার যখন যা মনে হবে তোমাকে বলব। ছাড়বে না। দিব্যি থাকল আমার।

আজ বুঝি আসতে পারবে না! ঠিক আছে। রাতে কোথাও খেয়ে নেব।

রণ্টুদা, তোমার আসতে পারব না বের করছি। এক্ষুনি যাচ্ছি। বাইরে খাওয়া বের করছি। বললাম ফোন ধরে রাখতে, আর উনি রাতে বাইরে খেতে বের হবেন!

আসলে চম্পাবতী বোঝে, রাতে সে বাইরে গিয়ে খাবে দূরে থাক, বাড়ি থেকেই বের হবে না। এক বেলা না খেলে মহাভারত অশুদ্ধও হয় না। বরং সে বাথরুমে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

দেয়ালে রূপার দু-চারটে কপালের টিপ এখনও আছে। যত দিন যাচ্ছিল টিপগুলো তার প্রিয় হয়ে উঠছিল। রূপা না থাক, তার কপালের টিপ বাথরুমের দেয়ালে এখনও আছে। কোনোটা খয়েরি কোনোটা সবুজ রঙের। সবুজ রঙের টিপই রূপা বেশি পরত। ওর চুলের টাসেলও বাথরুমের হ্যাঙারে ঝুলছে। আজ পর্যন্ত সে তাও ধরেনি। যেমন বাঁধা ছিল তেমনি আছে।

রূপার কপালের টিপ, চুলের টাসেল সবই তার এত প্রিয় হয়ে গেছে, বাথরুমে ঢুকলে বেরই হতে ইচ্ছে হয় না। রূপা তার কাছেই আছে। দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে কপালে সবুজ টিপ পরে। মাথার চুলের টাসেল থেকে গন্ধতেলের সুবাস। সে আস্তে বড় আস্তে মুখ টাসেলের কাছে যখন নিয়ে যায়—ভয় হয়, এই বুঝি টাসেলে আর সেই চুলের গন্ধটা নেই। নারীর চুলের গন্ধ টাসেলে লেগে থাকে, সে ছাড়া এমন একটা খবরও বোধ হয় কারও জানা নেই।

চম্পাবতীর কি হয়েছিল কে জানে। একদিন একটু বেশি রাত করেই এল। সে বিছানায় শুয়েছিল চোখ বুজে। তার তো চোখে ঘুম নেই। ঘুম নেই বললে ঠিক বলা হবে না—ভোর-রাতের দিকে নিশ্চয় সে ঘুমায়। না ঘুমালে স্বপ্নও দেখা যায় না। স্বপ্ন দেখে বলেই সে ধরে নেয় শেষ রাতের দিকে তার চোখ লেগে আসে।

তখনই দরজায় খুট খুট আওয়াজ। চম্পাবতী এল। এত রাত! চম্পাবতী হয়তো ভুলেই গেছে, তাকে খাইয়ে না গেলে সে অভুক্ত থাকবে। চম্পাবতীরও আর দোষ নেই। কাহাতক আর সামলানো যায়। সে ধরেই নিয়েছিল, আজ চম্পাবতী আর আসছে না। সেই চম্পাবতী এল এত রাতে!

তখনই লতিকা বৌদি বলল, কি হল, আসুন! এত কি ভাবছেন! রাতে পাঁঠার মাংস ভাত—খারাপ লাগবে না।

এভাবে সে বিচিত্র এক পৃথিবীর মানুষ হয়ে যাচ্ছিল। বাবা

মার কথা আর মনে পড়ে না। শৈশব তার মনে পড়ে না। বন্ধুদের কথা ভুলে গেল। সে বুঝল খুবই সে একা।

এমনকি একদিন দেখল কাজের মেয়েটাও আর আসছে না। সে তো কাউকে কিছু বলে না। কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করে না। নিজেই চা বানিয়ে খায়। ঘুম থেকে উঠতে বেলা হয়ে যায়। রাতের খাবার হোটেলে খেয়ে নেয়। ভালবাসা না থাকলে ছন্নছাড়া জীবন এও সে বোঝে।

এবং এভাবে একদিন পৃথিবীর ক্লান্ত মানুষটি রাতে বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়ল। কিছু খেল না। খাওয়ার কথা মনেও থাকল না।

আর হঠাৎ মনে হল দরজায় কেউ টোকা মারছে।

সে ধরফর করে বিছানা থেকে উঠে বসল।

কখন সকাল হয়ে গেছে টের পায়নি। দরজার দিকে ছুটে গেল, কে এল এত সকালে ?

দেখল সনাতনদার কিশোরী মেয়ে চম্পাবতী দরজায় দাঁড়িয়ে।

রণ্টুদা সব ফুল উড়ে এসে ঝরে পড়েছে তোমার বারান্দায়। এত বেলা কেউ ঘুমায় ?

জানালার পাশে তার প্রিয় শিউলি গাছ। হাওয়া থাকলে বারান্দায় সব ফুল এসে উড়ে পড়তেই পারে। ফুলের খোঁজে এসেছে তবে চম্পাবতী।

চম্পাবতীর গায়ে ফ্রক। হাতে ফুলের সাজি।

সে চম্পাবতীকে তার বারন্দায় ঢুকতে দিল।

চম্পাবতী হাঁটুতে ফ্রক টেনে বসে গেল ফুল তুলতে। ফুল তুলছে। সে দেখল চার পাশের পৃথিবী তাজা এবং ফের ভুবন-মোহিনী। আনন্দে সেও চম্পাবতীর পাশে বসে গেল। সাজিতে ফুল তুলে দিল। চম্পাবতী দারুণ খুশি। সেও কেন যে খুশি হয়ে উঠল বুঝল না। বলল, সকালে এসে ডাকবে। দরজা খুলে দেব। তুমি ফুল তুলবে, আমিও ফুল তুলব। আমাকে ভয়

পাওয়ার কিছু নেই!

সে ভাবল, ফুলতো কোনও পাপের কথা জানে না। কিন্তু চম্পাবতী মানে চাঁপা শেষে এত বড় হয়ে গেল! ফুল কি পাপের কথাই বলে। রাতের বেলা খুট খুট আওয়াজ। যেন আকাশ বাতাস ঘিরে চম্পাবতী হাঁকছে—দরজা খোলো। দরজা খোলো।

দরজা খুলে দিলে সে অবাক। চম্পাবতী শাড়ি পরে এসেছে। শাড়ি পরলে মেয়েরা বড় হয়ে যায় সে বোঝে। শাড়ি পরায় চম্পাবতী যেন আর বালিকা নেই। চম্পাবতী শাড়ি পরায় সেও খুব খুশি। রুপা শালোয়ার কামিজ পরত না। এমন কি বাড়িতেও না। ম্যাকসিও না। রুপা শাড়ি ছাড়া কিছুই পরত না। শাড়ি না পরলে মেয়েদের মধ্যে কোনো নারীর গাম্ভীর্যই সৃষ্টি হয় না। চম্পাবতী শাড়ি পরে তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, রণ্টুদা আমি আর ছোট নেই। বড় হয়ে গেছি। তুমি আমাকে আর বালিকা ভেব না।

দরজায় সে দাঁড়িয়েই ছিল। চম্পাবতীকে ঢুকতে দেওয়া উচিত তাও যেন মনে নেই।

এই কিরে বাবা, হাবার মতো দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকলে। সর। ঢুকব কি করে!

দরজা থেকে সে সরে দাঁড়ালে দেখল, চম্পাবতী কপালে সবুজ টিপ। বাথরুম থেকে কি চুরি করে নিয়ে গেছে! সে দরজা খোলা রেখেই, সবুজ টিপের খোঁজে বাথরুমের দিকে হাঁটা দিলে চম্পা আর না বলে পারে নি—দরজা বন্ধ করে দাও।

তুমিতো ফিরে যাবে। দরজা খোলাই থাক চাঁপা।

না যাব না। দরজা তুমি বন্ধ না কর, আমি করছি।

তুমি আজ থাকবে আমার কাছে!

থাকি না! রোজ রোজ তো ফিরে যাই।

সে একেবারে জলে পড়ে গেল।

না চাঁপা, সনাতনদা রাগ করবে।

রাগ করুক।

চাঁপা ছেলেমানুষী কর না। এটা খুব খারাপ। খারাপ কাজ করলে মেয়েরা সুন্দর থাকে না।

সুন্দর থাকতে চাই না। হলতো। এস। দরজা বন্ধ কর। বাবা মা রাণাঘাটে গেছে। ট্রেনের কি গোলমাল। বাবা মা কেউ ফিরতে পারছে না। ফোন করে জানাল। একা বাড়িতে থাকতে ভয় করছে।

ট্রেনের গোলমাল কেন?

আমি কি করে জানব! এস আজ দু'জনে একসঙ্গে খাব।

এত রাতে আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না চাঁপা।

আমি খাইনি জানো? একসঙ্গে খাব বলে সব নিয়ে এসেছি। বাবা মা না ফিরলে চিন্তা হয় না বল! ঘর বার করছি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। একবার ভাবলাম, যাই তোমাকে খবরটা দিই। তারপর ভাবলাম, তোমাকে খবর দিয়েই কি লাভ। তুমিতো নিজের খবরই রাখ না। তারপর ফোনটা পেতেই মনটা হালকা হয়ে গেল। জানো মা আমাকে বকাবকি করেছে।

কি দোষ করলে!

তোমার খাবার দেওয়া হয়নি, এত রাত হয়ে গেল—রণ্টু না খেয়ে আছে। মা বাবার দু'জনেরই মাথা গরম।

ওরা বুঝবে না, না ফিরলে কত চিন্তা হয়! তখন কে খেল না খেল মনে থাকে! সনাতনদার এই একটা দোষ বুঝলে চাঁপা। আমাকে নিয়ে বড্ড ভাবেন। কি যে দরকার ছিল দিদিদের ফোন করার। আমার কিছুই হয়নি, তবু দুশ্চিন্তা তার। অষ্টপ্রহর চোখে চোখে রাখা—অফিসে ঠিক সময় যাচ্ছি কি না, ফিরছি কি না, ঘরে বসে বসে কি করছি শেষে তোমাকে ভিড়িয়ে দিল। এটা কি ঠিক কাজ বল! তোমার সুবিধে অসুবিধে বুঝবে না।

চম্পাবতী কিছু যেন শুনছিলই না। তার এত অভিযোগের যেন কোনো গুরুত্বই নেই। চম্পাবতী তার মতো কাজ করে

যাচ্ছিল। চিনেমাটির প্লেট ধুয়ে সাদা ন্যাপকিনে মুছে টেবিল সাজাচ্ছিল। জল, জলের গ্লাস, নুনের জার, সাজিয়ে রাখছে সব। তার ডাইনিং প্লেসে আলো জ্বলছিল বেশ জোর। সব কটা আলোই জ্বালিয়ে দিয়েছে। ফুলদানিতে সে ফুলের ডালও গুঁজে দিয়েছে। জানালা দিয়ে হাত বাড়ালেই শিউলি ফুলের ডাল। ডাল ফুল পাতা সহ সাদা চাদরের উপর মিনা করা পিতলের ফুলদানিটি বসিয়ে দিতে, ঘরের চেহারা একেবারে পাল্টে গেল। ঠিক রূপার মতো সৌন্দর্যবোধ আছে মেয়েটার। তার খিদেও পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

চম্পাবতীর চুল উড়ছিল পাখার হাওয়ায়। কী তরতাজা যুবতী দেখাচ্ছে চম্পাবতীকে। নাকের নিচে সামান্য ঘামও জমেছে। সে শুধু দেখছিল। এমন সুন্দর একটা পৃথিবীরই স্বপ্ন দেখেছে সে সারাজীবন। শুধু একটা খুঁত চোখে পড়েছে চম্পাবতীর।

এত রাতে ফুল পাতা সহ গাছের ডাল ভেঙ্গে ঠিক কাজ করেনি চম্পাবতী। অকারণ গাছের ডাল পাতা ভাঙতে নেই। রাতে ভাঙলে আরও খারাপ। তখন তো গাছেরা ঘুমায়। জেগে থাকলে তাও না হয় কথা ছিল, ঘুমিয়ে থাকলে চুরি করে ডালপাতা ভাঙলে গাছত রাগ করবেই।

কি হল খেতে বোসো।

ডাল ভাঙলে কেন ?

কিসের ডাল !

আরে শিউলি গাছটাতো আমাদের কোনো ক্ষতি করে নি—তুমি তার ক্ষতি করলে কেন! জানো এতে ভাল হয় না। জানো একবার রাতে দেবদারু গাছের ডাল কেটেছিলাম বলে, মার কি ক্ষোভ। রাত করে গাছের ডাল কাটতে গেলে! এতে নাকি অমঙ্গল হয় মানুষের।

হোক। তুমি খাবে কি না বল!

আমিতো বলছি খাব। খাব না বলিনি তো।

আর বক বক ভাল লাগছে না। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ব। কত রাত—এগারোটা বেজে গেল।

ইস আমার মনেই নেই। ঠিক আছে আমি তোমাকে পেঁছে দিয়ে আসব।

চম্পাবতী শুধু বলেছিল, আর একটা মাছ নাও।

আমাদের তাড়াতাড়ি খাওয়া দরকার চম্পাবতী।

আর একটু পায়েশ নাও।

বাসনগুলো আমি ধুয়ে রাখব। চল তোমাকে দিয়ে আসি।

চম্পাবতী এত একগুঁয়ে, কোনো কথাই গ্রাহ্য করছে না। নিজের মতো কাজ করে যাচ্ছে। সব এঁটো বাসন বেসিনে রেখে দিল। কল খুলে কিছু সাবানের গুঁড়ো মিশিয়ে দিল। দু-হাত এঁটো বলে, হাতের পিঠ দিয়ে কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিচ্ছে।

মেয়েরা কাজে মগ্ন থাকলে কি দারুন হয়ে যায় চাঁপাকে না দেখলে বিশবাস করা কঠিন। ন্যাপকিন দিয়ে চিনেমাটির বাসনের জল মুছে সাজিয়ে রাখছে কাচের আলমারির ভিতর। রান্নাঘরে জল ঢেলে ঝাট দিচ্ছে। এটোকাঁটা তুলে একটা বাটিতে রেখে দিল। প্লেট দিয়ে ঢেকে রাখার আগে জল ঢেলে দিল। বিড়ালের উপদ্রব আছে। জানালা বন্ধ করে বাথরুমে ঢুকে গেল।

সে বসেই ছিল।

সে সিগারেট খাচ্ছে পায়ের উপর পা তুলে।

বাড়িটা তার না চাঁপার বুঝতে পারছিল না।

ঘড়ি দেখল।

বারোটা বাজে।

এই চাঁপা। চল, আর কত দেরি করবে।

কোথায় ?

কেন তোমাদের বাসায়।

না বাবা, ও পারব না। একা থাকতে পারব না। ঘুমই হবে না।

এখানে থাকলে খারাপ দেখাবে না! দাদা কিছু ভাবতে পারেন।

তোমাকে নিয়ে কেউ কিছু ভাবে না। তুমি থাকলেও যা, না থাকলেও তা। তুমিতো গাছের মতো।

রন্টু কথাটা শুনে ঢোক গিলল। মানুষ কখনও গাছের মতো হয়। তার ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে না! সে যদি কিছু করে বসে। তাঁর তো ইচ্ছে হচ্ছে চাঁপাকে ছুঁয়ে দেখতে।

একটা কথা বলব চাঁপা?

বল।

চাঁপা আয়নার সামনে। প্রসাধনে ব্যস্ত! বড় করে খোঁপা ঘাড়ের কাছে। চুল কপালের কাছে কিছু উড়ছে। চাঁপা তার বউদির শাড়ি শায়া ব্লাউজ বের করে গায়ের রঙের সঙ্গে কোনটা মানায় দেখছে। বাড়ির চাবি যার কাছে থাকে সে তো জানতেই পারে কোথায় কি আছে। লকার খুলেও সে দেখেছে। রুপার কোনো গয়নাই পড়ে নেই। যাবার সময় সব নিয়ে গেছে। কিছু শাড়ি সায়া ব্লাউজ ছাড়া কিছুই রেখে যায়নি।

পরিত্যক্ত শায়া শাড়ি মনে করতেই পারে চাঁপা। অপছন্দের সবই রেখে গেছে। পছন্দের সব কিছু নিয়ে গেছে। অপছন্দের সায়া শাড়ি চাঁপা যদি পরে রুপা বুঝতেও পারবে না, তার সায়া শাড়ি কেউ পরেছে।

তারপর কেন যে মনে হয়েছিল, রুপা চুপি চুপি কোথাও লুকিয়ে নেইত! কেন যে এমন মনে হয় সে বোঝে না। ছ'মাসের উপর যে নিখোঁজ সে চুপি চুপি কতটা কোথায় থাকতে পারে। এত রাতে রুপা যদি দরজায় এসে খট খট করে—নিখোঁজ হওয়ার মতো তার আবির্ভাবও কোনো আকস্মিক ঘটনা যদি হয়ে যায়—তখন

সে কি কৈফিয়ত দেবে রূপাকে।

চোখ লাল করে বলতেই পারে এত রাতে চাঁপা তোমার বাসায় কি করছে!

এত সব ধন্দ থেকেই তার যত অস্বস্তি। চাঁপা তাকে আদৌ গ্রাহ্যও করছে না। চাঁপার এত সাহস হয় কি করে! জানাজানি হলে কেলেঙ্কারীর এক শেষ। রূপা নেই, চাঁপাকে নিয়ে বেলেল্লাপনা—

সে ফের বলল, তুমি খুব সুন্দর। তুমি তো ভাল মেয়ে। ভাল মেয়েরা গুরুজনের অবাধ্য হয় না। রাতে একা থাকতে ভয় কি! অসুবিধা হলে বুনিকে না হয় বলি। বুনিতো তোমার বন্ধু। একই সঙ্গে কত জায়গায় বেড়াতে যাও। ঘরে বসে ক্যারাম খেল, ওকে বললে হয় না!

এত রাতে কাউকে আমি ডাকতে পারব না।

তুমি না পার, আমি যাচ্ছি। বুনির বাবাকে বললেই হবে। একটাতো রাত, দুজনে বেশ পাশাপাশি শুয়ে থাকবে। পুবের জানালা তোমার খুলে দিলে জ্যোৎস্না ঢুকবে। ও কি মজা, দুই বন্ধু আর জ্যোৎস্না। রাতে জানো পাখিরা ঘুমায় বন্ধু পাখির সঙ্গে। একই ডালে জোড়ায় জোড়ায়। রাতের জ্যোৎস্না কত মনোরম বল। তোমরা বড় হয়ে গেছ রাত তার সাক্ষী থাকুক না।

কি যে আবোল তাবোল বকছ বুঝি না।

চাঁপা বিছানার চাদর পাল্টে দিচ্ছে। বালিশ, পাশ বালিশ এনে সে ফেলছে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় প্রতিবিম্ব ভাসছে। একেবারে সব কিছু রূপার মতো। কাচের গ্লাসে জল রেখেছে। পাশাপাশি দুটো বালিশ। মাঝখানে পাশবালিশ। চাঁপা করছেটা কি! তাই বলে এক বিছানায়, হয়!

সে আর পারল না। উঠে গেল। তার জল তেষ্টা পাচ্ছে। সে জলের গ্লাসটা হাতে নিতেই ছোঁ মেরে গ্লাসটা সরিয়ে নিল

চাঁপা।

জল খাবে, বললেই হয়।

দৌড়ে গিয়ে সে জলের জগ নিয়ে এল, গ্লাস নিয়ে এল।

নাও ধরো। এত যার তেষ্টা সে গাছ হয়ে থাকে কি করে বুঝি না বাপু। নাও এবারে শুয়ে পড়, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

কারুকাজ করা কাচের গ্লাস টিপয়ে। কারুকাজ করা ঢাকনা দিয়ে ঢাকা কাচের গ্লাস। বিশাল সাদা ধব ধবে বিছানা। চাঁপাফুলের মহিমা নিয়ে একটা মেয়ে বড় হবার সুখে তার সঙ্গে শুতে চায়। চাঁপা সারারাত তার পাশে শুয়ে থাকতে সাহস পায় কি করে! সে তো জানে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলে ফুলের আর বাহার কি থাকে! সে এই আতঙ্কেই শুতে চায় না।

কি হল! দাঁড়িয়ে থাকলে কেন। আমি বাবা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ছি। তোমার যা খুশি কর। কিচ্ছু বলব না।

চাঁপা সুইচ অফ করে দিল ঠিক, তবে নীলাভ মৃদু আলোটি জেবলে রাখল।

চাঁপা খাটের উপর হামাগুড়ি দিয়ে উঠে গেল। এদিকটায় সে শোবে না বোঝাই যায়। এদিকটায় তাকে জায়গা করে দিয়েছে। মাথার কাছে টিপয়, টিপয়ে জলের গ্লাস। রূপাও রোজ তাই করত। আর সকাল হলে দেখেছে, তিক্ত এবং হতাশা মুখে জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে গেছে রূপা। এক সকালে কি হল কে জানে, গ্লাসটা ছুঁড়েই মারল জানালায়। তার যে কি তখন অবস্থা! সে কিছুটা বালকের মতো ছুটে গিয়ে অপরাধী গলায় বলেছিল, আমিতো তোমার কোনো ক্ষতি করি নি রূপা। আমি তো আলগা হয়ে শুয়েছি। শরীরে তোমার যদি হাত লেগে থাকে তবে তা ঘুমের ঘোরে। আমি তো বেশি হলে তোমর পাশে বসে থাকি। তুমি ঘুমিয়ে আছ। কী সুন্দর হাত পা। জানুদেশ দেখতে দেখতে কেন যে মুগ্ধ হয়ে যাই। শাড়ি সায়া উঠে থাকে। আলতো করে ছুঁয়ে দেখি–তুমি জেগে গেলে,

আমাকে আবার না অসভ্য ভাবো। কোনো অসভ্যতাই আমি করিনি। করলেও ইচ্ছাকৃত নয়। ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে যদি ধরেই থাকি, আমার সত্যি অনুশোচন হচ্ছে।

তুমি মানুষ নও।

আমি কি!

তুমি একটা কুমড়ো।

দ্যাখ আমার কিন্তু রাগ হচ্ছে!

হোক কুমড়োকে কি বলব!

আমি কুমড়ো তবে তুমি লাউ।

তুমি একটা সজনে ডাঁটা।

তুমি তবে চালতে গাছ।

চালতে গাছ ছায়া দেয় জানো। চালতের আচার কে না খেতে ভালবাসে। তুমি তাও জান না। বুদ্ধু।

তবে তুমি পেপের ডাল। আমার ভীষণ মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে রূপা। আমি যা তা বলে দেব তোমাকে।

বল না। তুমি বললে, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব ভাবছ!

খুব মজা। আমি বলি, আর তুমি আমাকে অসভ্য ভাবো। জানো অনেক খারাপ কথা ইচ্ছে করলে বলতে পারি।

কি খারাপ কথা! কতটা খারাপ কথা, তুমি কিছু জান না। খারাপ কথা বলবে! তা হলেই হয়েছে। লাউ ছাড়া কি খারাপ কথা তুমি বলতে পার বলই না। শুনি।

শুনতে তোমার ভাল লাগবে রূপা! আমাকে খারাপ ভাববে না! আমি তোমার কাছে খারাপ লোক হয়ে গেলে আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে হবে না জানো।

মরে যাও না। তোমার মরে যাওয়াই উচিত। বিয়ে করেছিলে কেন! বিয়ের পর মেয়েরা এ-ভাবে বাঁচতে পারে!

তোমার ক্ষতি করেছি আমি রূপা!

না উপকার করেছ। তোমার উপকার আর চাই না। আমার

মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তোমার কি কোনো ইচ্ছে হয় না। তুমি চুরি করে দ্যাখো কেন? তুমি একটা ছিঁচকে চোর।

তুমি তবে ছিঁদেল চোর রূপা।

তুমি একটা আহম্মক। নির্বোধ। তোমাকে আমি সব খুলে দেখাতে পারি। দেখবে। লজ্জা করে না, টর্চ মেরে দেখতে!

তথাগত বুঝল, সত্যি সে ধরা পড়ে গেছে।

কী, দেখবে?

না রূপা।

দেখতে হবে। দ্যাখো। বলেই রূপা সায়া শাড়ি এক হ্যাঁচকায় খুলে ফেলতে গেলে প্রায় ঘর থেকে ছুটে পালিয়েছিল। রূপা তোমার লজ্জা নেই, তোমার ইজ্জত নেই। কেউ এ-ভাবে পুরুষের সামনে উলঙ্গ হতে পারে! সে বসার ঘরে ছুটে এসে বসে পড়েছিল। রূপা দিন দিন কেমন খিটখিটে মেজাজের হয়ে যাচ্ছে।

রূপাও প্রায় অর্ধ উন্মাদিনীর মতো তার দরজার সামনে ছুটে এসে তাকে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরেছিল। চোখ জ্বলছে, গরম নিঃশ্বাস পড়ছে, যেন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সে কপালে হাত দিয়ে কেন যে দেখতে গেছিল, রূপার যদি সত্যি জ্বর হয়ে থাকে। রূপা এক হ্যাঁচকায় হাত সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। মেয়েরা আর কত বেহায়া নির্লজ্জ হতে পারে বল! তার চেয়ে তুমি আমাকে মেরে ফেল। আমাকে মেরে ফেল তুমি। তারপর হাত পা ছড়িয়ে বালিকার মতো কাঁদতে বসে গেল।

কারো কান্নাকাটি সে সহ্য করতে পারে না। মেয়েরা হলে তার আরও খারাপ লাগে। সে তো রূপার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। কখনও করতে পারে সে তাও ভাবে না। সেই রূপা যদি মেঝেতে বসে হাত পা ছুঁড়ে বালিকার মতো কাঁদতে বসে তবে সে যায় কোথায়! কাছে যেতেও সাহস পাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ রূপা তারপর বিছানায় শুয়ে ছিল। পায়ের শাড়ি উঠে গেছে

হাঁটুর উপর। সে শাড়ি টেনে পা ঢেকে দিতে গেলে আবার ক্ষেপে গেল। উঠে বসল। ফুঁসছে। তারপর ফের গালাগাল, তুমি একটা অপদেবতা। তুমি একটা উচ্চিংড়ে। তুমি পাগল।

আমি পাগল হলে, তুমি একটা ফড়িং। কেবল উড়তে চাও। হাওয়ায় ভেসে যেতে চাও।

তুমি একটা মরা হরিণের শিং। গুঁতাবারও মুরদ নেই।

গুঁতোলে তোমার লাগবে না। তুমি কষ্ট পাবে না। আমি মরা হরিণের শিং তো বেশ করেছি।

রুপার সঙ্গে তাঁর এই সব মনোমালিন্যের কথা মনে আসায় তার কিছু ভাল লাগছিল না। শেষে চাঁপা আর এক ঝামেলা বাঁধিয়ে বসে আছে। সে শুয়ে আছে তার বিছানায়। মৃদু নীলাভ আলোতে অপসরা হয়ে আছে। ঠিক রুপার মতো শাড়ি সায়া আলগা করে শুয়েছে। মেয়েরা কেন যে এমন স্বভাবের হয় বোঝে না। শৈশব থেকে যৌবনে মেয়েরা ফুলের মতো ফুটে থাকবে সে এমনই আশা করেছে। চাঁপা এভাবে শুয়ে থাকায় তার ভালও লাগছে। তবে সে হাত দিয়ে দেখতে পারবে কি না জানে না। যদি অসভ্য বলে চিৎকার করে ওঠে। রুপাতো বিয়ের ফুলশয্যাতেই তাকে কেন যে অসভ্য বলেছিল বোঝে না। সে রুপার বুকে হাত দিতেই কি ক্ষোভ! হাত সরিয়ে দিয়েছে। বলেছিল, তুমি খুব অসভ্য। আমার লজ্জা করে। তারপর থেকে সে আর কোনদিন জোর খাটায়নি। আর তারপর তার সাহস থাকে! সে পারে! রুপার যখন পছন্দ নয় অসভ্যতা, তখন সে ভাল ছেলে হয়েই থাকবে। সে কোনদিন আর রুপাকে ঘাটাতে সাহস পায়নি। অবশ্য রুপা মাঝে মাঝে নিজেই তার গায়ে ঘুমের ঘোরে পা তুলে দিয়েছে। ঘুমের ঘোরে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। ঘুমের মধ্যে কোনো হুঁশ থাকে না সে জানে। সে বেশিদূর যেতে আর সাহস পায়নি। আলগা করে শরীর থেকে পা নামিয়ে রেখেছে। বুকের উপর থেকে হাত সরিয়ে দিয়েছে

এত সন্তর্পণে যে, কোনো কারণেই রূপার ঘুম ভেঙ্গে না যায়।

ঘুমালে মানুষ মরা। মরা মানুষের কোনো ইচ্ছে অনিচ্ছে থাকে না। বুক থেকে হাত নামিয়ে রাখাই ভাল। শরীর থেকে পা নামিয়ে রাখা অথবা সামান্য সরে শুলে ভাল। এ কি জ্বালা, আবার কখন পা তুলে দিয়েছে রূপা তার কোমরে। কি যে করে। ছ'টা মাস তার এ-ভাবেই কেটে গেছে। অবশ্য চাঁপা এখন বিছানায়। চাঁপা কি ঘুমিয়ে পড়েছে! সে কিছুতেই পাশে শুতে পারছে না। সনাতনদার মেয়ের পাশে শুয়ে থাকা শোভনও নয়। ঘুমের ঘোরে তারও তো হাত পা চাঁপার শরীরে লেগে যেতে পারে। চাঁপা খারাপ কিছু যদি ভাবে। সে খুব আলগা হয়ে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে সারা রাত শুয়েছিল। শরীরে শরীর লেগে না যায় ভেবে, রাতে ঘুমাতেও পারেনি। শুধু বার বার উঠে জল খেয়েছে।

চাঁপার কি ইচ্ছে?

ইচ্ছে হলে ঠিক বলত, জানো রণ্টুদা আজ না আমি তোমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকব। কিছুই তো বলল না। সায়া শাড়ি সামান্য আলগা করে শুয়েছে আর এপাশ ওপাশ করেছে। রূপার মতো পাও তুলে দিয়েছে ঘুমের ঘোরে। ঘুমালে তো মানুষ মরা। সে খপ করে ধরে ফেলে কি করে। তার সেই সাহসও নেই।

সকালে ঘুম থেকে উঠে কি ক্ষোভ চাঁপার!

রণ্টুদা সত্যি তুমি একটা গাছ। তোমার সঙ্গে কথা বলতেও ঘেন্না হচ্ছে।

যা বাবা! যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর! তার অবশ্য মুখ ফোটেনি, কোনো কথা সে প্রকাশ করেনি। প্রকাশ করেও না। চুপচাপ দরজায় দাঁড়িয়েছিল। কেমন কান্না কান্না মুখ চাঁপার। তার কি অপরাধ তাও সে বুঝল না। সে কেন যে গাছ তাও বুঝল না। চাঁপা তার নিজের সায়া শাড়ি পরতে বাথরুমে ঢুকে গেল। তারপর কি করছিল বাথরুমে সে জানে না। বেশ

ফ্রেস হয়ে বের হয়ে শিউলিতলায় ঢুকে গেল ফুল তুলতে। জানালায় বসে দেখছিল, চাঁপা আপন মনে ফুল তুলে কি সব করছে।

যাবার সময় দরজায় মুখ বাড়িয়ে তাকে সতর্কও করে গেল।

খবরদার কাউকে বলবে না রাতে তোমার বাড়িতে ছিলাম। বললে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। বউদি গিয়ে বেঁচেছে। তুমি মানুষ না। সত্যি অপদেবতা। তোমার কিছু নেই। কিছু না থাকলে কাছে কেউ থাকে না।

আর সে বোকার মতো চাঁপার পেছনে ছুটেছিল।

বললে কি হবে ?

আমার মরা মুখ দেখবে।

ফেরার সময় কেন যে চাঁপা শিউলি গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল জানে না। সকালের রোদ গাছের মাথায়। নরম রোদে, মনোরম হয়ে আছে গাছটা। তার শাখা প্রশাখা থেকে টুপটাপ শিশিরের ফোটার মতো ফুল ঝরে পড়ছে। আর নিচে সে দেখল ফুলের পর ফুল সাজিয়ে চাঁপা লিখে রেখে গেছে, ভগবান রন্টুদাকে আর গাছ বানিয়ে রেখো না, ওকে মানুষ করে দাও।

নিচে আবার লিখেছে, রন্টুদা তুমি ভাল হয়ে যাও। ভাল হয়ে গেলে দ্যাখো তোমার বউ আবার ফিরে আসবে।

মানুষটার বোধ হয় আবার ঘোর উপস্থিত হয়েছে।

এই শুনছেন। লতিকা ডাকল। কিন্তু রন্টু কোনো সাড়া দিল না। সে একা আলগা হয়ে হাঁটছে।

রন্টু হেঁটেই যাচ্ছে। শিউলি গাছ, তার নিচে চাঁপা ছাড়া আর কেউ বসে থাকতে পারে না। লতিকা বৌদি তাকে নিয়ে বাজারে যাচ্ছে সে বিশ্বাসই করতে পারছে না।

চাঁপা ছাড়া ফুল সাজিয়ে আর কেউ লিখতেও পারে না, ভগবান

রণ্টুদাকে ভাল করে দাও। ওকে গাছ বানিয়ে রেখ না। কে তাকে যেন ডাকল।

আরে কোথায় যাচ্ছেন। কি মুসকিল, ওদিকে না। আসুন। সারাটা রাস্তায় এ-ভাবে উজবুকের মতো লোকে হাঁটে। আমরা বাজার করতে যাচ্ছি, ভুলে গেলেন!

ঘোর উপস্থিত হলে যা হয়। এমন উড়ো কথা তার কানে কতই আসে। সে যেখানেই যায় তার মনে হয় লোকে শুধু তাকে নিয়ে কথা বলছে। তার কথা ভাবছে। তাকে ডাকছে। কেউ ডাকতেই পারে—সে তো সাড়া দিতে পারে না। তাকে ডাকছে না অন্য কাউকে ডাকছে -সাড়া দিলে বেকুফ হয়ে যাবে। এমন ভুল ভাল কত কথাই কানে আসে তার। এই তো যেতে যেতে ফের চাঁপা মানে সনাতনদার কিশোরী মেয়ে চম্পাবতীর কথাই মনে পড়ছে। চাঁপা সত্যি এসেছিল রাতে না—এটা একটা তাজা স্বপ্ন তার বুড়ো মানুষটার মতো, চাষী বউ কুসুমের মতো—যদি তাই হয়, সে তবে গাছের নিচে বসে থাকবে কেন, ফুল সাজিয়ে লিখবে কেন, ভগবান রণ্টুদাকে ভাল করে দাও, তাকে আর গাছ বানিয়ে রেখ না, সে গাছই বা হতে যাবে কেন ...

লতিকা ধমক না দিয়ে পারল না। আচ্ছা মানুষ তো আপনি। ডাকছি শুনতে পাচেছন না। কি এত ভাবেন বলুন তো। বাজারের রাস্তা পার হয়ে ওদিকে কোথায় যাচেছন!

সে অবাক। তার হাত ধরে আছে লতিকা বউদি। তাইতো সে ভুলেই গেছে, লতিকা বউদি তাকে নিয়ে বাজারে যাচ্ছে পাঁঠার মাংস কিনতে। লতিকা বউদি টমেটো শশা কিনবে। একা বাজারে যেতে বোধ হয় লতিকা বউদির ভাল লাগছিল না, তাকে নিয়ে বের হয়েছে। না, শ্যামলদাই জোর-জার করে পাঠিয়েছে! সে সব ঠিকঠাক মনে করতে পারছে না। হুট করে চাঁপা এ-ভাবে মাথায়ই বা চেপে বসল কেন। বাড়ি থেকে নেমেই সে কেমন চাঁপা সর্বস্ব হয়েছিল। শ্যামলদা আর লতিকা বউদি, পাঁঠার

মাংস আর ভাত—এই দুই জোড়া শব্দ তাকে কাবু করে ফেলত—কিন্তু লতিকা বউদি তাকে ঝাঁকিয়ে দিতেই হুঁস ফিরে এল। যাক বাঁচা গেল। পাঁঠার মাংস আর ভাত লতিকা বউদি আর শ্যামলদা তাকে আর তাড়া করবে না।

লতিকা বলল, এখানে এতকাল ছিলেন, বাজারের রাস্তা গোলমাল করে ফেললেন। আসুন।

হুঁস ফিরে আসায় রণ্টু বলল, একটুও আর ফাঁকা জায়গা নেই। চোখের সামনে কি হয়ে গেল সব। গীর্জাটা এখন দেখছি দোকানগুলির আড়ালে পড়ে গেছে। আগে আমাদের সময় লোক কত কম ছিল, দোকান কত কম ছিল—বাজার তো রাস্তায় এসে ঢুকেছে দেখছি।

লতিকা বউদির হাতে নাইলনের কারুকাজ করা ব্যাগ। খোপায় লাল গোলাপ। টান টান শরীর। শরীরের ভাঁজ খুবই প্রকট। সে লতিকা বউদির শরীর বাঁচিয়ে হাঁটছে। বাজারে ঢুকতে বেশ ভিড়। পাশাপাশি হাঁটা যাচ্ছে না। আগু পিছু না হাঁটলে শরীরে শরীর লেগে যাবে। সে পেছনে পড়ে গেলেই ধমক—কি হচ্ছে, আসুন।

আমি তো যাচ্ছি।

এ-ভাবে মানুষ হাঁটে!

ভিড়ের লোকগুলি তাকে দেখছে। এমন দামড়া ছেলেকে চোখ রাঙাতে পারে কেউ ওরা বোধ হয় বিশ্বাসই করে না। বউদি কাউকেই তোয়াক্কা করছে না। সে বোধ হয় হারিয়ে যেতে পারে—না হলে এত সন্তর্পণে কেউ নজর রাখে তার উপর!

সে হারিয়ে গিয়ে কোথায়ই বা যাবে। ইচ্ছে হচ্ছিল, জোরে হেঁটে ইস্টিশনের দিকে চলে যায়—তারপর ট্রেন ধরে বাড়ি। কে জানে রূপা যদি এসে দেখে দরজা বন্ধ, বাড়ি না থাকলে অমরের তো পাখা গজায়। দরজায় তালা মেরে রাস্তায় ঘোরার স্বভাব। চায়ের দোকানে আড্ডা মারার স্বভাব। সে বাড়ি নেই, শ্যামলদার বাড়ি এসেছে, শ্যামলদা সহজে ছাড়বে না ভাবতেই পারে। রূপা

যদি ফিরে যায়। —কোথায় যাই, দরজা বন্ধ দেখে চলে এলাম-এ সব চিন্তা মাথায় উঁকি ঝুঁকি মারলেই, সে কেমন ভিতরে হাস-ফাঁস করতে থাকে।

রণ্টু কি ভেবে যে বলল, বউদি, দাদা পাঁঠার মাংস পছন্দ করে খুব, তাই না।

আপনি করেন না?

বউদি একটা কথা বলব।

বলুন। তবে পাঁঠার মাংস পছন্দ করেন কি করেন না আগে বলতে হবে।

আমি পাঁঠার মাংস খাই।

পছন্দ অপছন্দ নেই।

না, আছে. তবে নিজে কিনতে পারি না।

নিজে কিনলে কি হয়।

রাং কিংবা পাঁঠার ঠ্যাং বলে যখন ঘ্যাচাং করে কাটে তখন ওক ওঠে আসে। আস্ত একটা প্রাণীকে কিভাবে কচুকাটা করা যায়, আচ্ছা খারাপ লাগে না, আমি নিজে কিনলে খেতে পারি না। রুপার খুব পছন্দ পাঁঠার মাংস। কিনতে গেলেই বিপাকে পড়তাম।

তা হলে ভিতরে ঢুকে কাজ নেই। ব্যাগটা ধরুন। আলু পেঁয়াজ আদা রসুন কিনতে হবে। আপনি দাঁড়ান। আমি আসছি।

লতিকা বউদি হন হন করে ভিড়ের ভিতর মিশে গেল। কত সহজে ঢুকে গেল, পুরুষ মানুষকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করল না। প্রায় ঠেলে ঠুলে, কখনও পাশ কাটিয়ে একেবারে অদৃশ্য। সে কি করবে বুঝতে পারছে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে যা হয় একবার এপাশ থেকে ঠ্যালা খাচ্ছে আবার ওপাশ থেকে। বাজারের মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে এমন হবেই। সে পাশে সামান্য সরে দাঁড়াল। হাতে তার ব্যাগ। আলু পেঁয়াজ রসুন আদা কিনে নিলে বউদির কাজে সাহায্য হবে। বাড়ি তাড়াতাড়ি ফেরা যাবে। যদি শ্যাম-

দ্লাল বাবুর ফোন আসে তার কাছে থাকা দরকার।

বউ তার বড়ই অভিমানীনি।

কখন কি মর্জি হবে!

সে তাড়াতাড়ি আলুর দোকানের দিকে হাঁটা দিতেই মনে হল, বউদি এসে যদি তাকে দেখতে না পায়, তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে— তার তো কোথাও যাওয়া উচিত নয়। সারা বাজারে তখন তাকে খুঁজে মরতে হবে। বোধ হয় তার দাঁড়িয়ে থাকাই উচিত।

সে আবার নিজের জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে থাকল।

এদিকটায় এ-সময় অফিসযাত্রীদের ভিড় বাড়ে। ট্রেন ধরার আগে বাজার থেকে শাক-সবজি মাছ সবই কিনে ট্রেনে উঠে পড়ার অভ্যাস। রাস্তায়ও ভিড় বাঁচিয়ে বাস ট্রাম ধীরে ধীরে এগুচ্ছে।

সে দাঁড়িয়েই থাকল।

বউদি ফিরছে না কেন!

আধঘণ্টার উপর হয়ে গেল। পাঁঠার মাংস কিনতে এত দেরি হবার তো কথা নয়।

কি করছে!

সে যতটা চোখ যায় দেখছে। এত সেজে গুঁজে কেউ পাঁঠার মাংস কিনতে আসে!

রক্ত লাগলেই গেল। মাংস কিনতে গিয়ে শাড়ি নোংরা হতে পারে তাও জানে না। প্রায় উর্বশী সেজে মাংসের বাজারে ঢুকে গেল। লোকেই বা কি ভাববে!

সে দাঁড়িয়েই আছে।

সে কিছু করতে পারছে না। সে যে বাজারে এসে বউদিকে সাহায্য করতে পারে আলু পেঁয়াজ আদা রসুন কিনে তারও প্রমাণ দিতে পারল না।

আরে মশাই সরে দাঁড়ান না।

রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে থাকা তার ঠিক হচ্ছে না। সেই কখন থেকে একটা লোক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে অফিস যাত্রীদের

রাগ হতেই পারে। কত তাড়া, তার বোঝা দরকার। হুড়মুড় করে ট্রেনে ওঠা, ট্রেন থেকে নামা, বাড়ি ফেরা, বাড়ি ফিরে জানালায় বউর মুখ দেখার আগ্রহ সবার। এ ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার অসুবিধা। দেরি করে বাড়ি ফিরে বউর মুখ ঝামটা কে সহ্য করে!

সে সরে একপাশে একটু এগিয়ে গেল।

আর তখনই সে কুনুই-এর গুঁতো খেল।

ধরুন। কি দেখছেন!

তা আপনি! এত দেরি!

দেরি কোথায়। কি ভিড় দোকানে, যান না নিজে। বুঝতে পারবেন। মাংসের দোকানে কি লম্বা লাইন!

এবারে তা হলে বউদি আপনি দাঁড়ান, বাকি বাজারটা আমি সেরে ফেলি।

টমেটো নিতে হবে। শসা নিতে হবে।

শসা কি কেউ মাংসে খায়।

স্যালাড না হলে আপনার দাদা খুশি হয় না। চলুন আমার সঙ্গে।

এত ভিড়ে গা ঘসাঘসি তার ভাল লাগে না। ফাঁকা জায়গায় দোকান থাকলে কত ভাল হত। কিন্তু বউদি তাকে সঙ্গে না নিয়ে যাবে না। তার শরীর ঘেসে হাঁটছে। মাঝে মাঝে শরীরে হাত-টাত লেগে যাচ্ছে।

আচ্ছা আপনি দাড়ি কামাননি কেন?

দাড়ি! রণ্টু গালে হাত বুলাল।

তারপর সে অবাক চোখে বউদিকে দেখল। সে দাড়ি না কামানোয় বউদি কষ্ট পাচ্ছে। গালে হাত দিয়ে বুঝল খুবই খস খস করছে দাড়ি। গতকাল থেকে তার যা চলছে। তার সসেমির অবস্থা। বউ নিখোঁজ হয়ে থাকলে কি কষ্ট লতিকা বউদি জানবেন কি করে!

সে বলল, কাল ঘুম থেকে উঠে কামাব। তারপরই বলল, একটা কথা বলব।

একশটা বলুন। এই যে ভাই এক কেজি আলু, পাঁচশ পেঁয়াজ, একশ আদা, পঞ্চাশ রসুন।

এই যে ভাই পাঁচশ টমেটো, পাঁচশ শসা। লেবু চারটে। গন্ধ হবে তো। দেখি।

দোকানি লেবু বাড়িয়ে দিয়ে বলল, একেবারে আজই গাছ থেকে তুলে আনা। দেখছেন না পাতা! পাতার বাহার দেখুন।

সে দেখল লতিকা বউদি নিজে শুঁকছে তারপর তার দিকে বাড়িয়ে বলছে, কেমন হবে দেখুন তো?

একটা কথা বলব!

বলুন না।

দাড়ি আমি না কামালে আপনার কি কোনো অসুবিধা হবে ?

অসুবিধা না হলে বলতে যাব কেন। একই রিকসায় ফিরব। লোকে দেখলে কি ভাববে। দাড়ি কামাননি, চুল আঁচড়াননি, জামা জুতোর ছিরি কি হয়েছে দেখছেন।

হেঁটে গেলে হত না? এতটুকু রাস্তা রিকসা নেবেন! আসার সময় হেঁটে এলাম না।

আসার সময় হালকা ছিলাম। যাওয়ার সময় কত ভারি ব্যাগ সঙ্গে। সব নিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়!

ব্যাগ আমার হাতে দিন না।

এই রিকস, দাঁড়াও। উঠে পড়ুন।

সে ইতস্তত করছিল। নারী মাত্রেই বড় পবিত্র কিছু এমন তার মনে হয়। তা ছাড়া চুল দাড়ি তার কিছুই ঠিকঠাক নেই। জামা জুতোর ছিরিও ভাল না। কাল রাতে ইস্টিশনে এসে শুয়েছিল। সকালের ট্রেন মিস না হয়—কত তার দুশ্চিন্তা। শ্যামলদা জামা পাজামা স্নানের আগে বের করে দিতে গেলে, তার ভিতর কেন যে এত অস্বস্তি দেখা দিয়েছিল—হুট করে চলে এসে ঠিক কাজ

করেনি, তার উপর পাট ভাঙ্গা জামা পাজামা পরলে বৌদি রাগ করতে পারেন— কোথাকার উটকো লোক এসে সংসারে ঝামেলা সৃষ্টি করছে। সে শুধু বলেছিল, না দাদা, ওতে হবে না। আমার গায়ে লাগবে না।

আমার গায়ে লাগবে না বলে আবার শ্যামলদাকে খাটো করে ফেলল না তো। মানুষটা তার চেয়ে খুবই বেটে এবং কিছুটা রোগাও। তার দশাসই চেহারা—একটা আস্ত দামড়া, জামা পাজামা গায়ে লাগবে কেন! লতিকা বউদির পাশে শ্যামলদা খুবই বেমানান এটাও—প্রমাণ হয়ে যেতে পারে। বউদি বড়ই জবরদস্ত রমণী। শ্যামলদাকে কোলে কাঁখে করে ইচ্ছে করলে বেড়াতে পারে। তার উপর শ্যামলদার পাজামা পাঞ্জাবি পরলে সে যে জোকার হয়ে যাবে—এই সব নানা কারণেই—তার জামা পাজামার বিচ্ছিরি অবস্থা। শ্যামলদা না বললে সে আজ থেকে যেতেও সাহস পেত না। তার তো শ্যামলদাই সম্বল।

এই ওদিকে না। সামনের গলিতে। তারপর লতিকা বৌদি কেমন আবিষ্ট হয়ে যেন বলল, আপনার স্বপ্নের খবর কি?

স্বপ্ন!

এই যে আপনি রোজ একটা স্বপ্ন দেখেন শুনেছি।

আমি একটা স্বপ্ন দেখি - না না একটা না তিনটে। আগে দুটো ছিল। ইদানিং তিনটে হয়ে গেছে। চাঁপাকে চেনেন?

চিনবনা কেন? সনাতনদার মেয়ে তো!

ইস, যা কি যে হবে!

কি হবে আবার!

চাঁপা জানতে পারলে আমাকে খারাপ ভাববে। বলবে রন্টুদা তুমি শেষে তোমার স্বপ্নের কথা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছ!

চাঁপাকে স্বপ্ন দেখেন।

আপনি কিন্তু বলবেন না বউদি। কাউকে বলবেন না। স্বপ্ন? বিশ্রি রকমের খারাপ। আমার কি দোষ বলুন। চাঁপা

আমার ঘরে রাতে শুয়ে থাকতে চায়। চাঁপার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি ওর সঙ্গে শুতে ভয় পাই। চাঁপা লুকিয়ে এলেই শুতে হবে তার কি কোনো কথা আছে।

ওকি এসেছিল আপনার কাছে!

যেন ললিতা বৌদি ভারি মজা পেয়ে গেছে। তার দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসছে।

হ্যাঁ। কি করি বলুনতো। ও কিছুতেই বুঝতে চায় না এতে কত নিন্দে মন্দ হতে পারে। বোকার মতো কেবল বলে, আমি থাকব। আমি শোব।

সনাতন বউদি কোথায় তখন।

ঐ কোথায় ওরা রানাঘাট না কোথায় গিয়ে আটকে পড়েছিল। ট্রেনের গোলমাল। ফিরতে পারবে না। চাঁপা একা বাড়িটায় থাকে কি করে! চলে এল। ভয় পায় একা থাকতে!

স্বপ্নে কিছু হল না।

না।

চাঁপা থাকল।

হ্যাঁ থাকল।

কিছুই হল না!

কি হবে বউদি!

একা একটা মেয়েকে নিয়ে সারারাত স্বপ্নে কাটালেন, অথচ কিছুই হল না। স্বপ্নেই সম্ভব।

না বউদি, স্বপ্নে শুধু কেন, সে যদি আসেই সে যদি থাকতেই চায়, আমার কি উচিত তাকে বিব্রত করা! বলুন, আমার তো ইচ্ছে হয়—কিন্তু কি যে করতে হবে, কি করলে যে মেয়েরা খুশি হবে বুঝতে পারি না। আমি খুব খারাপ যদি ভাবে।

লতিকা বউদি কেমন থম মেরে গেল। তারপর কি ভেবে যে বলল, তারা যা চায়, তাই করছেন না কেন?

তারা কি চায়!

ললিতা বউদি কটমট করে তাকাল তার দিকে।

তারা অনেককিছু চায়। চলুন বাড়িতে তারা কি চায় আপনাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেব। তারা কি চায়! বোকার মতো কথা একদম বলবেন না। পারতে দাদা আপনাকে বাঞ্ছারাম বলে!

সাঁজ লেগে গেছে। লতিকা কিংবা বাঞ্ছারামের পাত্তা নেই। লতিকা তা হলে বাঞ্ছারামকে আজকাল পছন্দই করছে। তা না হলে বলত না, তথাগত. আমার সঙ্গে বাজারে যেতে আপত্তি আছে? না থাকলে চলুন। শ্যামল একবার জানলায় উঠে গেল—না সত্যি কারো পাত্তা নেই।

মাথা খারাপ মানুষকে ভয় পাবারই কথা। বউ পালালে কার মাথা আর ঠিক থাকে! বাঞ্ছারামেরও নেই। সরল সহজ এবং লাজুক এবং লাজুক স্বভাবের হলে যা হয়। মেয়ারা এক দরজা দিয়ে ঢুকলে বাঞ্ছারাম অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়। তা লতিকার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে ভালই করেছে। পরস্ত্রীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে কার না ইচ্ছে হয়। ব্যাটা দেখছি আগেই ফিরে আসেনি। বউদির সঙ্গে সত্যি তবে বাজার করছে!

কিন্তু তার বাথরুমে যাবার সময় অথচ দরজা খোলা রেখে বাথরুমে যেতে পারছে না। এখুনি ঠিকে কাজের মেয়েটা চলে আসবে। দরজা খুলে দিতে হবে। বাজার করে লতিকাও ফিরতে পারে। বাথরুম থেকে বের হয়ে দরজা খুলে দিলে তার মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়। কাজের মেয়েটা এলেও সে ঢুকে যেতে পারত বাথরুমে। বেশ সময় লাগে সাফসোফ হতে।

কারো পাত্তা নেই।

বারান্দা থেকে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ব্রাসে পেস্ট লাগাল। আলো জেবলে দিল। সেণ্টার টেবিলের ঢাকনা এলোমেলো হয়ে আছে। সে টেনে টুনে টেবিল ঢেকে দিল।

তোয়ালে কাঁধে ফেলে বসে আছে, সে নিজের তোয়ালে ছাড়া গা মুছতে তৃপ্তি পায় না। কাচা তোয়ালে, পাট ভাঙ্গা পাজামা পাঞ্জাবি বের করে রেখেছে। কেউ এলেই সে বাথরুমে ঢুকে যাবে। লতিকা এলে কিংবা মণি এলে, যেই আসুক, দরজা খোলার দায় তার। কলিং বেলটাও ভাল কাজ করছে না। কেউ না এলে সে কিছুতেই বাথরুমে ঢুকতে পারছে না।

আর তখনই দরজায় খুট খুট শব্দ।

লতিকা বোধ হয় এল।

তারপরই মনে হল, না লতিকা না। লতিকা কখনও দরজায় কড়া নাড়ে না। মণির স্বভাব উল্টো। সে কিছুতেই বেল টেপে না। কড়া নাড়ে। সুইচে হাত দিতে কেন যে মেয়েটা এত ভয় পায়। কোথায় কোন বাড়িতে একবার শক খেয়ে মনির এটা হয়েছে। তার তখন খুবই রাগ হয়। দরজায় এত জোরে কড়া নাড়ে যে কানে বড্ড লাগে।

আরে খুলছি। থাম।

শ্যামল দরজা খুলে দিতেই মণি ভিতরে ঢুকে গেল। কাজটাজ সেরে চলে যাবে।

সে ডাকল, শোন মণি।

মণি বসার ঘরে ঢুকলে বলল, তোর বউদি বাজারে গেছে। বাথরুমে যাচ্ছি। বউদি না এলে যাবি না।

মণি বুঝতে পারে, বাবুর এই এক আয়েস—বাথরুমে ঢুকলে তাকে ডাকা যায় না। ডাকলে বিরক্ত হন। কিছুটা মেয়েলি স্বভাবের মনে হয় তার। স্নান টান সেরে গায়ে পাউডার দিয়ে শরীরে গন্ধ মেখে বসে যাবেন। সৌখিন একটু বেশিই। বাড়িতে বসেই নেশা টেশা করার স্বভাব। রাতে কি হয় সে জানে না। তবে সারা বাড়িটা কেমন তছনছ হয়ে থাকে। সকালে এলে টের পায় কিছুটা যেন দক্ষযজ্ঞ গোছের ব্যাপার। অথচ লতিকা বউদি হাসি খুশিই থাকে। দাদাবাবুর সেবায় কোন অযত্ন না হয়,

সকালে স্নান টান সেরে, বড় সিঁদুরের ফোঁটা কপালে—কেমন সতী সাধ্বীর মতো দাদার চা রেখে বিছানার পাশে নিজে এক কাপ চা নিয়ে বসবে। দাদাবাবুর ঘুম ভাঙতে বেলা আটটা হয়ে যায় সে দেখেছে। ঘুম থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠতেও দেখেছে। ইস কত বেলা হয়ে গেল, ইস কি যে করি—এই লতিকা আমাকে ডাকতে পারলে না।

লতিকা বউদি কেন যে দাদাবাবুকে ডেকে তোলে না তাও বোঝে না।

রোজই সে এটা দেখে।

যেন উচিত ছিল, লতিকা বউদির ডেকে দেওয়া।

তারপরই মণির ঠোঁটে মুচকি হাসি। ঠোঁট টিপে হাসে। খুব ধকল গেছে—ঘুমোক। বেলা করে উঠলে শরীর বেশি তাজা থাকে দাদাবাবুর এমনও মনে হয় তার। একটু বেশি বিশ্রাম হয়, তাড়াতাড়ি ডেকে দিলে, গা ম্যাজ ম্যাজ করতে পারে—তা ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক—অফিসে খাটা খাটনি— রাতে খাটা খাটনি—এতটা শরীর দিতে নাও পারে! বউদি সে-জন্য যে ডাকে না এটাও সে টের পায়।

তা এত ধকল বাবুর। কিন্তু কোলে তো কেউ এল না। বাজা মেয়ের শরীরে গরম বেশি না কম সে জানে না তবে দাদাবাবু যে কাহিল হয়ে পড়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। বউদির যা শরীর, দাদাবাবুর পক্ষে সামলানোই দায়। বউদির পাশে দাদাবাবুকে বড় বেক্ষাপ্পা লাগে।

আজ অবেলাতেই সে এসেছে। নুন শো মেরে এসেছে। সকালেই বৌদিকে বলে গেছে, ওবেলা আসতে দেরি হবে। দাদাবাবুও জানে। না বলে গেলে বউদির মুখ গোমড়া—এত দেরি, তুই কিরে। সাঁজ বেলায় ঘর দোর কেউ ঝাঁট দেয়। বাড়ির অমঙ্গল হয় না। কত অভিযোগ যে তখন তার বিরুদ্ধে। বলে গেলে সাতখুন মাপ। তা ছেলেমানুষ—এদিক ওদিক মনতো টো টো করবেই।

কিন্তু অবেলায় বউদিকে না দেখে বলল, দাদাবাবু বউদি কোথাও গেছে!

বাজারে গেছে। এসে যাবে। কাজ হয়ে গেলেও যাবি না।

শোন মণি পেঁয়াজ আদা রসুন বেটে রাখতে হবে। ঘরে কিচ্ছু নেই। কে যায় বাজারে! ভাবলাম কাল বাজার করব। একটা দিন চলে যাবে। তিনি এসে হাজির। একটা ফোন পর্যন্ত করে না আসার আগে।

তিনিটা কে মণি বুঝল না। কোনো আত্মীয় স্বজন নিশ্চয়ই হবে। তা রানীটুনির সংসারে আগাম খবর না থাকলে মুশকিল হবেই। তিনদিনের বাজার একদিনে করে আনে দাদাবাবু। কাল বাজার যাবে এও সে জানে। মসলা একদিন করে রাখলেই হয়। ঠাণ্ডা ম্যাসিনে ঢুকিয়ে দিলে কোনো আর বাড়তি হ্যাপা থাকে না।

কেউ এসেছেন, যার জন্য বাজার না করলেই নয়।

তবে তিনি কোথায় সে বুঝতে পারছে না।

সে হাতের কাজ সেরে রাখছিল। টাইম কলের জল কেউ খায় না। আন্ত্রিক হচ্ছে খুব। টিউকল থেকে দু-বালতি জল ধরে দিয়ে যায়। বউদি বাজার করে না ফিরলে সে জলও আনতে পারবে না। দরজা খোলা রেখে গেলে দাদাবাবু রাগ করবে। বাথরুমের দরজা বন্ধ। দরজার উপরে বাথরুম থেকে অল্প আলো চুইয়ে পড়ছে। বসার ঘর পার হয়ে খাওয়ার ঘর। ঘরের সঙ্গে রান্নাঘর। পাশে বাথরুম। তার রান্নাঘরে কাজ বলে দাদাবাবু খাবার ঘরের আলো জ্বালেনি। বাথরুম থেকে বের হয়ে আলো জ্বেলে দিলে ঘর ঝাঁট দিতে পারবে, মুছতে পারবে। সে নিজেতো সুইচে হাত দিতে পারে না। একবার কি হয়েছিল কে জানে, সুইচ টিপতে গিয়ে এমন ঝাঁকুনি খেল যে সে আর আতঙ্কে সুইচ টেপে না। সে খুব তাড়াতাড়ি কাজ সেরে যদি বলে ফেলে, আমার হয়ে গেছে, দরজা বন্ধ করে দিন, আমি যাচ্ছি—যাতে যাচ্ছি বলতে না পারে সেজন্যই বোধ হয় আলো না জ্বেলে বাথরুমে ঢুকে গেল। কি

করে আর। সে রান্নাঘরের কাপ প্লেট ডিস ধুয়ে রাখল। চাল থালায় বেছে রাখল। ঝুড়ি খুঁজে দেখল, আদা পেঁয়াজ কিচ্ছু নেই। শো দেখে মেজাজ প্রসন্ন ছিল, ঝুড়িতে কিছু নেই দেখে মেজাজ অপ্রসন্ন হয়ে গেল। কখন আসবে, কখন সব করবে, তারপর বাড়ি ফিরবে ভাবতেই মেজাজ টং।

তার কাজ সারতে সারতে কখনও যে রাত হয়ে যায় না তা না। তবে আজ সে নিজেই খুব গরম হয়ে আছে। বই দেখলে এটা তার হয়। বই দেখতেও যায়। সাহরুখ খান যা একখানা অ্যাকটিং করল। গরীবের মেয়ে পূজা। বাপ ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠে যায়। আসে সাঁজ লাগলে। সাহরুখ দিনের বেলাটায় লুকিয়ে থাকে পূজার বাড়িতে। কি সুন্দর বাড়ি! মাটির ঘর, দাওয়া, সামনে ছোট ফুলের বাগান—তারপর চিনার গাছের জঙ্গল। সাইরুখ যে একজন পলাতক আসামী জানবে কি করে! কি আশনাই চোখে মুখে। আর কি গান—মহব্বত কা দিল টুট গ্যায়া। সেই জঙ্গলে পূজাকে যেন জড়িয়ে ধরছে না—বই দেখতে দেখতে কখন সে নিজেই হিরোইন হয়ে গেছে জানে না—জঙ্গলের গাছে গাছে নাম না জানা ফুল, একেবারে ছবির মতো সাজানো পাহাড়, পাথর—এবং পাথরে লাফিয়ে সে যেন নিজেই ছুটছিল—বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল—কি যে মোহ সৃষ্টি হয়—সে বুঁদ হয়ে ছিল। ভিতরে গুন গুন করে গানটাও সে গেয়েছে কতবার—তার ঝুপড়িতে ফিরেই দেখতে পাবে সাহরুখ বসে ছাই দিয়ে দাঁত মাজছে।'

কাজ করে রাজমিস্ত্রির। সারাদিন খাটুনির পর তাগড়াই বুকে যখন টেনে নেয়—তখন সে ভাবেই না, সে কারো বাড়িতে কাজ করে খায়। আজ দুটো সেদ্ধ ভাত করে ইচ্ছে ছিল মানুষটাকে বসে সিনেমার গল্পটা বলবে, তারপর তাতিয়ে দিলে যা করে না!

দাদাবাবুরা তাদের সখ আহ্লাদ একদম বুঝতে চায় না। সে চাল ধুয়ে রাখল। কতক্ষণে ছাড়া পাবে কে জানে। সব সখ

আহ্লাদ শেষে যে বিছানাটি সম্বল এটা বাবুরা বুঝতেই চায় না। সে শো মেরে সোজা এখানে চলে এসেছে—ধস্টা ধস্টি তার ঘরে গেলেই হবে। আর এ-জন্য সে কলের জলে গা' ধোবে পাউডার মাখবে গায়ে, ভাঙা আয়নায় চুল বাঁধবে। বড় করে টিপ পরবে—মানুষটা সাজলে গুজলেই বুঝতে পারে—আজ খুব ভাল খাবে।

সে মুখ ব্যাজার করে রেখেছে। আর কোনো কাজও নেই যে সেরে রাখবে। রান্নাঘর ধুতে এঁটো কাঁটা ফেলতে আর কতক্ষণ। সে রান্নাঘর ধুয়ে দিল—এঁটোকাঁটা বাগানের এক কোণায় ফেলে এসে দেখল, দাদাবাবু বাথরুম থেকে বের হয়েছেন। একেবারে তাজা যুবক। গাল সাফ সোফ। রাতে বাবুরা দাড়ি কামায়, সকালেও কামায়, তার মানুষটা হপ্তায়ে কামায় না—লতিকা বউদি বোধ হয় গালে দাড়ি খস খস করলে আরাম পায় না।

তোর বউদি আসেনি ?

আজ্ঞে না।

এত দেরি !

আমি কখন যাব বলুনতো !

তুই এক কাজ কর। একটা ঠাণ্ডা বোতল বের করে টিপয়ে রেখে আয়।

মণি ঠাণ্ডা ম্যাসিন থেকে এক বোতল জল বের করে বসার ঘরে রেখে এসে ঘর ঝাঁট দিতে থাকল।

দ্যাখত কাচা ছোলা ভিজিয়ে রেখেছে কি না।

মণি জানে দাদাবাবু নেশা করতে বসলে কাচা ছোলা খায়। নুন আদা খায়। টমাটো, শশা, পেয়াজ চাক চাক করে কেটে রাখতে হয়। হাতের কাজ সেরে যাবার আগে এই কাজগুলোও সে করে দিয়ে যায়। অথচ আজ ঠাণ্ডা ম্যাসিন খুলে দেখল কিছু নেই। বউদি ফিরে না এলে সে কিছু করতে পারবে না।

অবশ্য এ-সব বাড়তি কাজের জন্য বউদি তাকে এটা ওটা দিয়ে পুষিয়ে দেয়।

বউদি কাল রাতে আমার ঘুম হয়নি।

কেন রে?

মশার কামড়।

কেন মশারি নেই।

টুটাফাটা। তালি দেবারও জায়গা নেই।

বের করে রাখব। কাল নিয়ে যাস।

প্রায় নতুন সায়া শাড়ি ব্লাউজও কম সে বাগায় না। কিছুই সে চায় না। কখনও চায় না। কিন্তু বেশ গুছিয়ে সে তার চাওয়াটাকে তুলে ধরতে পারে।

কি যে করি বউদি

কেন কি হয়েছে!

যজনের বউর একটা বাচ্চা হয়েছে। ক্ষুধায় ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদে। খেতে দেবে কোত্থেকে। যজন তো বউটাকে বাপ মার ঘাড়ে ফেলে রেখে হাওয়া।

কোথায় গেল!

একটা ছুঁড়িকে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

অমানুষ।

পাশের ঘরে কেউ না খেয়ে থাকলে কষ্ট হয় না।

নিয়ে যা। যজনের মাকে দিস।

সে কিছুটা দেয়। কিছুটা নিজে রাখে। এই করে বাবুদের ঘরবাড়ি থেকে বের হবার সময় হাতে তার কিছু না কিছু থাকে। পুরানো জুতা, দুধের কৌটা, বাদাম তেলের বোতল—হরলিকসের কৌটা--যা পায় সে তাই খুশি মুখে হাতে তুলে নেয়।

আজ কি বাগানো যায় ভাবছিল। এতটা সময় সে আটকে আছে—বাড়তি কিছু না পেলে পোষাবে কেন! অনেক দিনের সখ একটা প্লাস্টিকের জগ। বউদির নানা ডিজাইনের জগ--কোনোটা বসার ঘরে, কোনোটা শোবার ঘরে। খাবার টেবিলের জগও ফুল তোলা। পুরানো জিনিসে আর বাহার থাকে না। বউদি এক

জিনিস বেশিদিন ব্যবহার করতেও পছন্দ করে না। নিত্য নতুন ফ্যাসনের দিকে খুব ঝোঁক। খাটের নিচে জগটা পড়ে আছে কবে থেকে। বেশি হলে আবর্জনা হয়ে যায় তাও সে বোঝে। পুরানো জগটা খাটের নিচ থেকে বের না করে আরও ভিতরের দিকে ঢুকিয়ে রাখল। জগটার কথা বউদির আর খেয়ালই থাকবে না। বাতিল হয়ে গেলেও, কেউ কিছু যে আগ বাড়িয়ে দেয় না, সংসারের কুটো গাছটির জন্যও মায়া জড়িয়ে থাকে—সে নানা ভাবেই তা টের পায়। জুত বুঝে একসময় সে জগটার কথা তুলবে।

এই মণি!

আজ্ঞে যাই।

দাদাবাবু গ্লাসে ঢালছে।

সে তাকিয়ে থাকলে বলল, নিয়ে আয় গ্লাস।

এটা তার লোভ। বাড়তি লাভও। দিলে সে খায়। সে চায় না। খেলে মেজাজ ফুর ফুর করে। রান্নাঘরে ঢুকে একটা কাচের গ্লাস বের করে নিল। বউদি আসার আগে—ও কি মশা! আজ দাদাবাবু এত প্রসন্ন কেন সে বুঝছে না। বাড়িতে ময়ফেল হলে, রাতে তার খাবার কথা থাকে। বাবুর বন্ধু বান্ধব আর বউদি কষা মাংস এক দু টুকরো, দাদাবাবু ভিতরে ঢুকে গ্লাসে ঢেলে দিয়ে যায়। খুবই পরিমিত মাপ। বউদিও খায়। এবং সে একদিন শুধু বলেছিল, কি রকম লাগে খেতে বউদি!

বিশ্বাদ।

তবে খাও কেন?

খেলে উড়তে ইচ্ছে হয়। কাজ করতে ইচ্ছে হয়—এক আধটু খেলে ভালই লাগে।

বউদিকে বেশি খেতে দেখেনি। এক আধটু খেতেই দেখেছে। বউদির গ্লাস থেকেই একদিন চুরি করে সবার অলক্ষে সে এক ঢোক মেরে দিয়েছিল।

থু থু! কিন্তু সবটা পেটে কি করে যে ঢুকে গেল—এসব

ছাইপাশ কেন যে খায়! তারপর তার কেন যে মনে হয়েছিল, অসুরের মতো সে বল পেয়েছে। খাটা খাটনি গায়েই লাগেনি। সে একদিন কেন যে বলেও ফেলেছিল—আমার খুব ইচ্ছে করে -খেয়ে দেখি।

বউদির কি রাগ! কপাল কুচকে ফেলেছিল।

কি বললি!

কেন তুমিতো খাও।

একেবারে চুপসে গেল। সে এ-বাড়িতে অনেকদিন আছে। ফ্রক গায়ে কাজ করেছে। ম্যাকসি পরেও কাজ করেছে। এখন শাড়ি পরে কাজ করে। আবদার আপত্তি সবই চলে।

দাদাবাবুই বলেছিল, খেলে কি তুমি ধরে রাখতে পারবে লতিকা। দাও। খেতে চায় যখন খাক। মজা পেলে কাজেও মজা পাবে।

তা সে মজা পায়। সে ঘোরের মধ্যে অসুরের মতো খাটতেও পারে। এই সুবিধাটুকু বুঝেই বউদির কাজের চাপ থাকলে, নিজেও ঢেলে নেয়। তাকেও দেয়।

না আর না।

কেন বউদি!

মাথা ঘুরে পড়ে থাকবি।

তবে থাক।

দাদাবাবুর কাছ থেকে গ্লাস নেবার সাহস নেই তার। দাদাবাবু নিজেই খাবার টেবিলে গ্লাস রেখে গেল। দাদাবাবু কাচা মেরে দেয় প্রথমটায়। সে তা পারে না। সে তো আর রোজ খায় না। মাসে এক আধবার। যতটা সম্ভব জল দাদাবাবুই মিশিয়ে দিয়েছে।

তারপরই কেন যে মনে হল, দাদাবাবুটি চতুর। তাকে আটকে রাখার এই একটা কল আবিষ্কার করেছে দাদাবাবু। দু ঢোক খেয়ে মেজাজও শরিফ। বাড়িতে গন্ধ না পায়, পাড়ার দোকান থেকে এক খিলি জর্দা পান কিনে মুখে পুরে চলে যায়।

সে বিছানা ঝাড়তে থাকল। জানালার গ্রিল মুছতে থাকল। কাজ বেশি করলে খুশি হয়ে ফের ডাকতেও পারে—কিরে তোর শেষ! এই নে। আর একটু দিলাম।

তার এখন সাহসও বেড়ে গেছে। দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, দাদাবাবু, কাকে নিয়ে বউদি বাজারে গেল। এখনও ফিরছে না।

দাদাবাবু দুটো কাচা ছোলা মুখে পুরে দিয়ে বলল, সেইতো! বাঞ্ছারমাকে নিয়ে বাজারে গেছে।

বাঞ্ছারাম কে বাবু?

তুই চিনবি না। ও এদিকটায় বড় আসে না।

সে দাবার ছক বিছাল। গুটি সাজাতে থাকল। হাবুলবাবু সাতটা সাড়ে সাতটায় এসে পড়েন। তিনিও খান। তবে কম। এবং খুবই পরিমিত।

সেই হাবুলবাবুরও পাত্তা নেই।

মণি মাঝে মাঝে চুপি দিয়ে দেখছে। বাড়িতে একটা মানুষ খাবে, থাকবে –বউ তাকে নিয়ে বাজারে গেছে—এবং বাবু এ-সময় বেশ রসে বসে থাকে। তার শরীরে গরম ধরে গেল কেন এও সে বুঝছে না। তারপরই মনে হল, শো দেখার পরই তার এটা শুরু। বাড়ি ফিরেই পাতে বশে যাবে ভেবেছিল, এখনও বাজার করছে বউদি, গোটা বাজার কি তুলে আনবে!

তখনই জোর বেল বাজল।

সে ছুটে গিয়ে দজদা খুলতেই দেখল, প্রায় সেই নায়ক তার সামনে। তার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে।

লতিকা বলল, দেরি হয়ে গেল। যা মাংসটা নিয়ে ধুয়ে রাখ। কাপড় ছেড়ে আমি যাচ্ছি।

তারপরই ছুটে গেল টেবিলে।

তুমি বসে পড়লে!

কি করব!

এই মণি, দাদাবাবুর শসা টমেটো কেটে দে। উনি গেলেন কোথায় আবার!

দ্যাখ পালালো কি না

তা পালাতে পারে। যা মানুষ বলে কি জানো, পাঁঠার মাংস রেধে বেড়ে সাজিয়ে দিলে খেতে পারে। কিন্তু বাজার থেকে মাংস কিনে আনতে পারে না। কিনে আনলে মাংস খেতে পারে না। বমি পায়।

তা হলে সাজিয়ে দাও। খাবে।

জানো মাংসের দোকানে ঢুকলই না। বাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল। কাটাকুটি নাকি একদম সহ্য করতে পারে না।

ও কি পারে একবার জিজ্ঞেস করলে পারতে। আমার তো মনে হয় কিছুই পারে না। একটা আস্ত শাক আলু।

বাবুর গায়ে গা লাগলেও যেন তার ইজ্জত যায়। রিকসায় যা করল! একেবারে সোজা সটান বসে থাকল।

কিছু করবে আশা করেছিলে নাকি!

তোমাকে না কিছু বলা যায় না। সব তাতেই ইয়ারকি। চোরের মতো মুখ করে রেখেছে। চোরের মতো রাস্তায় হাঁটল। পাশাপাশি হাঁটলে, গা লেগে গেলে আতঙ্ক। চোরের মতো নিজেকে এত আড়ালে রাখতে চায় কেন বলতো। বললাম, ঠিক হয়ে বসুন, পড়ে যাবেন। কে শোনে কার কথা!

কিছুতেই বসল না?

না।

ওর স্বভাবই এরকম। লাজুক। মেয়েদের দেখলে কেমন ভয় পায়।

ভয় পায়! মেয়েদের দেখলে ভয় পাবে কেন! ওকে কি খেয়ে ফেলবে!

খেয়ে ফেলতে পারে। মেয়েদের যা রাক্ষুসে স্বভাব।

রাখ! সব পুরুষরা ধোওয়া তুলসিপাতা। কিছু জানে না।

যত দোষ মেয়েদের। তোমার বন্ধুকে বল, মেনি বেড়ালের স্বভাব কোনো মেয়েই পছন্দ করে না। পুরুষ পুরুষের মতো হবে। এই কিরে বাবা—যেন ঘোরে হাঁটছে ঘোরে কথা বলছে। বউ পাগল না মাথা খারাপ কিছু বোঝার উপায় নেই।

মণি শসা টমেটো কেটে প্লেট সাজিয়ে নিয়ে এলে শ্যামল বলল, রাখ। দ্যাখতো বাবু আবার কোথায় গেল।

বাঞ্ছারাম বাবু!

এটা যে মণির আস্পর্ধা বুঝতে অসুবিধা হয় না শ্যামলের। ধমক দিতে পারত। সে বাঞ্ছারাম বলতে পারে। তাই বলে মণি বলবে—এতটা বাড়াবাড়ি শ্যামলের ভাল লাগল না। সে দু কুচি শসা মুখে ফেলে দিয়ে বলল, বাঞ্ছারাম বাবু না। তথাগত বাবু। দ্যাখ বাবু কোথায়।

বউদি!

লতিকা মণির দিকে তাকাল!

পেয়াজ আদা বের করে দাও। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাবু আবার কোথায় যে গেল!

লতিকা বাজার করে খুবই যেন ক্লান্ত। গরমে কেমন হাঁফ ধরে গেছে। সামনের সোফায় গা এলিয়ে বসে পড়েছে। রান্নাঘরে ঢুকতে তার যে ভাল লাগছে না মুখ দেখেই বোঝা যায়। মণিকে দিয়ে কিছু কাজ এগিয়ে রাখলে মন্দ হয় না। খেয়ে যাবি বললেই হল—থেকে যাবে। যাবার সময় তার বরের জন্য মাংস ভাত দিলে আরও খুশি। যত রাতই হোক গাঁই গুই করবে না। হয় তো গোপাল একবার খবর নিতে আসতে পারে। মণির রান্নার হাতও বেশ। রান্নার যশ আছে। যশের লোভেও মণি সময়ে অসময়ে সে রান্নাঘর যে না সামলায় তা নয়। সে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেলে—কিংবা অসুখে বিসুখে দু-হাতে মণি সংসারের সব কাজ সামলায়। বাড়ির লোকের মতো হয়ে গেছে।

মণি ছুটে এসে বলল, বাবু বাগানে ঘাসের উপর শুয়ে আছে।

আকাশ দেখছে। হাতে সিগারেট পুড়ছে। হুঁস নেই।

লতিকা সোফা থেকে তড়াক করে উঠে বসল। ছুটে যেতে পারত কিন্তু গেল না। সকাল থেকে যা চলছে। উটকো ঝামেলা। যার বাঞ্ছারাম সে বুঝবে। কি দরকার ছিল এত দরদ দেখানোর। বউ যার পালিয়েছে সে বুঝবে। না শ্যামদুলাল খবরাখবর নিতে পারে। পুলিশ থানা পর্যন্ত করেনি। রুপার বাবাও রা করছে না। নিজের মেয়ে, কোথায় আছে জানবে না হয়! খুলে বললেই হয়—না বাপু, আমার মেয়ে তোমার ঘর করবে না। ঠিক সে তার কোনো আত্মীয়ের বাড়ি আছে। এই কি সসেমির অবস্থা মানুষটার!

শ্যামল হাই তুলে বলল, হুঁস নেই বলছিস।

হ্যাঁ। ডাকলাম, সাড়া দিল না।

বলেছিলি, দাদা ডাকছে।

না।

যা। বলগে দাদা ডাকছে। লাফিয়ে ছুটে আসবে।

শ্যামলের এ-ধরনের ব্যবহারও লতিকার কেন যে ভাল লাগল না। মজা লুটছে মনে হল। তথাগতবাবু এত সরল, ভাবতেই অবাক লাগে। শ্যামল সেই সুযোগ নিচ্ছে। দাদা ডাকলেই কোনো খবর টবর এসে গেছে এমন যে ভাবে তাকে নিয়ে বেশি দূর যেন যাওয়াও যায় না। খবরের আশায় চলে এসেছে সেই সকালে। শ্যামদুলালবাবু যদি কোনো খবর দেয়।

লতিকার মনে হল দুই বন্ধু মিলেই তামাশা করছে তথাগত-বাবুর সঙ্গে। তাকে আশা দিচ্ছে। সে আশায় আশায় নাকাল হয়ে গেছে। কি দরকার ছিল বলার, শ্যামদুলাল ঠিক পারবে। থানা পুলিশও হল না, থানা পুলিশ করলে রুপার ইজ্জত থাকবে না, তার ইজ্জত থাকবে না, এমন যে ভাবে তাকে নিয়ে ন্যাজে খেলাতে এদের কষ্ট হয় না!

রুপা কোথাও না কোথাও ঠিক আছে। পাঁচ ছ মাস হয়ে

গেল কোনো খবর নেই। কবে থেকেই শ্যামল বলছে, কি যে করা যায়। আশায় আছে বলে বন্ধ উন্মাদ হয়ে যায়নি। মেয়েটা যে ভাল না তাই বা বলি কি করে। গেলে ছাড়তেই চাইত না। শেষে মেয়েটার কি যে ভীমরতিতে পেল বুঝি না। এমন আপশোষের কথা লতিকা কতবার শুনেছে, তবে সে মাথা গলায়নি। মাঝে মাঝে বলেছে, খবর পেলে!

না।

আবার না এখানে ছুটে আসে। তুমি বাড়ি থাকো না, আমার ভয়ই করে। কি করতে কি করে বসবে কে জানে! কিন্তু আজ বাজারে গিয়ে বুঝেছে, এমন কি সারাদিন দেখেও বুঝেছে, মাথায় মানুষটার রূপা ছাড়া আর কিছু নেই। এমন যে সুন্দর ভালবাসা তাকে ফেলে কেউ চলে যেতে পারে!

মণি আসার আগেই তথাগত ছুটে এসেছে।

দাদা আমাকে তুমি ডাকছিলে!

বোস। ঘাসে শুয়ে থাকলে পোকামাকড়ে কামড়াতে পারে।

জানো দারুণ জ্যোৎস্না উঠেছে। ঘরে বসে থাকতে তোমার ভাল লাগে!

বাইরে যেতে পারছি না। শ্যামদুলাল ফোন করতে পারে।

তথাগতর মনে হল, তাই তো। সে ফোনটার দিকে তাকিয়ে থাকল। একটা ফোন পৃথিবীতে মানুষের জন্য এত অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে পারে তথাগতকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। লতিকার চোখে কেন যে জল এসে গেল। নিজেকে সামলাবার জন্য পাশের ঘরে ছুটে গেল। মণিকে ডেকে বলল, আমার কিছু ভাল লাগছে না রে। খেয়ে যাস। সব বের করে নে। মাংসটা বসিয়ে দে কুকারে। চাটনি করিস। চাল বেশি নিস। গোপালের ভাত নিয়ে যাবি।

তারপর লতিকা কেন যে খাটে বসে গেল। তারপর শুয়ে পড়ল। কেন একা মনে হচ্ছে নিজেকে। এই সংসার তার

নিজের। শ্যামল তার সব। একটি শিশু এ-বাড়িতে খেলা করে বেড়ালে ভরে থাকত সংসার। আজ কেন যে তার এত একা মনে হচ্ছে। সব কিছু তার কাছে বিশ্বাদ ঠেকছে। এই মানুষটা মাংসের দোকানে যেতে পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে। অথচ সে পাঠার মাংস খুবই ভালবাসে। শুধু সাজিয়ে দিতে হয় বাটি ভরে। এই কাজটা রূপা হয়তো ঠিক মতো করতে পারেনি। অন্য কাউকে ভালবাসা যে না যায় তাও না। সেও তো তার এক দূর আত্মীয়কে কম ভালবাসত না। বিয়ের আগে শরীরও দিয়েছে। এতে তার শুচিতা নষ্ট হয়েছে, এমন আদৌ ভাবে না। এখনতো খবরই রাখে না তার। শরীর যা চায় তা পেলে, ভালবাসা কত মিথ্যে হয় বিয়ের পর সে ভালই বুঝেছে।

আরও কত কথা মনে হয়। সংসারে একজন পুরুষ দিন দিন বিবাগি হয়ে যাচ্ছে একজন নারীর জন্য ভাবতেই তার শরীরে কাঁটা দিল। সে বাথরুমে ঢুকে গেল। শরীরে জল ঢালল। শাড়ি শায়া খুলে ফেলে অনেকক্ষণ কেন যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল নিজেও বুঝল না। গা ধুয়ে নিজেকে বড় ফ্রেস লাগল। বাইরে বের হয়ে বারান্দায় সায়া শাড়ি মেলে, রান্নাঘরে উঁকি দিল।

আর উঁকি দিতেই মাংসের সুবাস পেল।

মণি বলল, গরম মসলা, ঘি বের করে দাওনি বউদি। ভাত বসিয়ে দিলেই হবে। নতুন দাদাবাবুকে চা দিলাম। খাচ্ছে না। বসে আছে চুপচাপ। হাবুলবাবু দাদাবাবু মাথা গোঁজ করে বসে আছে। যুদ্ধ। জানো বউদি আমার না দেখলে কি হাসি পায়! কটা কাঠের গুঁটিতে এত কি মজা আছে ছাই মাথায় ঢোকে না।

মাথায় আর ঢুকিয়ে কাজ নেই। আমি দেখছি কেন চা খাচ্ছে না।

লতিকা নিজের ঘরে ঢুকে আয়নায় ফের নিজেকে দেখল। সামান্য পারফিউম স্প্রে করল শরীরে। মুখে স্নো এবং পাউডার ঘসে কপালের কিছুটা চুল দু আঙ্গুলে ঘসে ঘসে আলগা করে

দিল। এতে কপালের চুল কিছুটা ফেঁপে গেল। কেমন নায়িকা এবং লাস্যময়ী দেখায় এতে। ঠোঁটে হাল্কা করে তামাটে রঙের লিপস্টিক ঘসে দিল। পায়ের পাতা দিয়ে শাড়ির কিছুটা শরীর থেকে ছাড়িয়ে আরও যেন হাল্কা হয়ে গেল। দেরি করল না আর। পাফ এবং পাউডার খোলাই পড়ে থাকল। মানুষটা এ-ভাবে একা বসে আছে— তার কিছুটা যেন টান ধরে গেছে। দরজা খুলে বারান্দায় ঢুকে অবাক। অন্ধকার বারান্দা। মানুষটা নেই।

কোথায় গেল।

আলো কে নেভাল!

নাকি আলো বারান্দায় জ্বালানোই হয়নি।

মণি কি অন্ধকারেই চা রেখে গেছে। আলো জেবলে দেখল, চা পড়ে আছে টিপয়ে।

লনে নেমে হিস হিস করে ডাকল, আপনি কোথায়?

বের হয়ে গেল না তো। ট্রেনে বেশি সময়ও লাগে না। স্টেশনে চলে যেতে পারে। লতিকা এবার নিজের মানুষটার উপরই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। খেলার নেশা মদের নেশা যার এত তার উচিত হয়নি তথাগত বাবুকে আটকে রাখা। মানুষটা স্বাভাবিক থাকলে অপমান বোধ করত। স্বাভাবিক নেই বলেই কিছু মনে করছে না হয়তো। তথাগতবাবু যে এ-বাড়ির অতিথি, এটা বোঝা দরকার। হাবুলবাবুটাও হয়েছে, বিনা পয়সায় মদ গেলার মৌকা ছাড়তে রাজি না।

আরে তুমি বুঝবে না, বাড়িতে গেস্ট। গেস্ট এখন বেপাত্তা। বুঝবে না কত নিঃসঙ্গ তথাগতবাবু। খেলায় মজে আছ!

সে ডাকল, শুনছেন। বাগানের গেট খুলে রাস্তায় উঁকি দিল। রিকসা, ভ্যান, দোকান মানুষজন সবই ঠিকঠাক আছে কেবল তথাগতবাবু নেই।

কোথায় গেল!

সে ছুটে গিয়ে বলতে পারত, তোমার কি কোন বোধ বুদ্ধি নেই! মানুষটা হাওয়া জানো! কিন্তু শ্যামল ভাবতে পারে, এত দরদ তোমার হঠাৎ! আগে তো তথাগতর নাম শুনলেই চটে যেতে। -পাগল না ছাই। আসলে সেয়ানা। এখানে যেন আবার পাগলামি করতে না চলে আসে। পাগলামিটা আসলে কি শ্যামল বোঝে বলেই তাকে ছুটে গিয়ে খবর দিতে পারছে না।

ঘাড়ে কার নিঃশ্বাস পড়ছে। পেছনে তাকাতেই দেখল তথাগত দাঁড়িয়ে আছে পেছনে।

চোর কোথাকার! মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল আর কি।

কোথায় গেছিলেন! চা খেলেন না যে!

ভাল লাগছে না।

চলুন বারান্দায় বসবেন!

আপনি যান। বারান্দায় যেতে ভাল লাগছে না।

বারান্দার অন্ধকারে একা বুঝি ভয় লাগে?

তথাগত কোনো উত্তর দিল না।

আসুন বলছি! কপট ধমক লতিকার।

তারপর লতিকা হাত ধরে টানতেই তথাগত কেমন বালকের মতো হয়ে গেল।

জানেন, এই সব ঘর বাড়ি আমার এত চেনা, অথচ আজ কেন যে মনে হচ্ছে, আমি কিছুই চিনি না। সব বাড়িতেই দুঃখ থাকে, এটা আমার তখন মনেই হয়নি। দাসবাবুকে চিনতেন। ঐ যে দেবদারু গাছটা আছে, তার পেছনের বাড়িটা। দাসবাবু স্ত্রীর মৃত্যুর পর এক মাসও পার করেন নি। বিয়ে করে আর একটা নতুন বউ নিয়ে এলেন। সে বউ টিকল না। পালাল। দাসবাবু আর ঘর থেকে বের হতেন না। একদিন চেঁচামেচি শুনে ছুটে গেলাম। দাসবাবু ঝুলছে। তার আগের বউটা মরেই বা গেল কেন, দাসবাবু আবার বিয়েই করলেন কেন, আর তারপর ঝুলেই বা পড়লেন কেন? বাড়িটা দেখে এলাম।

কি দেখে এলেন ?

কারা আছে দেখে এলাম।

ওখানে তো বিশুবাবু তার বউ মেয়ে নিয়ে থাকে। আট দশ বছর হল ভাড়া আছে।

বাড়িটা কত পুরানো জানেন।

না তা জানি না।

বাড়িটার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আমি শুনতে পাই জানেন।

এই আবার বুঝি পাগলামি শুরু হল।

চলুনতো, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আর শুনতে হবে না। আসুন। তথাগতর কোনো কথাই আর স্বাভাবিক ভাবা যায় না। মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে গেলে নিজের মনে কথা বলে, তথাগত হয় তো তার সঙ্গে কথাই বলছে না। যা বলছে নিজের সঙ্গে। সে উপলক্ষ মাত্র। প্রায় হাত ধরেই বারান্দায় তুলে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিল।

চা-এর কাপ তুলে নিয়ে বলল, বসুন আসছি। চা খেতে হবে না।

শুনুন।

লতিকা পেছন ফিরে তাকাল।

দাদাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার কোনো ফোন এসেছে কি না!

কে করবে ?

কেন শ্যামদুলালবাবু। রুপার খোঁজ তিনি পেয়েছেন। আমাকে কিছু বলছেন না। সময় হলেই সব বলবেন বলেছেন। আমিতো এজন্যই এত সকালে চলে এলাম। দাদাকে নিয়ে শ্যামদুলাল বাবুর খোঁজে যাব—শ্যামদুলাল বাবুকে নিয়ে রুপার খোঁজে যাব। যতই খুঁজে পাক, আমি না গেলে রুপা ফিরবে না। কেন যে এটা দাদা বুঝছে না, বুঝি না।

ভিতরে যান না। জিজ্ঞেস করুন গিয়ে।

দাদা যদি রাগ করে।

রাগ করে করবে। জরুরী ফোন যখন আপনার জিজ্ঞেস করাই

ভাল। যান।

না থাক।

কষ্টটা কেন যে বাড়ছে লতিকার।

এখন আর চা খেতে হবে না। মাংসটা টেস্ট করে দেখুন। দেখবেন আবার রাস্তায় পালাবেন না। দাদা আপনার জানতে পারলে খুব রাগ করবে।

না না। আমি পালাচ্ছি না।

লতিকা যত দ্রুত সম্ভব রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল। দু টুকরে মাংস, এক পিস আলু প্লেটে তুলে নিয়ে এসে দেখল, তথাগত বসেই আছে।

দেখুন তো নুন ঝাল ঠিক আছে কি না।

আমাকে দেখতে বলছেন?

তবে কাকে।

নুন ঝালের কিছু বুঝি আমি।

খুব বোঝেন।

চামচে এক টুকরো মাংস মুখে আলগা করে ফেলে দিল তথাগত। অনেকক্ষণ ধরে চিবোল। তারপর কেমন উৎফুল্ল হয়ে বলল, দারুণ।

দারুণ দিয়ে আমার কাজ নেই। নুন ঝাল মিষ্টি ঠিক আছে কি না বলুন।

এসবের আমি কিছু বুঝি না বউদি!

ওটা বুঝতে হবে। ওটা না বুঝলে বউ ঘরে থাকবে কেন?

তথাগত ভেবে পেল না, নুন ঝাল মিষ্টি বোঝার সঙ্গে বউ থাকা না থাকার প্রশ্ন আসছে কি করে?

সে ফের বলল, দারুণ।

লতিকা আর কিছু বলল না। সে খুব রেলিশ করে খাচ্ছে। চেটেপুটে খাচ্ছে।

লতিকা না বলে পারল না, খেতে শিখেছেন শুধু। ঝাল নুন

মিষ্টি ঠিক আছে কি না বুঝতে শেখেন নি। এ লোকের কপালে দুর্ভোগ ছাড়া আর কি থাকতে পারে! আর একটু দিই।

লতিকা মাংসের পরিমান বাড়িয়ে নিয়ে এল। টিপয়ে রেখে বলল, খান।

তথাগতর কোনো দ্বিধা নেই। অবলীলায় বাটি তুলে নিল হাতে। খেতে থাকল। আরও এনে দিলে যেন খাবে।

লতিকা অবশ্য আর দিল না। কারণ পাঁঠার মাংস ভাত খাওয়া বেশি জরুরী মানুষটার। সে এক ফাঁকে শ্যামলকে ডেকে বলল, হাবুল বাবু কখন যাবে।

মনে তো হয় নটায় উঠে পড়বে।

নটা ফটা বুঝি না। এক্ষুনি খেলা বন্ধ কর। কখন যাবে? বল, আমার শরীর ভাল নেই। গেস্টকে নিয়ে তাড়া আছে বলে দাও।

লতিকাকে কি করে চাঙ্গা করতে হয় শ্যামল জানে। সে গ্লাসে ঢেলে দিয়ে গেল। বারান্দার দিকে তাকিয়ে বলল, উনি কি করছেন।

পাঁঠার মাংস খাচ্ছেন।

এত তাড়াতাড়ি শুরু করে দিল। আমাদের দু প্লেট দাও না। গ্লাসে আছে। জল ঢেলে নিও।

হাবুল বাবুকে আগে ফুটিয়ে দাও। তারপর দেখছি।

শ্যামল সোফায় বসে বলল, আজ থাক। আমাকে একটু উঠতে হবে।

তা আপনার গেস্ট এসেছে বললেন, কই দেখলাম না তো!

ওকে আপনি দেখেছেন। আমাদের তথাগত। ওর বাবা বণিকবাবুদের বাড়ি ভাড়া থাকতেন।

যার বউ পালিয়েছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কি দিনকাল হল বলুনতো। আমাদের সময়ে ও-সব ভাবা

যেত ! মেয়েগুলো সব বেশ্যা হয়ে যাচ্ছে।

তা ঠিক।

শ্যামলের আর কথা বলারও আগ্রহ নেই। নেশা জমে গেলে তার বড় ত্রুটি কথা শুরু করলে শেষ করতে পারে না। সে মাতাল এমন প্রমাণ দেবার ইচ্ছেও তার থাকে না। সোজা সুজি কথা বলতে পারছে এখনও। কথা বিন্দুমাত্র জড়ায়নি। হাবুলবাবু বলল, তা হলে এই চালটাই থাকল। কাল দেখা যাবে কি করা যায়। উঠছি।

শ্যামল হাবুলবাবুকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে তথাগতকে দেখতে পেল। সে বাটি থেকে চেটেপুটে ঝোল খাচ্ছে।

কি রে চিনিস ? হাবুল বাবু। রমেনের বাবা।

হাবুল বাবু বলল, এতদিন পর মনে আছে কি !

তথাগত বলল, একবার আপনি কি একটা কেচ্ছায় জড়িয়ে পড়েছিলেন না। বাড়ির ঝি আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল গায়ে। মেয়েটার কি নাম যেন। ধুস আমার কিছুই মনে পড়ছে না। গর্ভবতী ছিল।

হাবুল বাবু পালাতে পারলে বাঁচেন। যত পাগল ছাগল নিয়ে শ্যামলের কারবার।

আমি যাই।

প্রায় ছুটেই সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেলেন।

আরে পালাচ্ছেন কেন। তথাগত যেন উঠে গিয়ে লোকটাকে ধরেই ফেলবে।

হাবুল বাবুর ছুটে যাওয়া দেখে তথাগত হা হা করে হেসে উঠল। তথাগত কখনও হাসে না ! বউ ফেরার হবার পর শ্যামল কখনও তাকে হাসতে দেখেনি। শ্যামদুলালের ফোনের আশায় আছে। রাতে ফোন করার কথা ছিল। রাত তো কম হল না। নটা বাজে। সে ঘড়ি দেখল। হাতে গ্লাস। গ্লাস শেষ করে দিল এক চুমুকে। বারান্দায় দাঁড়িয়েই তথাগতকে দেখল।

তথাগত বাটি চাটছে।

এবারে রেখে দে। আয় খেতে বসি।

দাদা শ্যামদুলাল বাবু আজ ফোন করবে না?

করবে। ভিতরে আয়। একটু খেয়ে দ্যাখ না।

না তুমি খাও। আমিতো জানো খাই না।

খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। বউ-এর নেশাটা অন্তত কাটবে।

লতিকাও বলল, একটু খান। খিদে হবে।

আমার এমনিতেই খুব খিদে হয়।

কিন্তু খাবেন। একটু খেলে ভাল লাগবে।

লতিকা গ্লাস নিয়ে ঢেলে দিল।

তথাগত প্রায় যেন ভয়ে পালাতে চাইছে।

এই দেখুন না, আমি খাচ্ছি। একটা মেয়ে যা পারে আপনি তাও পারেন না!

তথাগত কেমন করুন চোখে বলল, খেতে বলছেন! খেলে ভাল লাগবে বলছেন। আপনার ভাল লাগে খেলে?

খুব লাগে। খাওয়ার আগে আমরা রোজই খাই। ভাল ঘুম হয়। স্বপ্ন দেখতে হয় না।

আমি যে স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি।

তাই বলে একটা স্বপ্ন রোজ কেউ দেখে।

না, এখন আরও একটা স্বপ্ন দেখি।

সে কে?

ও, ও মানে, না-বলা ঠিক হবে না।

আপনিতো একজন বুড়ো মানুষের স্বপ্ন দেখেন। ওটা না দেখাই ভাল। খান। বসে থাকলেন কেন? হাতে নিয়ে বসে আছেন। এখুনি খেতে দেওয়া হবে।

তথাগত গ্লাসটা তুলে দেখল। ওষুধ গেলার মতো সবটাই এক ঢোকে মেরে দিতে গিয়ে বিষম খেল।

কি যে করেন না।

লতিকা ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এ ভাবে খায়!

শ্যামল বলল খাক, খেয়ে মরুক। ওর মরাই ভাল

কি যে বল না তুমি। আস্তে খান।

তথাগত কেমন হাঁপাচ্ছে। তার খাওয়া ঠিক হয়নি। খাওয়াটাই সে শেখেনি। সে খুব আস্তে এক ঢোক খেল। বিস্বাদ। ওষুধের গন্ধ। কিন্তু কি হল, কেন যে মেজাজ পাচ্ছে। উত্তেজনা হচ্ছে। সে নিজেরটা শেষ করে ফের গ্লাস বাড়িয়ে দিল। শ্যামল ঢালল কিছুটা। উপরে তুলে দেখল। তারপর জল ঢেলে বলল, শসা আদা নুন মুখে দে। এইটুকুই বরাদ্দ আজ। আর পাবে না মনে রেখ।

আমার জানো নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে দাদা।

নেচে আর কাজ নেই, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড় লক্ষ্মী ছেলেটির মতো। সকালে দুগগা দুগগা করে ট্রেনে তুলে দিতে পারলে বাঁচি।

তখনই ফোন।

হ্যালো কে?

আমি অমর দাদাবাবু। কাল রাত থেকে বাবুর পাত্তা নেই। কোথায় যে গেল! বলেতো গেল আপনার কাছে যাবে। কিন্তু সকালে ফিরল না, দুপুরেও না। এত রাত হয়ে গেল!

ফিরবে। কাল সকালে ট্রেনে তুলে দেব। স্টেশনে থাকিস। মাথাটা সত্যি গেছে।

তথাগত বোকার মতো তাকিয়ে আছে।

কার ফোন দাদা!

অমর, তুই ফিরে যাসনি। ওর চিন্তা হচ্ছে।

ফোন রেখে সবাই খাবার ঘরে ঢুকবে ভাবছে। মণি টেবিল সাজিয়ে বসে আছে। বাবুদের খাওয়া হলে সে নিজের খাবারটা

সঙ্গে নিয়ে যাবে ভাবছে। তার নিজেরও তর সইছে না। গোপাল ঠিক তার অপেক্ষাতে বারান্দায় বসে দাঁত খুঁটছে। একটু পেটে পড়ায় কতক্ষণে গোপালের কাছে যাবে সেই অপেক্ষাতে অধীর হয়ে আছে।

আবার ফোন।

যে যার জায়গায় বসে আছে।

কে আবার ফোন করল।

লতিকা তার এবং তথাগতর গ্লাস তুলে বেসিনে ধুয়ে তুলে রাখবে ভাবছিল আর তখনই ফোন।

শ্যামদুলালের ফোন।

রিসিভারের মুখ চেপে তথাগতকে কথাটা বলল।

সঙ্গে সঙ্গে তথাগতর কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেল। তার মুখ কিছুটা শুকিয়ে গেছে। শ্যামদুলালবাবু কি খবর দেবে কে জানে।

কি সব শুনছে দাদা! খুব মনোযোগ দিয়ে যেন শুনছে। হাতে দাবার একটি গুটি। হাতির দাঁতের বাকসে তুলে রেখে শেষ করতে পারেনি। ফোন। হাতে সে গুটিটা নিয়ে অন্যমনস্কভাবে খেলা করছে।

লতিকাও উঠতে পারছে না। যদি সত্যি রুপার খবর পায় শ্যামদুলাল। বিছানায় একজন পুরুষের কত দরকার রাত বাড়লেই সে হাড়ে হাড়ে টের পায়। পুরুষেরও চাই একজন নারী। সংসার সমাজ সব এই এক আকর্ষণে। তথাগত ক্ষেপা বাঘের মতো হয়ে আছে তাও সে বোঝে। অথচ কি এমন জটিলতার সৃষ্টি হল, রুপা ঘর ছেড়ে পালাল! এটাই রহস্য।

এই রহস্য তাকে উঠতে দিচ্ছে না।

মণিও দরজার কাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! বাবুরা খেয়ে নিলে তার ছুটি। বুঝবে কি করে ছবিটা দেখার পরই সে বড় গোপালের জন্য কাতর হয়ে আছে।

শ্যামল বলল, হ্যাঁ বল। শুনছি।

তোর বাঞ্ছারাম অমানুষ। কি যে করতে ইচ্ছে হচ্ছে না! মেয়েটাকে ওই ধোঁকা দিয়েছে। ওকে ঠ্যাঙাতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাছে পেলে কী যে করতাম না! ব্যাটা তুই কিছু জানিস না বিয়ের—বিয়ের পিঁড়িতে বসে গেলি! ওর ফাঁসি হওয়া উচিত।

শ্যামল খুবই গম্ভীর। একবার চোখ তুলে তথাগতকেও দেখল।

তথাগত সেই আগের মতো—যেন একেবারে নাবালক কি বলছে দাদা. রুপা আসবে বলছে।

তোর মুণ্ডু বলছে। একদম কোনো কথা না। চুপ করে বসে থাক।

তবু শ্যামল তথাগতর বেচারা মুখ দেখে কিছুটা আত্মপক্ষ সমর্থনের গলায় বলল, ওর কি দোষ! পালাল বউ, দোষ হল ওর। একদম আজেবাজে বকবি না।

একদম আজেবাজে বকছি না। ওকে তোরও ঘেন্না করা উচিত। কোনো সম্পর্কই আর রাখা উচিত না।

কেন ঘেন্না করব, কেন কোনো সম্পর্ক রাখব না বলবিতো!

মেয়েটার জীবন নষ্ট করে দিল। পাজি হতভাগা। রুপার বান্ধবীর দেখা না পেলে কিছুই জানতে পারতাম না। মেয়েরা জানিস মিছে কথা বলে না।

মেয়েরা মিছে কথা বলে কি বলে না ঠিক জানি না। আমার কেমন রহস্য ঠেকছে।

লতিকা কেমন তেড়িয়া হয়ে বলল, তোমার বন্ধুকে বলে দাও মেয়েরা খুব মিছে কথা বলে। অকারণে মিছে কথা বলা তাদের অভ্যাস। মেয়েরা পারে না হেন কাজ নেই।

আস্তে।

রিসিভারের মুখ চেপে শ্যামল লতিকাকে ধমক দিল।

রুপা তার বান্ধবীকে সব বলেছে। ওর বাবা মাও জানে।

আরে জানেটা কি বলবিতো।

উনি একটা আস্ত ধ্বজভঙ্গ। মানে ইম্পোট্যাণ্ট, মানে পুরুষত্বহীন।

শ্যামল কথাটাতে ঘাবড়ে গেল! ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে—তথাগত এত মিন মিনে শয়তান। ছিঃ ছিঃ!

ইম্পোট্যাণ্ট! তাহলে তুই যে বললি তার মামার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি - আমি কিছু সত্যি বুঝছি না।

ওসব ঠিকই আছে। তবে মেয়েটা আর বাড়ি থেকে বের হয় না। ওর বাবা মা খুব মুষড়ে পড়েছে। এত ঘটা করে বিয়ে, জুয়েল ছেলে, এখন কি করুণ অবস্থা বল। সবারই একটা সামাজিক অবস্থান আছে।

শ্যামল কি ভাবল। দাঁতে দাঁত চাপল। এ যেন শেষ লড়ালড়ি। সে হারবার পাত্র নয়। বেশ চিৎকার করেই বলল, শোন রুপা বজ্জাত মেয়ে। ডিভোর্স পাবার জন্য এসব বলে। আমি বিশবাস করি না বাঞ্ছারাম ইম্পোট্যাণ্ট।

তোর বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু হবে না। যা খবর সংগ্রহ করেছি, তাতে এটাই প্রমাণ হয় বাঞ্ছারাম ইম্পোট্যাণ্ট।

শোন শ্যামদুলাল, কেস জোরালো করার জন্য অকারণ স্বামীর বিরুদ্ধে মার ধোর, নির্যাতন, ইম্পোট্যাণ্ট, অন্য নারীর প্রতি আসক্ত এমন অনেক অভিযোগই তুলতে পারে। আমিতো চাই ডিভোর্স হয়ে যাক। রুপা যদি এই গ্রাউণ্ডে স্বেচ্ছায় রাজি হয় তবে কোনো ঝামেলাই থাকে না। তথাগতকে দিয়ে কোনো দিন ডিভোর্সের মামলা তোলা যাবে না। বউ ছাড়া সে কিছু বোঝে না। তাকে দিয়ে আমরা কতটা আর কি করতে পারি। ভালই হল! রুপার প্রেমিকের খবর কি!

লতিকা আর বসতে পারছিল না। এমন যে সুপুরুষ, সে কিনা পুরুষত্বহীন। তার কিছুটা ঘৃণারও উদ্রেক হচ্ছে। তুই বুঝবি না, তোর শরীরে কি আছে না আছে। একটা মেয়ের এত বড়

সর্বনাশ কেউ করে! বিয়ের পর পুরুষের শরীর ছাড়া একজন নারী বাঁচতে পারে!

লতিকা প্রায় তথাগতর উপর ক্ষেপে গিয়েই যেন উঠে পড়ল। তাড়াতে পারলে বাঁচে। গ্লাস দুটো হাতের আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেলতে ইচ্ছে হল। আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেললে আর এক নাটক, এতটা নাটকে ভাল দেখায় না। মণির হাতে গ্লাস দুটো তুলে দিতে গেলে, সে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে বলল, মিছে কথা বউদি। বাবু পুরুষত্বহীন হতেই পারে না। নতুন বাবুর চোখে আগুন আছে আমি দেখেছি।

আগুনের তুই কি বুঝিস?

আমি বুঝি না! নতুন বাবু যে শাহরুখ খানের মতো দেখতে।

তারপরই কেন যে মনে হল মণির, এই আগুন বুঝি বলেই তো অধীর হয়ে থাকি বউদি। ঝুপড়ি ঘরে ঢুকলেই শান্তি। মানুষটা আমাকে কামড়ে খায়। কামড়ে না খেলে মেয়েরা যে সুখ পায় না। তারপর কি ভেবে ফের বলল, আমি বলছি বউদি নতুনবাবুর চোখে আগুন আছে। চোখে এমন আগুন যার সে কখনও পুরুষত্বহীন হয়!

বলছিস হয় না!

না।

তোর এত বিশ্বাস বাবুর উপর! থেকে যাবি নাকি।

মারব বৌদি।

লতিকা যেন ভরসা পেল। দরজার আড়াল থেকেই দেখল, তথাগতর মুখ কালো হয়ে গেছে। ইস কিছু না আবার করে বসে। এমনিতেই মাথার ঠিক নেই, তার উপর এত বড় অপমানের বোঝা রূপা কত সহজে তুলে দিচ্ছে।

শ্যামল তখনও ফোন ধরে বসে আছে।

না বলছিলাম রূপা তার প্রেমিকের কাছেই আছে কি না!

না। ওর বাবা মার কাছে আছে।

তথাগত যে বলত, ওর বাবা মা জানে না রূপা কোথায় আছে?

বাবা মা কি করে বলে বল! বললেই তথাগত গিয়ে যদি হামলা করে। এ-জন্য রূপার কোনো খবরই রাখে না বলেছে। ফোন করলেই রূপার বাবা বিরক্ত গলায় না বলে পারে নি কোথায় আছে জানি না। ওর কোনো খবর রাখি না। কিছু জানি না। একদম বিরক্ত করবে না। মানসিক চাপে ভদ্রলোকেরও মাথার ঠিক নেই।

তুই যে বললি, এই যে সকালে ফোনে বললি না, রূপা কোথায় ফ্ল্যাট নিয়ে আছে, দিদিমণি বাসায় নেই. কোন এক বুড়ো তোকে বলল, দিদিমণি বেরিয়েছে, তবে এ-সব কি?

ওটা ওর মামার ফ্ল্যাট। বাড়িতে ভাল না লাগলে, দুই বান্ধবীতে ওখানে থাকে। বাড়ির বুড়ো চাকর সঙ্গে যায়।

দুই বান্ধবীতে ওখানে থাকে—এই থাকাটা কি খুব ভাল! আজকাল নারী পুরুষের সম্পর্ক ভেঙ্গে যাচ্ছে। মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের নারী পুরুষ ভেবে নিচ্ছে। রূপাকে এত ধোওয়া তুলসিপাতা কেন ভাবছিস বুঝছি না।

রূপার সব জানি না। তবে ম্যাড়াটাকে বলবি ও-ভাবে নারী সংসর্গ হয় না। দুজনেই রাতের পর রাত এক খাটে শুয়েছে—অথচ পুরুষটি নির্বিকার। বোঝো এবার।

মেয়েটি? মানে রূপা—সে নির্বিকার থাকবে কেন। বাঞ্ছারামের না হয় লাজ লজ্জা বেশি, মেয়েরা যে বিছানায় ক্ষত বিক্ষত হতে ভালবাসে সেটা হয়তো জানেই না। ওর বাবা মা যে ভাবে গার্ড দিয়ে মানুষ করেছে! তাতে ওরকমেরই হয়। চোখ তুলে তাকানোও অসভ্যতা। সে নির্বিকার, রূপা নির্বিকার, এক বিছানায় এটা কি ভাবা যায়! রূপা সাড়া দেবে না!

রূপা পারে?

কেন পারবে না? মেয়েরা সব পারে।

জানিসই তো মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। কি

করবে, বেচারা পাশ ফিরে শুয়ে থাকত। ঘুমিয়ে পড়ত। জঘন্য ঘটনা—বুঝলি, ঘুমিয়ে থাকলে শাড়ি তুলে টর্চ মেরে রুপার সব দেখত। কয়েকবারই ধরা পড়েছে।

যা বাজে কথা।

বাজে কথা না সোজা কথা। ওর বান্ধবী আকারে ইঙ্গিতে না বললে জানতেই পারতাম না বাঞ্ছারাম এত বড় মিন মিনে শয়তান। রুপার ঘুম ভেঙ্গে গেলে তাড়াতাড়ি উঠে শায়া শাড়ি টেনে দিত। পুরুষের এই অসভ্যতা কোনো নারী সহ্য করে বল! আর ম্যাড়াটা বুঝলি পাশ ফিরে ঘাপটি মেরে থাকত। কোনো গণ্ডগোল না থাকলে এ-সব হয়!

গণ্ডগোল একটা নিশ্চয় আছে। কিন্তু বুঝছি না, ইম্পোটেণ্ট ধরে নিলি কেন। রুপাই বা ওকে ইম্পোটেণ্ট ভাবল কেন। এতে কি প্রমাণ হয় তথাগতর স্ত্রী সংসর্গ করার ক্ষমতা নেই!

হয় না! রুপা মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধরেছে, চুমু খেয়েছে। সে চুমু খায় নি। কেবল রুপার সৌন্দর্য কেমন বিভোর হয়ে দেখেছে। আরে ওর রুপ দেখলে কি রুপার পেট ভরবে। পেট না ভরলে রুপা এক খাটে শোবে কেন? রুপা কপট নিদ্রার মধ্যে ওর শরীরে পা তুলে দিয়েছে, ম্যাড়াটা সন্তপর্ণে পা নামিয়ে দিয়েছে কোমর থেকে। হারামজাদা রুপার শরীরে টর্চ মেরে সব দেখার এত লোভ আর কাজের বেলায় অণ্টরম্ভা। ইম্পোটেণ্ট না হলে কখনও কোনো পুরুষ পারে! বল পারে কি না?

তা অবশ্য ঠিক। তবে যে রুপা বলত, ওর প্রেমিক আছে।

ওর প্রেমিক আছে কে বলল তোকে?

আর কে বলবে। বাঞ্ছারামই বলেছে। বিয়ের আগে থেকেই আছে। তার কাছে চলে যাবে বলত। সে কে? তার খোঁজ পেলি?

শোন শ্যামল সব মেয়েরই একজন প্রেমিক থাকে। মেয়েরা একজন প্রেমিকের কথা ভেবেই বড় হয়। আর এতো কথাবার্তা

দেওয়া বিয়ে। বিয়ের আগে তথাগতর সঙ্গে রুপার দু একবার দেখাও হয়েছে। আমার মনে হয় তথাগতর মধ্যে নিজের প্রেমিককে আবিষ্কার করে ছিল। হায় বিয়ের পর দেখল, তথাগতর সব আছে। নেই সহবাসের ক্ষমতা। রুপা বলতেই পারে সে তার প্রেমিকের কাছে চলে যাবে. সব মেয়েইতো বড় হয় একজন পুরুষকে বিছানায় নিয়ে শোবে বলে। সেই বিছানাই যদি অর্থহীন হয়ে যায়, তবে তার আর থাকে কি? পুরুষ তাকে ক্ষত বিক্ষত করলে সে যে আরাম বোধ করবে তাও সে বোঝে। তা না থাকলে তো তার শরীর অর্থহীন হয়ে যায় না! সে তার নিজের সেই স্বপ্নের কথা হয়তো বলতো তথাগতকে।

বিরক্ত হয়ে শ্যামল এবারে না বলে পারল না, কি বলব বল, আমার মাথায় কিছু আসছে না। তবে তথাগত পুরুষত্বহীন ভাবতে পারছি না। মাসিমা মেসোমশাই ছেলে একা কোথাও গেলেই জলে পড়ে যেত। মা বাবা ছাড়া বাঞ্ছারাম কিছু বুঝতও না। এত গার্ড দিয়ে বড় করলে কী হয় ওঁরা বেঁচে থাকলে বুঝতে পারতেন। মেয়েদের সম্পর্কে তথাগতর সব সময় দেবী দেবী ভাব।

শ্যামল দেখল কখন যে তথাগত উঠে গেছে, লতিকা নেই, সে ঘরে একা।

সে বলল, দেবী দেবী ভাব হলে যা হয়। নারীর এমন সুন্দর শরীর ক্ষত বিক্ষত করলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়, নারীকে অপমান করা হয়—নিজেকে বেহায়া নির্লজ্জ ভাবতে হয়—কিংবা খুবই অশ্লীল ব্যাপার—নারী পুরুষের একশরকমের জটিলতা বুঝলি—আমি তুই আর কি করতে পারি। এও হতে পারে তথাগতর নারী সংসর্গ করার সত্যি ক্ষমতা নেই। রুপাই বা মিছে কথা বলবে কেন?

মেয়েটাকে এত ছোট ভাবা তার ঠিক হয়নি। তথাগতর উপর তার নিজেরও ঘেন্না ধরে গেল। এতই ক্ষুব্ধ বোধ করল যে সে আরও কিছুটা গ্লাসে ঢেলে নিল।

যদি সত্যি বাঞ্ছারাম পুরুষত্বহীন হয় তবে চম্পাবতী কেন কোনো অমরাবতীই তাকে রক্ষা করতে পারবে না। একা একা এত দীর্ঘজীবন তথাগত কাটাবে কি করে! পৃথিবীর সব মায়া, ভালবাসা, স্নেহ সব যে মেয়েদের কাছে গচ্ছিত। তারা অকৃপণ হাতে ভোগ করতে না দিলে পুরুষ যে ভিখারী।

তারপরই শ্যামদুলাল বলল, যাই হোক ওকে আর কিছু বলতে যাস না। কষ্ট পাবে। আমরা সবাই ওর দুর্বলতা জেনে ফেললে সে নিজের কাছে আরও ছোট হয়ে যাবে। তা হলে পরে দেখা হচ্ছে। ছাড়ছি।

শ্যামল উঠে পড়ল। হাতে গ্লাস নিয়ে তথাগতকে খুঁজল। মাথাটা খুবই ধরেছে। লতিকা দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লতিকাকে ইশারায় ডেকে নিয়ে গেল নিজের ঘরে।

ও কে দেখছি না।

খাওয়ার টেবিলে বসে আছে।

তারপর সে শ্যামদুলালের সব কথা খুলে বলল।

লতিকার মুখ ব্যাজার। সব শুনে আরও ব্যাজার হয়ে গেল কেন লতিকার মুখ শ্যামল বুঝতে পারল না। তথাগতর সুন্দর চোখ, তাকানো এত স্বাভাবিক, নতুন বাবুর চোখে আগুন আছে —কত সব কথা সহসা লতিকাকে কাবু করে দিল।

খেতে বসে শ্যামল দেখল, তথাগত উঠে যাচ্ছে।

কি হল?

তথাগত উত্তর করল না।

লতিকা বলল, খাবেন না?

তথাগত বলল, আমি বাড়ি যাব।

এখন বাড়ি যাবেন?

হ্যাঁ। লাস্ট ট্রেন পেয়ে যাব।

শ্যামল বলল, ঠিক আছে খেয়ে যা। আমি যেতে পারব না। লতিকা তোকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসবে।

কাউকে যেতে হবে না।

কেমন একগুঁয়ে জেদ দেখাল তথাগতকে। এত বড় অপমান নিয়ে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাও কঠিন। লতিকা বলল, যাবেন ঠিক আছে, খেয়ে নিন। না খেলে আমরা দুঃখ পাব।

তথাগত বলল, বাড়ি গিয়ে খাব।

যদি কিছু একটা করে বসে! শ্যামল জোরজার করতেও সাহস পাচ্ছে না। তার বাড়িতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেলে, কেলেঙ্কারির এক শেষ।

সে যেন তথাগতকে মানে মানে ট্রেনে তুলে দিতে পারলে বাঁচে। ওর সামনে শ্যামদুলালের সঙ্গে ফোনে কথা বলাও যেন ঠিক হয় নি। এতদিন যা ছিল গোপন—তা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল।

প্লিজ খেয়ে যা তথাগত।

তথাগত বের হয়ে যাচ্ছে।

আরে কি হচ্ছে!

তথাগত শুনছে না।

যাও, দাঁড়িয়ে দ্যাখছ কি! ওকে স্টেশনে তুলে দিয়ে চলে এস। —শ্যামল ঠিক দাঁড়াতে পারছে না। কেমন হতাশ মুখে টেবিল থেকে ওঠার চেষ্টা করল। পারল না। শরীর টলছে।

লতিকা বলল, দাঁড়ান তথাগত বাবু। সে ছুটে কাছে চলে গেল। পুরুষের শরীরেও থাকে সুঘ্রাণ। তথাগতর পাশে দাঁড়াতেই এমন মনে হল তার।

তথাগত না বলে পারল না, আপনার আসতে হবে না। ঠিক চলে যাব।

ঠিক আছে চলুন না।

রিকসা ডেকে লতিকা তথাগতকে উঠে বসতে বলল।

আপনি কেন মিছিমিছি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন বুঝি না।

লতিকা সরে বসে বলল, ঠিক হয়ে বসুন। গায়ে গা লাগলে

নুন নয়, সমুদ্রে গলে যাবেন। ভয় নেই।

ঠিকঠাক হয়ে বসতেই ফের সেই মনের গভীরে গোপন কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। আপনি কত সুন্দর, আপনার সব কিছুই না জানি আরও কত সুন্দর। পুরুষের কাছে নারীর এই উপমা লতিকাকে বড় কাতর করে ফেলছে।

তথাগত স্টেশনে এসে ঘাবড়ে গেল।

তাড়াতাড়ি লতিকা বউদি কিছুটা বাজার করে নিয়েছে। বাজার বন্ধের মুখে। তবু ব্যস্ত স্টেশন বলে এত রাতেও আলু পটল মাংস সবই পাওয়া যায়। খুব ছোটাছুটি করছে বউদি। তাকে কোনো কথাই বলতে দিচ্ছে না। কিছু বললেই এক কথা, আপনি চুপ করুন তো। তারপর ট্রেনে তাকে তুলে দিতে এসে ব্যাগ হাতে নিজেই উঠে পড়ল।

আরে করছেন কি!

চুপ করুন তো।

দাদা ভাববে।

ভাবুক।

তারপর বলেছে, জীবনের ভাল মন্দ আপনি কিছু বোঝেন না। তারপর বলেছে, এ-ভাবে কেন সে পরাজিত হবে! সে কেন মিথ্যা কলঙ্ক নিয়ে বাঁচবে? কলঙ্কটা যে কি তাই সে নাকি বুঝতে পারছে না। শ্যামলদা তার প্রায় কিছুটা অভিভাবকের মতো— তিনি শাসন করতেই পারেন, তাই বলে বৌদিকে তার ভালমন্দ বোঝার দায়িত্ব কে চাপিয়ে দিল বুঝছে না।

না বৌদি, দাদা না ফিরলে চিন্তা করবে। আপনি প্লিজ বাড়ি যান।

করবে না। আপনি উঠুন!

দাদা বসে আছে পাঁঠার মাংস খাবে বলে। আমার উপর আবার হম্বিতম্বি করবে। তোর বৌদি বলল বলেই তাকে নিয়ে

চলে যাবি। সময়ে না ফিরলে চিন্তা হয় না। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না! কলকাতার রাস্তাঘাট ভাল না। কে কখন ভোগে লেগে যাবে—দাদা চিন্তা করবে।

রাখুন চিন্তা। আচ্ছা আপনার লজ্জা করে না এভাবে বউ-পাগল হয়ে থাকতে। কোনো ক্ষমতাই নেই বলছে! বউ থাকবে কেন!

আমার ওখানে গিয়ে কি করবেন?

সে দেখা যাবে।

দাদা ভবেবে না?

ভাবুক না।

অশান্তি করতে পারে।

করুক।

বৌদি কেন যাচ্ছে তার সঙ্গে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ এত সদয় তার উপর কেন তাও বুঝতে পারছে না। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। আধঘণ্টার মতো পথ। ছুটির দিন বলে, কামরা ফাঁকা। সে এক কোণায় চুপচাপ বসে আছে। বড় একটা গণ্ডগোলে সে পড়ে যাবে—ভয়ে বেচারা গোছের মুখ। নেমেও যেতে পারছে না। বাধা দিতেও পারছে না। কিছু বললেই এক কথা, চুপ করুন তো। বাড়িতে অমর আছে। আপনি তো একা না! দাদাকে আপনার একটা ফোন করে দিলেই হবে। হুঁশ থাকে না রাতে।

স্টেশনে নেমে সে ফের একটা রিকশা নিল।

সে আশ্চর্য হয়ে গেছে, লতিকা বউদির বিন্দুমাত্র দ্বিধা না দেখে। এটা যে কত বড় দুর্ঘটনা, বউদি যদি বুঝত। দাদা দেরি দেখলে রাস্তায় খুঁজতে বের হতে পারে। থানা পুলিশ করতে পারে। সে মরমে মরে আছে।

অমর দরজা খুলে দিলে, তথাগত ঘড়ি দেখল। রাত এগারোটা। তারা কখন বের হয়েছে ঘড়িতে লক্ষ্য করেনি। সাড়ে নটা হবে। তার আগেও হতে পারে। পরেও হতে পারে। ট্রেনে

আধঘণ্টা. বাজার, স্টেশনে এসে টিকিট কাটা—সাড়ে দশটার রানাঘাট লোকাল পেয়ে গেছে। আসতে রাস্তায় মোটেই অসুবিধা হয়নি। কোনো কথা বলতে গেলেই বলেছে, চুপ করুন তো। লোকে শুনছে।

অমর লতিকা বউদিকে ভালই চেনে।

আপনি!

চলে এলাম। তোমার বাবু রাস্তা ভুল না করেন, তাই চলে এলাম।

লতিকা ব্যাগটা অমরের হাতে দিয়ে বলল, কিচেনে রেখে দাও। আমি একটা ফোন করে আসছি।

বসার ঘরে লতিকা ঢুকে ফোন তুলে নিল।

হ্যাঁ, আমি বলছি। তথাগত রাস্তায় যা পাগলামি শুরু করল একা ছাড়তে সাহস পেলাম না।

আবার বলল, না অসুবিধা হবে না। অমর তো আছে।

সে কি পাগলামি করেছে কিছুই বুঝতে পারছে না। কত সহজে বলে দিতে পারল সে রাস্তায় পাগলামি করছিল—কত সহজে বলে দিতে পারল অমর তো আছে। অমর থাকলেই কি, কোনো মহিলা তার বাড়িতে রাত কাটাতে পারে! সে ভেবে পাচ্ছে না কি করবে।

আরে না না, সে সাহস আছে। ক্ষমতা আছে। আর শোনো বেশি নেশা কর না। আজকাল যে তোমার কি হয়েছে বুঝি না—প্রায় রাতেই আউট হয়ে যাও। কোনো হুঁশ থাকে না। দুশ্চিন্তা হয়।

তথাগত ভাবল, নারী পুরুষকে কত সহজে বশ করতে পারে।

আরে না না। সকালের ট্রেনেই চলে যাব। তুমি তালা দিয়ে মণির কাছে চাবি রেখে যেও। মণি এলে দুটো সেদ্ধভাত করে যেন দেয়। না না, বলছি তো কোনো অসুবিধা হবে না। তোমার বন্ধুটি তো ভয়ে পোকা হয়ে আছে—তুমি যদি রাগ কর—দাদা

জানে না, আপনি চলে এলেন—আমার মাঝে মাঝে এমন হয়—মাথাটা কেমন করে। একা ছেড়ে দিলেই দেখতেন ঠিক হয়ে যেত। ও আমার অনেকবার হয়েছে। কিন্তু ছাড়া যায় বল!

হ্যাঁ সকালে তথাগতই ট্রেনে তুলে দেবে। ভেব না। ছাড়ছি লক্ষ্মীটি।

লতিকা রাতে থেকে গেল।

লতিকা রাতে কি করছিল—কিংবা তথাগত, আমরা. পাঠকরা কিছুই জানি না। হতে পারে লতিকা তার সুন্দর জিনিসগুলি তথাগতকে দেখিয়ে বলেছিল, ও শুধু দেখার জন্য নয়। কঠিন ব্যবহারও চাই তার। ফুল ফোটে। ঝরে যায়—সে ফুলের দাম কি, ফুল যদি ফুটলই, তাকে ক্ষতবিক্ষত করার মধ্যেই আছে জীবনের মূল রহস্য।

তথাগত ফুল তুলতে জানত না। গাছের ফুল গাছেই থাকুক চাইত। ফুল পেড়ে গন্ধ নিতে হয় জানত না—অন্তত তার চরিত্র দেখে আমরা পাঠকরা এটুকু বুঝেছি। অন্তত একটা রাত তথাগত তাকে ভোগ করুক এমনও চাইতে পারে লতিকা। তবে বছরখানেকের মধ্যে দুই পরিবারেই বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে গেল। রূপা ফিরে এল তথাগতর কাছে। রূপার কাছে লতিকাই গিয়েছিল। তথাগতর দুর্বলতা কোথায়—কীভাবে তথাগতকে উজ্জীবিত করা যায় তাও হয়তো বুঝিয়ে বলেছে। এবং লতিকা মা হয়েছে। এটা কোনো দুশ্চরিত্রার গল্প নয়। সরল সহজভাবে ভাবলে এটা একজন পরোপকারী নারীর গল্প আমরা বলতে পারি। সমাজের রুক্ষ অনুশাসনকে এ-গল্পে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলে ভাল হয়।